সুধারঞ্জ

শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত

অভিনব সংস্করণ

১৩৩১

PUBLISHER—Chandi Charan Basak
Printer—Mahesh Chandra Patra
BASAK PRESS
127, Musjid Bari Street, *Calcutta*.

এই পুস্তক বহু মূল্যবান
দীর্ঘস্থায়ী এণ্টিক
কাগজে মুদ্রিত
হইল
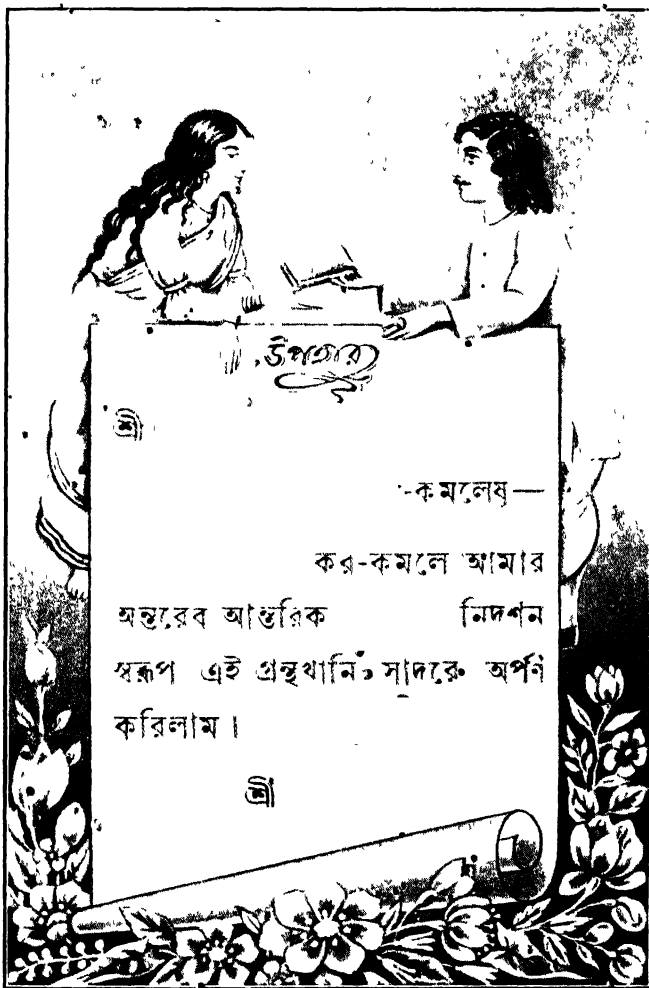
উপহার
শ্রী
কমলেষু—
কর-কমলে আমার
অন্তরের আন্তরিক নিদর্শন
স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সাদরে অর্পণ
করিলাম।
শ্রী

ঘরে ঘরে সুধাবৃক্ষ করিতে রোপণ
একান্ত বাসনা যদি ওহে সুধীজন
পড় এই **সুধাবৃক্ষ** সুধার ভাণ্ডার
প্রীত মনে দাও সবে প্রীতি-উপহার।

দুটী কথা

গ্রন্থকার শ্রীযুত সত্যচবণ মিত্র মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার প্রণীত "আকাশগঙ্গা" বঙ্গসাহিত্যের মেরুদণ্ড—পাঠ করিলে দশখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস পাঠের ফল হয়। পুস্তকখানি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। গ্রন্থকাব নিজে আবার একজন সাধক পুরুষ। তাই তিনি লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। সংসারের নানা বিড়ম্বনার চাপে যখন আমরা অবসন্ন হইয়া পড়ি তখন তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে মনের যত গ্লানি শরীরের যত অবসাদ দূরে চলিয়া যায়—দেহ মন অপার আনন্দে ভরিয়া উঠে।

পাঠক পাঠিকা! সংসাবে নানা অশান্তিতে তিক্ত হইয়া সুধাবৃক্ষের আশ্রয়ে আসিলে স্বর্গেব সুধা পান কবিয়া সঞ্জীবিত হইতে পারিবেন। তাই আজি নব ভাবে নব সাজে নব চিত্রে পঞ্চম সংস্কবণ প্রকাশিত হইল। আশা করি ইহা সাধারণের প্রণিধান-যোগ্য হইবে।

বসাক এণ্ড সন্স

গ্রন্থ-পরিচয়

"ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে পুস্তক খানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে।" বাবু ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"তোমাব এ পুস্তক পাঠে স্ত্রীলোকেরা স্বামী পাগলিনী হইবে। বঙ্কিম যেটুকু বাকী রাখিয়াছিল—তুমি সেটুকু পূর্ণ করিয়াছ। এ উপন্যাস স্বর্গেরই উপযুক্ত—এরূপ করুণ মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা বৃদ্ধ বয়সে পড়িতে পারি না—বুক ফাটিয়া যায়।" মিষ্টার এম এম ধর বি এ বি এল্ লিখিয়াছেন—"আমার জীবনে এরূপ করুণ মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাস পড়ি নাই। সতীত্বেব এরূপ উচ্চ—উজ্জল—পবিত্র চিত্ত আব কোন পুস্তকে নাই। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ যেরূপ আপনার সুধাবৃক্ষও সেইরূপ—নাম যথার্থই সার্থক হইয়াছে। লেখা অতি সুন্দর। সরলা স্বামী অন্বেষণ কবিতে গিয়া আপনার সতীত্ব-ধন রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ ভীষণ অত্যাচারে ও কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে তাহা যখনই পড়িয়াছি তখনই স্বর্গের দেবী ভাবিয়া প্রণাম করিয়াছি।" ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"আমার বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে আপনাকে কোলে করিয়া নৃত্য করিতেন। আপনি অনেক বিষয়ে বঙ্কিমকে পরাস্ত করিয়াছেন।"

স্বর্গীয় পিতামহের

শ্রীচরণ-কমলে—

যিনি ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল প্রাণে ভারতবর্ষের পর্ব্বত নদী বন উপবন এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন—যিনি বৈরাগ্যের ঐকান্তিকতায় উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আপনার বংশগত শোণিতধারায় অনাসক্তির স্বর্গীয় কণিকা সকল বিমিশ্রিত করিয়াছেন—ধর্ম্ম-পথে যাঁহার পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি—সেই পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতামহ ৺রাজীবলোচন মিত্র মহাশয়ের শ্রীচরণে এই উপন্যাস গভীর ভক্তির অশ্রুরাশির সহিত উৎসর্গ করিলাম।

সত্য-

সুধাবক্ষ

প্রথম তরঙ্গ

"পত্র পাইয়াছ ?" মৃদু মৃদু স্বরে অবনতমুখী হইয়া, দুঃখ ও শোকের ভীষণ জ্বালা হৃদয়ে লুকাইয়া, সবস লোহিতাভ চক্ষু দুটী একটু ঊর্দ্ধ দিকে তুলিয়া সরলা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিনোদ গম্ভীর অথচ কাতব স্বরে উত্তর করিল, না পত্র এখন ত' পাই নাই। বোধ হয় শীঘ্র পাইব। শুনিয়া সরলার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল—কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিল, শেষ পত্রে কি লিখিয়াছিলেন ?

লিখিয়াছিলেন যে, "আমি এখন হরিদ্বারে আছি। এখানে হিমালয়ের শোভা দেখিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উথলিয়া উঠে। এ স্থানটী কবির প্রকৃত বাসস্থান। এ স্থানের শোভা দেখিলে আর সংসারে যাইতে ইচ্ছা করে না। ভাই ! আমি এখানে বড় সুখে আছি। কিন্তু এখানে আর অধিক দিন থাকিব না।"

"তার পর", "তাব পর" ক্ষীণ স্বরে এই দুটী কথা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে সরলার মুখ হইতে বিনির্গত হইল। যে প্রকাব কাতরভাবে ও ধীরে ধীরে এই দুটী কথা উচ্চারিত হইল—তাহাতে বিনোদের শরীব কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিনোদ বলিল, ভয় নাই সরলা! ভয় নাই। ঈশ্বর যার সহায় তার আবার কিসেব ভয়, "ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলম্।" তাব পর আর কিছুই লৈখেন নাই।

"আমায় বোধ হয় ভুলিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া সরলা কাঁদিতে লাগিল। বিনোদ কি করিবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া বহিল। বাহ্যভাবে উহাদিগকে নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইল বটে কিন্তু উভয়েরই অন্তর্জগতে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে—নহিলে থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পবিত্যাগ করিবে কেন?

সরলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবামাত্র বিনোদ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, এ—খাঁ, কা—জ, ক—রি। সবলা কাতর-ভাবে বলিল, কি? কি করিতে চাও?

বিনোদ বলিল, যাই গিয়া ধবিয়া আনি। সরলা বলিল, কেন ধরিয়া আনিবে? তাঁব তো আসিতে ইচ্ছা নাই। তিনি যখন লিখিয়াছেন, আমি এখানে সুখে আছি, আব সংসাবে ফিরিতে ইচ্ছা নাই, তখন আর তাঁকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? তিনি

সুখে আছেন ইহাতেই আমাদের সুখ, আমরা আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা ছড়াইব না।

এই কথা বলিবার পর, সরলার চক্ষু দু'টী জলে ভরিয়া গেল। স্বামীর মূর্ত্তি যেন চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। বুক ফাটিতেছে—হৃৎপিণ্ড প্রেমোচ্ছ্বাসে ছিন্ন হইতেছে। প্রেমোৎপ্লাহিত—প্রেম-বিগলিত—প্রেম-পরিচালিত আত্মা মাটির দেহকে পিঞ্জর বোধ করিতেছে—যদি দেহ ভাঙ্গিয়া যায় তো আত্মা-পক্ষী অনন্ত চিদাকাশে মধুর সঙ্গীতধারা বর্ষণ করে। লজ্জা সরম কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পাঠিকা! প্রেমাবেশে আত্মায় যে কি ভাব-আবির্ভাব হয় তাহা যদি পতিপ্রাণা হও তো বুঝিতে পারিবে—নতুবা সাধ্য কোথায়?

সরলাসুন্দরী এইভাবে নিস্তব্ধ রহিয়াছে এমন সময়ে বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল, তা বটে তাঁর সুখের পথে কাঁটা কেন দেব—কিন্তু——বিনোদ এই কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সরলা বলিল কিন্তু কি? তুমি কাঁদ কেন? বিনোদ বলিল, তোমার দশা কি হইবে। তোমার বিষয় যখন ভাবি তখন আর আমি আমাতে থাকি না।

সরলা বলিল, তুমি না ঈশ্বরপ্রেমিক? ঈশ্বরের কৃপা আমাদের আশ্রয়। আমার আবার কিসের দশা? ঈশ্বর আমাদের পিতা-মাতা—যতক্ষণ তিনি আছেন ততক্ষণ কিছু ভয় নাই।

বিনোদ—একটী অমঙ্গলের কথা শুনিলাম।

সরলা—কি ?

বিনোদ—তোমার শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর সকলেই তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস তুমি তোমার স্বামীকে বশ করিবার জন্য কোন ঔষধ খাওয়াইয়াছ—তাই তোমার স্বামী পাগল হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন।

সরলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল হা ভগবান্! আমি পাগল করিয়াছি! কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সরলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, আর কি শুনিয়াছ ?

"আর"—বলিয়া বিনোদ আর কথা কহিতে পারিল না, কণ্ঠরোধ হইল, মুখ রক্তাভ এবং নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

বিনোদের এ প্রকার অবস্থা দর্শনে সরলার হৃদয় ব্যথিত হইল। সরলা কাতরভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল "দীনবন্ধু! বিপদে সহায় হইও।"

কিয়ৎক্ষণ সরলা চুপ করিয়া আবার বলিল, কি শুনিয়াছ বল। চুপ করিয়া রহিলে কেন ?

বিনোদ ভাবিতে লাগিল—হায় ঈশ্বর! এই অশ্লীল ভাব এমন পতিপ্রাণা সতীর নিকট কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। হায় সমাজ! হায় পাপিষ্ঠ সমাজ! হায় কুসংস্কার!—দেখে শুনে যে আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে

বর্ত্তমান সমাজের ভীষণতম মূর্ত্তির চিন্তায় কাঁপিতে কাঁপিতে, লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া বিনোদ বলিল, লোকে আমাদের নামে নানাপ্রকার বদনাম রটাইয়াছে। কথাগুলি বলিয়াই বিনোদ ভাবিল—কি করিলাম! এমন স্বর্গের দেবীর নাসিকায় কি দুর্গন্ধময় নরকের বায়ু প্রবাহিত করিলাম!

সরলা ইহা শুনিয়া মনে মনে বলিল, হায়! ভগবান্! তোমার রাজ্যে এত কলঙ্ক কেন? পরে প্রকাশ্যে বলিল, তাহা আমি জানি। মা আনন্দময়ি? তুমি সব জান মা! বিনোদ! কি বলিব বল। লোকে যাহা ইচ্ছা বলুক। লোকে আমাদের চরিত্রে সন্দেহ করিয়া থাকে করুক। মিথ্যা কখন অপ্রকাশ থাকিবে না। সত্যের জয় হইবেই হইবে। যাহা হউক আর কি শুনিলে বল? বিনোদ বলিল, শুনিলাম, তোমার দেবর আমায় মারিবেন, আর তোমাকে গৃহ হইতে তাড়াইবেন। সরলা চমকিত হইয়া বলিল, আর কি শুনিলে? বিনোদ বলিল, তোমার শ্বশুর তোমার পুস্তকগুলি পোড়াইবেন, তোমার শাশুড়ী তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া দেশত্যাগী করাইবেন আর আমার নামে মিথ্যা অপরাধে নালিশ করিয়া আমাকে জেলে দিবেন।

দুইজনে এই প্রকার দুঃখের কথা চলিতেছে, এমন সময়ে বিমর্ষ মনে এলো চুলে সরলার শাশুড়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

এখানে পাঠিকার নানা প্রকার কৌতূহল হইতে পারে।

প্রথম—এ কিগো! পরপুরুষের সহিত বউমানুষের প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কেন? দ্বিতীয়—বিনোদ সম্পর্কে সরলার কে?

প্রথম কৌতূহলের উত্তর এই যে, স্বামীর প্রাণের সচ্চরিত্র বন্ধুর সহিত স্ত্রীর কথা কহিতে কোন দোষ নাই। সরলা সুশিক্ষিতা রমণী, পরপুরুষ দেখিয়া তিন হাত ঘোমটা দেওয়া রোগ তাহার ছিল না—সে জানিত সতীত্বই স্ত্রীলোকের ঘোমটা। দ্বিতীয় কৌতূহলের উত্তর এই যে, বিনোদ সরলার মাতুল-পুত্র। সরলা অল্প বয়সে পিতৃমাতৃবিহীনা—মাতুলালয়ে প্রতিপালিতা। সরলা ও বিনোদ দুই জনে সহোদর সহোদরার মত।

গৃহিণী গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—কখন এলে গো! ঝক্ করে কখন এ ঘরে সেঁদুলে গো। অমন ধারা ক'রে আসা ভাল নয় বাপু—বাড়ীর ছেলেপিলেরা জান্‌তে পার্‌লে কিছু মনে কর্‌তে পারে।

বিনোদ একটু নম্রতার সহিত বলিল, আস্‌বার সময় তো কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত দেখা ক'রে এসেছি।

গৃহিণী মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা যেন হ'ল, ছেলেদের সঙ্গে তো একবার দেখা কর্‌তে হয়—এই বলিয়া তিনি বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিনোদ মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, আপনার ছোট ছেলে তো এখানে নাই। কলিকাতায় গেছেন নয়?

এই সময়ে সুরেন্দ্রের খবব জানিবাব ইচ্ছাটা প্রবলতর হইতেছিল সুতরাং মনের বেগ একটু কমাইয়া গৃহিণী বলিলেন—তা বেশ—তুমি ত আমাদের ঘরের ছেলে—আস্‌বে বৈ কি। আচ্ছা! এখন সে সব কথা যাক্—আমার সুরেনের কিছু খবর পেয়েছ? বিনোদ বলিল, পেয়েছি—তিনি ভালই আছেন।

গৃহিণী অমনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আর তোর ভালর কপালে ছাই! ওই আবাগের বেটী ছেনাল, ওষুধ খাইয়ে ছেলেকে আমার দেশত্যাগী করেছে। ওর কি কখন ভাল হবে নাকি মনে করেছ। লেখাপড়া শিখেছেন—আরে আমার লেখা পড়া! মেয়েছেলের, আবার লেখাপড়া কি? খাবিদাবি ঘরের কাজ কর্‌বি—তা নয় রাত দিন কেবল বই নিয়ে থাকা হয়। আবার যখন তখন চোখ বুজে কি ভাবা হয়! আহা আহা! ব্রেহ্মজ্ঞানীর মাগ্—আরে আমার ব্রেহ্মজ্ঞানী! সেই এক মিন্‌সে চাকামুখো মুখপোড়া! বামুনের পৈতে ফেলায়—মুসলমানের ভাত খাওয়ায়—সেই মুখ পোড়া কেশব সেনই তো আগে আমার ছেলেকে পাগল করে। ছেলে আমার কি যে হ'য়ে গেল! যখন তখন চোখ বুজে থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তো। আর ওই হতভাগী আমার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ করলে। তাই না হয় নিজে অধঃপাতে গেছিস, নিজে যা—তা নয় আবার বাড়ীর কাছের ভদ্রলোকদের মেয়ে গুলোর পর্য্যন্ত মাথা খেতে ব'সেছে—ওমা! ওলো গোলাপি!

পড়্‌বি আয়লো—ওলো হুরী! পড়্‌বি আয়লো! বাছা! যখন আমার তেমন সোণার-চাঁদ ছেলে গেল তখন আর বউএর দরকার কি বল? তোমরা ছেলেবেলায় ওকে মানুষ করেছিলে—তার পর যাকে দিয়েছিলে সে তো দেশত্যাগী—সে তো ওকে ফেলে পালাল। তা বাছা! তুমি ওকে এখান থে'কে নিয়ে যেতে হয় যাও—না হয় ও যেথানে ইচ্ছে চলে যাক্।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

গৃহিণী এই প্রকার বৃথা ভৎর্সনা করিয়া চলিয়া যাইলে পর সরলা বলিল, দেখ্‌লে ভাই দেখ্‌লে তো। এখন কি করা যায় বল। আমি এত উৎপীড়নের মধ্যে কি প্রকারেই বা থাকি— আর কাহার জন্যই বা থাকিব। বিনোদ! আমার একটা উপায় কর। আমি এখানে আর থাকিতে পারি না।

বিনোদ বলিল, স্থির হও। তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ। তোমার শাশুড়ী অশিক্ষিতা—কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। বাস্তবিক কি আর তাড়াতে পার্‌বেন। আমি সুরেন্দ্র বাবুকে আর এক খানা পত্র দিই—তোমার দুরবস্থার বিস্তারিত বিবরণ সমস্তই খুলিয়া লিখি—দেখি কি উত্তর দেন। তাব পর ঈশ্বর সহায়— ভয় নাই। তুমি অস্থির হইও না।

বিনোদের এই সকল কথা শুনিয়া সরলা কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলিতে পারিল না—কথা গলায় আটকাইয়া গেল। চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিনোদ সরলার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া অতি কাতর স্বরে ভরসা দিয়া বলিল, সরলা! তুমি কাঁদিও না। তোমার কিছুই ভয় নাই। তোমার জন্য কি করিব বল। আমি তোমার জন্য মরিতে পারি। আমি আজ ঈশ্বরের নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি—যদি সমস্ত পৃথিবী তোমার বিপক্ষে দাঁড়ায় তথাপি আমি তোমার পক্ষে থাকিব—তোমার কিছু ভয় নাই। এখন কি করিব বল।

সরলা বলিল, তোমার নিকট আমার একটী অনুরোধ—রাখিবে তো?

বিনোদ বলিল—রাখিব।

সরলা বলিল, হরিদ্বারের দিকে যাইব। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে আবার বলিল, আমার এখানে কি সুখ বল দেখি? দিনের বেলা উপাসনা করিবার যো নাই। যদি করি তো বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়, চারিদিকে ঠাট্টা তামাসা করে। পড়া-শুনা সব বন্ধ হইয়াছে। শ্বশুর গুরুলোক কি বলিব বল, লেখাপড়া করি বলিয়া তিনি যে প্রকার গালাগালি দেন তাহা বলিবার নহে। তুমি মাঝে মাঝে আস তাই একটু কথা কহিয়া সুখ পাই। লেখাপড়া করি—ঈশ্বর চিন্তা করি—দেশের কুসংস্কার মানি না—এই জন্যই পাড়ার বউ ঝিরা আমায় ঘৃণা করে—আমার সহিত কথা কহা দূরে থাকুক কেবল ঠাট্টা করে। বাড়ীতে যে আমার ছোট জা আছে তার সঙ্গে কথা কহিতে

মানা আছে। ওদের গোলাপীকে পড়াতাম ব'লে সেদিন আমাদের কর্ত্তা বঁটি নিয়ে আমায় কাট্‌তে এসেছিলেন তা তুমি জান। আবার সে দিন বিকালে উপাসনা করছিলাম এমন সময়ে আমার দেওর এসে একটা বড় বিছে এনে আমার পিঠের উপর ফেলে দিল—বিছেটা কামড়াইয়াছিল, কত যন্ত্রণা হইল, তা আর কি বলিব। কিন্তু সে যন্ত্রণা অপেক্ষা সে সময়ে মনে যে যন্ত্রণা হয়েছিল তাহা আরও ভয়ানক। বিনোদ! আমি এত যন্ত্রণায় কি প্রকারে থাকি বল? আমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাই।

বিনোদ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, তুমি একলা কি প্রকারে কোথায় যাইবে? এই সময়ে সরলা মন-প্রাণকে স্বর্গের দিকে পরিচালিত করিয়া বিনোদের দিকে পাগলিনীর মত একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, একলা কি বিনোদ! ঈশ্বর আমার অন্তরে—ঈশ্বর আমার মস্তকে—ঈশ্বর আমার আশে-পাশে—আমি ঈশ্বরের ক্রোড়ে—আমি একলা কি বিনোদ!

পবিত্রতার ছবি—প্রেমের প্রতিমূর্ত্তির ভিতর হইতে প্রেম-ভক্তি-জড়িত এই কথাগুলি বিনোদের হৃদয়ের পবিত্রাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছিল—বিনোদ যেন স্বর্গের এক সিঁড়ি উপরে উঠিল। বিনোদ বলিল, ভয় নাই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে বল দিন। তুমি কি করিতে চাও?

সরলা—আমি সংসার-সাগরে ভাসিতে চাই। আমি আমার স্বামীকে খুঁজিতে যাইব।

বিনোদ—যদি খুঁজিয়া না পাও তো কি করিবে?

সরলা—না পাই তো যোগিনী হইব। ঈশ্বরের আরাধনায়—ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধনে জীবন অতিবাহিত করিব।

বিনোদ—যদি স্বামীকে পাও তো কি করিবে?

সরলা—স্বামীকে লইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

বিনোদ—তোমার স্বামী যদি তোমার অনুরোধ না শুনেন। তিনি যদি বলেন, আমি তোমায় চাই না—তুমি যাও।

সরলা—আমি তাহার পায়ে ধরিয়া বলিব, আমাকে তুমি ত্যাগ করিও না—আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব।

বিনোদ—তিনি যদি তোমায় দেখিয়া বিরক্ত হন তো কি করিবে?

সরলা—কি করিব তা কি বুঝিতে পারিতেছ না। স্বামী হইয়া যদি একান্তই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কি আমার তুচ্ছ জীবন ত্যাগ করিতে পারিব না? স্ত্রী যদি স্বামীর বিরক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রীর আর জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? তার মরণই মঙ্গল? স্বামীর সুখের জন্য মরিতে যে কত আনন্দ তা অনেক সতী-সাধ্বী বুঝিয়াছে।

বিনোদ এই সকল শুনিয়া নিস্তব্ধ হইল। কি বলিবে—কি বুঝাইবে—সরলাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে? কিয়ৎক্ষণ পবে বলিল, সরলা! তোমাব অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি কি করিব বল?

সরলা—আমায় এবাড়ী হইতে বাহির কর—আমায় কলিকাতায় লইয়া চল—পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিব।

বিনোদ—আচ্ছা আমি চেষ্টায় রহিলাম। আজ আমি যাই—কাল আবার আসিব।

সরলা—আচ্ছা এস—তবে কাল নিশ্চয়ই এস।

বিনোদ—আসিব, ভয় নাই—ঈশ্বর আছেন।

বিনোদ নিস্ক্রান্ত হইলে, সরলা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় তরঙ্গ

হুগলী জেলার কোন গ্রামে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারী বহুদূর বিস্তৃত। ভূ-সম্পত্তি এত অধিক ছিল যে, বিশ্বনাথ এক একবার বলিতেন—"বাটী হইতে হুগলী যাইতে হইলে বরাবর আপনার মাটি দিয়া যাইতে পারি—পরের মাটিতে পা দিতে হয় না।" বিশ্বনাথের বাটী হুগলী হইতে দশ ক্রোশ পশ্চিমে। নিজগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী বিশ ত্রিশ খানা গ্রাম তাঁহার হুকুমে চলিত।

বিশ্বনাথের দুই পুত্র। সুরেন্দ্রচন্দ্র ও অবিনাশচন্দ্র। সুরেন্দ্র খুব লেখা পড়া শিখিয়াছিল—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে। অবিনাশের সে কর্ম্মসূত্র না থাকায় তাহার আদতে লেখা পড়া হইল না। সুরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিল—অবিনাশ গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় জোর নাম লেখা পর্য্যন্ত সাঙ্গ করিয়াই, মা সরস্বতীর নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়াছিল।

সুরেন্দ্র স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ। ছাত্রজীবনে সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা

করিত—ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়নে পরম পরিতোষ লাভ করিত। সুরেন্দ্র এম্ এ পাশ করিয়া একটী দরিদ্রা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল।

নিকটে শ্যামপুর গ্রামে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটী ভাগিনেয়ী ছিল, নাম সরলাসুন্দরী। এই সরলার পিতামাতা বাল্যকালেই পরলোকগত হয়েন। মাতুল হরিদাস ভাগিনেয়ীকে লালন পালন করেন। হরিদাস বাবু খুব ইংরাজীনবিস ছিলেন। ইংরাজীতে তাঁহার খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। তিনি আপন তনয়া ও ভাগিনেয়ীকে রীতিমত শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করেন। সুতরাং তাঁহার কন্যা ও ভাগিনেয়ী বেশ লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। তাঁহার ভাগিনেয়ী সরলার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা ছিল—সুতরাং অল্প দিনে সে অধিক শিখিয়া ফেলিল।

সরলা ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভালরূপ শিখিয়াছিল। স্বামীর সহিত প্রথম প্রথম খুব হৃদয়ের মিলন হইতে লাগিল। বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র সেই সময়ে স্বদেশে বিদ্বান্ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিল। বিদুষী ও গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া সুরেন্দ্র কয়েক বৎসর বড় সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

হঠাৎ সুরেন্দ্রের জীবনে একটা ঝটিকা উপস্থিত হইল। সে কয়েকজন ধর্ম্ম-বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের কোন মহাত্মা-দর্শনে গমন করে। সেই মহাত্মার আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিয়া সেই

অবস্থা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুরেন্দ্র বুঝিল "কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ না করিলে" ব্রহ্মলাভ অসম্ভব। সে সেই সাধুর সহিত যতই মিশিতে লাগিল, ততই তাহার রমণী-জাতির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ এরূপ হইল যে, সুরেন্দ্র স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া, পিতামাতা এবং জনসমাজ ছাড়িয়া অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইবে স্থির করিল।

সরলা স্বামীর ভাবগতিক দেখিয়া কতকটা বুঝিতে পারিল যে, তাহার প্রতি স্বামীর আর টান নাই। আগে সরলা এক দিন কাছে না থাকিলে সুরেন্দ্র অস্থির হইত, এখন ক্রমশঃ সেই সরলা তাহার কাছে যেন বাঘিনীর মত দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্র বাহির বাটীতে একটী ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে—ভাবিতে ভাবিতে কাঁদে—কেহ কাছে গেলে বিরক্ত হয়—কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অনিচ্ছায় নীরস ভাবে উত্তর দেয়।

একদিন দুপুর বেলা সুরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া "ভগবদগীতা" পাঠ করিতে করিতে বৈরাগ্যভাবে অধীর হইয়া উঠিল। বইখানি বালিসের নীচে রাখিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া, এই অসার জীবনের চিন্তা-দংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া মনোমধ্যে যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল।

সেই চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া, সংসার ত্যাগ করিবার জন্য সুরেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিল। সেই ভাব ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সুরেন্দ্র

এক দিন রাত্রে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিল। পিতা, মাতা, স্ত্রী কেহই জানে নাই যে, সুরেন্দ্র সংসার ত্যাগ করিবে। হঠাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে দুঃখে নিমগ্ন করিল। সংসার ছাড়িয়া গোপনে স্ত্রীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। আগে প্রিয়তমে—প্রাণেশ্বরী—প্রাণের সরলা প্রভৃতি হৃদয়ের আবেগময় ভাষায় স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া পত্র আরম্ভ করিত—এবারে সে সব কিছুই নাই—নীরস ভাবে প্রথমেই লিখিয়াছে :—

সরলা!

আমি সন্ন্যাসী হইলাম—বিধাতার ইচ্ছায়। যদি তোমার কাছে আমার কিছু দোষ হইয়া থাকে—মার্জ্জনা করিবে। সংসারে তোমার যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিবে না, তাহা বুঝিতেছি। আমার মা, বাপ, ভাই তোমায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিবেন। তোমার উচ্চ শিক্ষা তোমার কষ্টের কারণ—যদি কষ্ট অধিক হয়, বিনোদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিবে। আমার মা বাপের বিশ্বাস, তুমি আমায় ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়াছ, তাই আমি সংসারত্যাগী হইয়াছি। এই বিশ্বাস বশতঃ তাঁহারা তোমায় নজর ছাড়া করিবার প্রয়াস পাইবেন। বিধাতার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে। আমার সহিত এই পর্য্যন্ত।

এই পত্রখানি পড়িয়া সবলা কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিল, ভগবান্! সরলার সর্ব্বস্ব ধন তুমি আকর্ষণ কবিয়াছ, ভালই—কিন্তু আমার প্রতি যদি তোমার দয়া থাকে তো এক দিন স্বামীব কাছে বসিয়া তোমায় আত্ম-নিবেদন করিয়া তোমার পূজা করিতে পাবিব।

সুরেন্দ্র সংসার পবিত্যাগ কবিল। সরলা, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট বড় অপ্রিয়পাত্রী হইল। সবলাব ঔষধে সুরেন্দ্র পাগল হইয়া সংসাব ছাড়িয়াছে—এই বিশ্বাস সরলাকে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বিজাতীয় ক্রোধের পাত্রী করিয়া তুলিল। শ্বাশুড়ী সবলাকে গৃহ হইতে—দেশ হইতে তাড়াইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

চতুর্থ তরঙ্গ

স্বামী-সোহাগিনী কামিনী হাসি হাসি মুখে অতি ধীরে স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বলিল—"মশাই ঘুমুলেন নাকি ?"

বিনোদ—ঘুমুবার কি যো আছে—যে আশা-প্রতীক্ষায় থাকে তার তো ঘুম সহজে হয় না কুম ?

কামিনী—তুমি যে খেতে খেতে ব'ল্‌লে একটা বিশেষ কথা আছে—এখন ব'ল্‌বে কি ?

বিনোদ—বোধ হয় আমায় দুই একদিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় যেতে হবে।

কামিনী—হঠাৎ কল্‌কাতায় যাবার খেয়াল চাপ্‌লো কেন ?

বিনোদ—খেয়াল চাপে নি কুম—কর্ত্তব্য—শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধ। তোমার সরলা দিদি একবার আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় যেতে চান—মনে বড়ই অশান্তি—যদি সেখানে গিয়ে একটু শান্তি পান।

কামিনী—তা তুমি কেন নিয়ে যাবে—তাঁর তো সবাই আছে।

বিনোদ—সবাই এখন তাঁকে বিষ-নয়নে দেখে—বলে কি জান তোমার সরলা দিদি নাকি ওষুধ খাইয়ে সুরেন্দ্র বাবুকে দেশত্যাগী করেছেন ?

কামিনী—আহা ! সরলা দিদি আমাব স্বর্গের দেবী—শাপভ্রষ্টা হ'য়ে মর্ত্ত্যে এসেছেন—তাঁর নামেও কলঙ্ক।

বিনোদ—শুধু তাঁর নামে কলঙ্ক নয় কুম আমার নামেও পর্য্যন্ত। আমার অপরাধ, আমি তাঁর সঙ্গে দুটো পাঁচটা কথাবার্ত্তা কই। সেদিন আমার সাম্‌নে তাঁর শ্বাশুড়ী এসে তাঁকে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিলে—দেবী প্রতিমা আমার সবই নীরবে সহ্য কর্‌লেন।

কামিনী—আচ্ছা এখন দিন কতক তুমি ও বাড়ীতে যেয়ো না।

বিনোদ—তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর ?

কামিনী—ও কথা মুখে এনো না—যে দিন আমার এ পাপ মনে তোমার উপর অবিশ্বাস আস্‌বে—সে দিন আর আমায় দেখ্‌তে পাবে না। তুমি আমাব ইষ্ট-দেবতা—ইহকালের সর্ব্বস্ব—পরকালের সহায়। তোমায় যে দিন অবিশ্বাস কর্‌বো—সে দিন যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে।

বিনোদ—কুম ! জানি নে কোন্ ভাগ্যফলে তোমার মত গুণবতী ভার্য্যা পেয়েছি। আমার মত গরীবের হাতে প'ড়ে তোমার নারী-জীবনের কোন সাধই মিট্‌লো না। না একখানা ভাল কাপড়—না একখানা ভাল গহনা—কিছুই তো তোমার হ'লো

না। তুমি এ সংসারে খাট্‌তে শুধু এসেছ খেটেই গেলে! হিন্দু-সংসারের ভিত্তি তোমরা—মাতারূপে সন্তান পালন কর—পত্নীরূপে স্বামীর সেবা কর—অন্নপূর্ণারূপে সংসাবে আহার যোগাও। যখন সংসাবে রোগের বিভীষিকা আসিয়া দেখা দেয়—যখন রোগী রোগ-যন্ত্রণায় কাতব হইয়া আর্ত্তনাদ কব্‌তে থাকে—তখন তোমরা করুণা-মাখা দেবী-মূর্ত্তিতে তাহার শান্তির জন্য সেবা শুশ্রূষা কর—না খেয়ে না ঘুমিয়ে, বোগ-শয্যা-পাশে দিনরাত ব'সে, তাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আন।

সুখ দুঃখের অনেক কথায় রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইয়া পড়িল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। চারিদিকে বিমল জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। শ্যামল তরুরাজির কচি কচি পাতাগুলির উপব শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি পড়িয়া চিক্‌মিক্‌ করিতেছে। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ—সমস্ত গ্রাম নিদ্রিত—জড় জগত একেবারে স্পন্দহীন। দুই এক স্থানে এক একটী নিশাচর পাখী আহাবের চেষ্টায় বাহির হইয়া প্রকৃতির এই ধ্যানমগ্ন অবস্থার শান্তি ভঙ্গ করিতেছিল। এমনি সময়ে কামিনী বলিল—দেখ কল্‌কাতায় যাবার নাম শুনে আগে আমার বড়ই আনন্দ হ'য়েছিল কিন্তু এখন যেন সে আনন্দ ক'মে আস্‌ছে—জানি নে কেন আমার মনের সহসা এ পরিবর্ত্তন হ'লো—যেন কোন অতর্কিত বিপদ অলক্ষ্যে উঁকি মেরে আমার মনকে ব'লে দিচ্ছে যে তোমাদের কল্‌কাতায় যাওয়া হবে না—তোমাদের সাম্‌নে সম্মুখ বিপদ।

বিনোদ ধীরভাবে বলিল—মঙ্গলামঙ্গলের কর্ত্তা সেই মঙ্গলময় ভগবান। আমি চিরদিনই তাঁকে প্রাণ ভ'রে ডেকে আস্‌ছি—তাঁর চরণে কোন অপরাধই করি নি—কেন কুম তবে আমাদের বিপদ হবে। কুম অনেক রাত্রি হ'য়েছে এখন ঘুমোও।

কামিনীর চক্ষে ঘুম নাই—সে বিছানায় শুইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—"ভগবান! আমি অর্থ চাই না—অলঙ্কার চাই না—চাই শুধু মাথার সিন্দুর—চাই স্বামীর অফুবন্ত প্রেম—চাই তোমার অপার করুণা।"

পঞ্চম তরঙ্গ

কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপরের ঘরে গদিতে বসিয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বাঁধা হুঁকায় তামাক খাইতেছেন। ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করিয়া টান দিতেছেন আর মাঝে মাঝে ঢুলিতেছেন। কর্ত্তার একটু গুলি খাওয়া অভ্যাসও ছিল। তামাক খাইবার পর গুলি খাইতে বসিলেন। গুলির ধুমে গৃহ আমোদিত হইল। এমন সময়ে, গৃহিণী পান খাইয়া ঠোঁট দুটী লাল করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেই গৃহে উপস্থিত। এদিকে কর্ত্তা গুলির নেশায় মজ্‌গুল্। নেশার ঘোরে, কত কি দেখিতেছেন, কত কি ভাবিতেছেন। পূর্ব্বদিন রাত্রে ইঁদুরে কর্ত্তার আফিং চুরি করিয়াছিল—নেশার ঝোঁকে সে কথাটী মনে পড়িল। বোকচন্দ্র বেটা! আমার আফিংই চুরি করেন, আর রাত্রে আমারই পায়ের তলা কাটেন। গণেশ দাদার লেজের কাছে থাকেন তবুও লেজ কাটতে পারেন না। এখানে কর্ত্তা মহাশয়ের একটী বিষম ভ্রম জন্মিয়াছে, গণেশের পায়ের

নালটীকে কর্ত্তা মহাশয় নেশার ঘোবে পড়িয়া গণেশের লেজ ঠাওরাইয়াছেন। কল্পনা গুলির ধূমে উত্তেজিত হইয়া, কর্ত্তাকে কত কি দেখাইতেছে—এমন সময়ে গৃহিণী তাড়াতাড়ি হাত নাড়িতে নাড়িতে মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, বলি আর একটা মজা শুনেছ ?

কর্ত্তা চমকিত হইয়া গুলির ঝোঁকে বলিলেন, ইঁদুরে- মোজা কেটেছে! তাতো কাটবেনই, নরম পেয়েছেন কি না—গণেশ খুড়োর লেজ কাট্‌তে পারবেন না। এই বলিয়া, তিনি আবার ঝিমাইতে লাগিলেন।

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, গোল্লায় গেলে যে। কর্ত্তা আবার চমকিত হইয়া বলিলেন, গোল্লা খাচ্ছে—ইঁদুরে বটে। আচ্ছা বেটা থাক, তোমার গণেশকে বলিব রোস—লেজে জড়ায়ে তোমায় আছাড় দেকে। কর্ত্তা পুনরায় ঝিমাইতে লাগিলেন।

গৃহিণী আবার বলিলেন, গুলি একবার ছাড়—কর্ত্তা আবার চমকিত হইয়া বলিলেন, গদি ঝাড়্‌বো কেন ? কেন ? ইঁদুরে কাট্‌ছে নাকি ?—আঁ—আঁ। গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মুখে আগুণ আর কি। তখন কর্ত্তা আঁ্যা আঁ্যা—সে কি—আমায় মুখে আগুণ প'ড়েছে—কল্‌কে থেকে নাকি—আঁ্যা আঁ্যা বলিয়া মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। গৃহিণী অতিশয় বিরক্ত ভাবে হুঁকা কলিকা কাড়িয়া লইয়া কর্ত্তার মাথাটা সজোরে নাড়িয়া দিলেন।

এতক্ষণ পরে কর্ত্তার চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি বলিলেন, কি? কি?

গৃহিণী—চোখে মুখে জল দাও তবে বলবো। ইঁদুর ইঁদুর করছিলে কেন?

কর্ত্তা—কখন? কখন? সত্যি নাকি? নেশার ঝোঁকে বুঝি তবে।

গৃহিণী—হাঁ, এখন যা বলি শুন।

কর্ত্তা—কি বল বল?

গৃহিণী—বলি, সোণার চাঁদ ছেলেটীকে তো আদরের বড়বউ পাগল ক'রে দেশত্যাগী করালে। ও আবাগী ছেনালকে যে বাড়ীতে রাখতে ভয় হয়। কবে কাকে বিষ খাইয়ে মারবে। এখন হতভাগী বেটীকে তাড়াবে তো তাড়াও। না হয়, বল, আমি আমার ছেলেপিলে নিয়ে দেশত্যাগী হই। আর তুমি তোমার পাশ করা বউকে নিয়ে ঘরে থাক। আবার, সেই এক ছোঁড়া রোজ রোজ বাড়ীতে আসে—আবাগীর ঘরে ফুক্ ক'রে ঢোকেন—আর ফিস্ ফিস্ ক'রে কি কথা কন। মুখে আগুন আর কি? সে ছোঁড়াকে আর বাড়ীতে ঢুক্তে দেওয়া হবে না। বড় বউএর চরিত্র বিষয়ে আমার সন্দেহ হ'য়েছে?

এই সকল কথা শুনিবামাত্র কর্ত্তা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—পরে, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, বল কি? বিনোদ ব্রহ্মজ্ঞানী নয়?

গৃহিণী—হাঁ হাঁ রেখে দাও তোমার ব্রেহ্মজ্ঞানী। তোমার বড় বউও ব্রেহ্মজ্ঞানী। ভাতারকে পাগল ক'রে দেশত্যাগী করালে! কি আর বল্‌বো—সুরেন আমার যেথানেই থাকুক বেঁচে থাকুক—ইচ্ছা করে মুড়ো খ্যাংরা মেরে ওর পিঠের চামড়া তুলে আমার পুত্র-শোক নিবারণ করি। এই বলিয়া, গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কি বল তুমি! আমার তেমন সোণার চাঁদ ছেলে কোথায় গেল! আর আমি কেমন ক'রে ও আঁটকুড়ির বেটীকে নিয়ে ঘর করি তা বলনা? হে ঈশ্বর! তুমি সব বিচার কোরো—এই বলিয়া গৃহিণী হাতের আঙুল মুচড়াইতে লাগিলেন। পরে পুত্রশোকে অধীরা হইয়া মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—ওগো আমার ছেলে এনে দেবে তো দাও! ওগো! আমার যে চারটা পাশ করা ছেলে!

কর্ত্তা, গৃহিণীর এই প্রকার কাতরতা দর্শনে পুত্রশোকাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, আমি জানি—সব জানি। মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখাই যত আপদ্। আবাগের বেটীকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দাওগে। আমায় লোকে নিন্দে করে করুক। আমার বেটা আগে না বউ আগে। আর সেই বিনে বেটা! বাড়ীতে আসুক দেখি। ব্যাটাকে কেটে ফাঁসি যাব সেও ভাল।

গৃহিণী—সেটা কি একটা কাজের কথা।

কর্ত্তা তারপর একটু নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, তাইতো কি করা যায়।

গৃহিণী—করা যায় আবার কি? ওকে বাড়ী থেকে তাড়াতে হবে। নহিলে আমি এখানে থাক্‌ব না। কালসাপকে কি ক'রে ঘরে পুষে রাখ্‌তে চাও?

কর্ত্তা—তা বটে। ও আবাগী যায়ই বা কোথা? আর যে ওর কেহ নাই।

গৃহিণী—আমি জানি না। তুমি তোমার গুণের বড় বউকে নিয়ে ঘর কর, আমি আমার সুরেনকে খুঁজতে বেরুই। বলিতে বলিতে দাঁত খিঁচাইয়া আবার বলিলেন, তোমার বুদ্ধির কপালে আগুন লাগুক। পোড়া কপাল নইলে তেমন সোণার চাঁদ ছেলে দেশত্যাগী হয়! রাখ, রাখ, বড় বউকে আদর ক'রে রাখ, আর বিনোদকে রোজ রোজ বাড়ীতে আস্‌তে দিও, তা হ'লেই তোমার সব দুঃখ ঘুচ্‌বে—শীঘ্র নাতি নাতিনীর মুখ দেখ্‌তে পাবে।

কর্ত্তা—তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর্‌গে। আমি কিছু জানি না। তাড়িয়ে দিতে হয় আজই তাড়াও গে, আমার তাতে কিছু আপত্তি নাই। কি ব'লে তাড়াবে?

গৃহিণী—আমি কি নিজে কিছু ব'ল্‌তে পারবো?

কর্ত্তা—তবে কে ব'ল্‌বে। আমি গিয়ে ব'ল্‌ব নাকি?

গৃহিণী—তা কেন! তা কেন! ঝিকে ডাকি। না হয় ছোট বউমাকে দিয়েই ব'লে পাঠাই।

কর্ত্তা—তাই কর। ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠানটা কেমন কেমন দেখায়—তা ছোট বউমা যদি ব'ল্‌তে পারেন তো দেখ।

গৃহিণী—তাই দেখি রোস। ছোট বউমা বুঝি এখন পান সাজ্‌ছে। যাই তবে।

এই বলিয়া গৃহিণী আস্তে আস্তে ছোট বউএর ঘরে উপস্থিত হইলেন। ছোট বউ বিছানায় শুইয়া একখানি শ্লেটে কি লিখিতেছিল। গৃহিণী গৃহে প্রবেশ করিয়া এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন কি গো! তোমারও যে বড় জায়ের রোগ ধর্‌লো দেখ্‌ছি! পাশ করতে ইচ্ছা আছে নাকি!

এই কথা শুনিবামাত্র ছোট বউ ভয়ে জড়সড় হইল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গায়ে কাপড় দিল এবং একহাত ঘোমটা দিয়া বিছানা হইতে নীচে আসিল।

গৃহিণী—এই তো চাই। গেরস্থ ঘরের মেয়ে ছেলে, রাত দিন ঘোমটা দিবে, পর পুরুষের ত্রি-সীমানায় যাবে না। ও মা! তা নয়! শ্বশুরকে লজ্জা নাই, শাশুড়ী না হয় কাট কুন্‌কুনী—ও বাড়ীর বড় কর্ত্তা আসেন, আমরা বুড়ো মাগী, তবুও মাথায় কাপড় দি, আর উনি (বড় বউকে লক্ষ্য করিয়া) হুঁ হুঁ, আবাগী! উনুন মুখী! কোথা থেকে মর্‌তে এসেছে।

'বলি শুনে যাও দেখি, চুপি চুপি একটা কথা' বলি, এই কথা বলিবামাত্র ছোট বউ আস্তে আস্তে শ্বাশুড়ীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী—বলি, আবাগীর কাছে গিয়ে একটা কথা বলতে পারবে ?

ছোটবউ—কি কথা ? ছোটবউ ফিস্ ফিস্ করিয়া এই কথা বলিল।

গৃহিণী। বল গে, এ বাড়ীতে আর তোমার থাকা হবে না। শুনিয়া ছোটবউ চমকিত হইল, ভাবিল—এ কি ! সর্ব্বনাশ যে—

এবারে বড় জায়ের দশা ভাবিয়া দুঃখিত হইল—বালিকার সরল প্রাণ ব্যথিত হইল। অনেক কষ্টে হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া বলিল, কখন গিয়ে ব'ল্‌বো ? গৃহিণী বলিলেন—এখনি।

ছোটবউ—বড় দিদি বোধ হয় এখনও কিছু খায় নাই। ছোট বউএর চক্ষে জল আসিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে অশ্রুবেগ সংবরণ করিল। দুঃখে তাপে হৃদয় ফাটিতেছিল—তাই আজ ছোটবউ মুখ ফুটিয়া শ্বাশুড়ীর সহিত কথা কহিল। কথা কহিবার পরেই ছোট বউএর ভয় হইল, 'ও মা কি করিলাম ! শ্বাশুড়ীর সহিত মুখফুটে কথা কহিলাম। উনি হয় ত কত কি মনে করবেন।'

বড়বউ এখনও কিছু খায় নাই বলিয়া বোধ হয় গৃহিণীর পাষাণ

হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হইল, তাই বলিলেন 'এখন না পার তো আহারের পর গিয়ে ব'লো যে, এ বাড়ীতে আর তোমার থাকা হবে না।' এই বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছোটবউ আপনার বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোটবউ সরলাকে অতিশয় ভাল বাসিত। যখন সুরেন্দ্র সন্ন্যাসী হয় নাই—যখন সরলার কপাল পোড়ে নাই—যখন সরলা পতি-সমাদরে গরবিণী ছিল—যখন সুরেন্দ্র সরলাগত প্রাণ ছিল—সর্ব্বদা সরলার কাছে থাকিত—সর্ব্বদা সরলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সংসারের জ্বালা ভুলিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত—যখন সরলা বাটীর সকলের আদরের জিনিস ছিল—তখন ছোটবউ সর্ব্বদাই সরলার নিকটে থাকিত—সরলার কাছে বসিয়া ক, খ, পড়িত, ১, ২, লিখিত—এবং সরলা যখন যাহা বলিত মন দিয়া শুনিত। ছোটবউ জানিত, সরলা দেবী—সরলা সতী সাবিত্রী —সরলা তাহার বড় ভগিনী। একদিন সরলা ছোটবউকে বিষবৃক্ষ পড়িয়া শুনাইয়াছিল। কুন্দ যে সময় নগেন্দ্র দত্তের বাটী হইতে তাড়িতা হইল, সেই সময়ের কথাগুলি ছোট বউকে বুঝাইতে বুঝাইতে বলিয়াছিল, আচ্ছা, ছোটবউ! যদি আমাকে 'এই প্রকারে তোমার ভাসুর বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন তো তুমি কি কর? ইহাতে ছোটবউ উত্তর করিয়াছিল, 'তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব।'

এখন বিছানায় শুইয়া সেই সব কথা ছোট বউএর মনে পড়িল। ভাবিতেছে, কেমন করিয়া বলিব যে, তোমার এ বাড়ীতে থাকা হবে না। না হয় বলিলাম, কিন্তু যখন বড় দিদি শুনিয়া কাঁদিবে তখন কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব। আমি যে বড় দিদির কতবার চক্ষেব জল মুছিয়া দিয়াছি। আমি এখন কি করি? ভাবিতে ভাবিতে ছোটবউ কাঁদিয়া ফেলিল।

আহারাদির পর গৃহিণী আবার ছোট বউএব কাছে আসিল। আসিয়াই বলিল, এইবার যা গো! ভাত খেয়ে বুঝি পান খাচ্ছে। এই বলিয়া গৃহিণী নিষ্ক্রান্তা হইলে, ছোট বউএর মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল, ভাবিল, আমি বলিতে পাবিব না, আমার কপালে যাহাই হউক। কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি গো, গিয়েছিলে? ছোটবউ কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহিণীর পায়ে জড়াইয়া ধরিল।

'একি! একি! ঠাট্ দেখে যে বাঁচি না! ও মা!' মুখ বিকৃত করিয়া গৃহিণী এই কথা বলিলে ছোট বউ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—না মা! আমি পার্ব না।

'তা আমি জানি অনেকক্ষণ—তুই বেটীও কম নয়' বলিয়া গৃহিণী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতবেগে কর্ত্তার গৃহাভিমুখে চলিলেন।

কর্ত্তা মহাশয় বিছানায় বসিয়া কিসের হিসাব করিতেছিলেন,

গৃহিণীকে ক্রুদ্ধা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ? হল কি ? রাগ রাগ দেখ্‌ছি যে।

'হবে আবার কি—তোমার কপাল গুণে দুটী বউ সমান' ও মা ! আমি মনে করেছিলাম বড়কীই হারামজাদা, শুধু তা নয় ছোট্‌কীও বড় কম নন। আমার কথাটা গ্রাহ্য হ'ল না। বাপ! কলিকালের বউ ঝির পায়ে গড়। গৃহিণী হাত নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীরভাবে মুখ হইতে থুতকুড়ি বিন্দু বিক্ষিপ্ত করিয়া, কর্ত্তা মহাশয়কে মুক্তামালায় সাজাইয়া এই কথাগুলি বলিলে, কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন—তুমিও এক সময়ে অম্‌নি ছিলে।

গৃহিণী—আরে রেখে দাও। তা আর কোন ধেটাবেটীকে ব'ল্‌তে হয় না। ঠাকৃরুণ স্বর্গে গেছেন কি আর ব'ল্‌ব, যা বলেছেন তাই শুনেছি—তাঁব ভাইএর গু পর্য্যন্ত পরিষ্কার করেছি।

কর্ত্তা—সে সব থাকুক, এখন কি ক'র্‌লে বল ?

গৃহিণী—ছোটবউ ব'ল্‌তে রাজী নয়। কেঁদে মর্‌ছেন। ওর মুখে আগুন লাগুক।

কর্ত্তা—তা এখন কে ব'ল্‌বে ? তুমি নিজে যাও।

গৃহিণী—আমার ব'য়ে গেছে। আমি কালই বাপের বাড়ী যাব। ও হতভাগীদের মুখ দেখ্‌লে পাপ।

কর্ত্তা—কেউ না যায়, ঝিকে দিয়েই ব'লে পাঠাও।

গৃহিণী—কাজে কাজেই। রোস, আর একবার ছোট বউকে ডেকে বলি গে। না যায় তো অবিনাশ এলে খ্যাংরা পেটা করাব।

এই বলিয়া গৃহিণী ছোট বউএর নিকটে গিয়া আবার বলিলেন, বলি অত দয়া মায়া রেখে দে। যা, ব'লে আস্‌গে, লক্ষ্মী মা আমার যাও। না গেলে অবিনাশ বাড়ীতে এলে, সব ব'লে দোব। তাকে জানিস্ তো—আমার কথা শুনিস্ না জান্‌তে পারলেই তোকে প্রহার দেবে। আর যদি একান্ত না যাস্ তো ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠাব।

ছোটবউ এই সকল তীব্র বাক্য শুনিয়া অনেক কষ্টে দুঃখকে চাপিয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আচ্ছা, আমিই যাব।

'এখনি যা—এই বলিবার সময়।' এই বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

ছোটবউ বিষম বিপদে পড়িল। কি করিবে—অবশেষে ভাবিল 'যাই, হা অদৃষ্ট! বড় দিদিকে স্পষ্ট কিন্তু কিছুই বলিতে পারিব না।'

আবার ভাবিল কি করিয়া বলিব যে এ বাড়ীতে তোমার থাকা হবে না। আমায় যদি বড় দিদি আসিয়া বলেন যে, তোমার আর এ বাড়ীতে থাকা হবে না, তুমি দূর হও—আর আমার যদি তিন কুলে কেহ না থাকিত তো আমার দশা কি

হইত। উঃ! ভাবিলে যে দশ দিক শূন্য দেখিতে হয়—চারি দিক অন্ধকার দেখিতে হয়—আহা! বড় দিদির যে আর কেহ নাই—স্বামী না থাকাই। আহা! বড় দিদি কোথায় যাইবে? যদি লেঠেলে বড় দিদিকে মারিয়া ফেলে—বড় দিদি কোথায় যাইবে—কোথায় রাত্রে থাকিবে? যদি বাঘে খায়—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ছোট বউ ধীরে ধীরে সরলার গৃহাভিমুখে চলিল।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

নানাবিধ অশান্তির মধ্যে সরলার জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সরলা সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিত—আমার মত অভাগিনী আর এ সংসারে কে আছে? ভগবান আমাকে এক ধনী জমিদারের ঘরে বধূরূপে পাঠাইয়াছিলেন—সুখ শান্তি আদর যত্ন সমস্তই ছিল—এখন আর কিছুই নাই। যাঁর আদরে আদরিণী—যাঁর গরবে গরবিণী—যাঁর সুখে সুখী—স্ত্রীলোকের একমাত্র বাঞ্ছনীয় ধন স্বামী—সেই স্বামী যখন আজ দেশত্যাগী তখন আর এ জীবনে সুখ কি? এ জীবন রাখিবার ফল কি?

বাক্সভরা অলঙ্কার—সিন্দুকভরা বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদ—পালিশ করা খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা—চারি দিকে চেয়ার টেবিল কোচ আলমারী—চিত্র শোভিত গৃহ-কক্ষ—কিসের জন্য—কার জন্য? এত সুখের মধ্যে থাকিয়াও তো একদণ্ড সুখ পাই না। আহারে রুচি নাই—কাজ কর্ম্মে মতি নাই—রাত্রে নিদ্রা নাই—অশ্রুজলে উপাধান ভিজিয়া যায়—হায়! কেউ তো

অশ্রুধারা মুছাইতে আসে না—যে মুছাইবার সে গা মুছাইলে আর কে মুছাইবে।

ঈশ্বর! আজ অসহায়া নিবাশ্রয়া অবলা সরলাকে কে রক্ষা করিবে? সরলার মা বাপ নাই—আত্মীয় স্বজন নাই—বন্ধু বান্ধব নাই—স্নেহ মমতা কবিবার লোক যে আর কেহ নাই—যে ছিল সে তো বিবাগী—সন্ন্যাসী।

সরলা শ্বশুব শ্বাশুড়ীর ভৎসনা একমনে শুনিতেছে আর কাঁদিতেছে—ভাবিতেছে গৃহটী যদি শ্মশানের মূর্ত্তি ধারণ করে তো সে বাঁচে—সেই শ্মশানে পুড়িয়া মরে। আবাব ভাবিতেছে যদি সে বাতাসে একেবারে মিশিয়া যায় প্রাণে শান্তি পায়। আরও ভাবিতেছে—পৃথিবী! তুমি আমার স্বামীকে আর একবার দেখাও—মাত্র আর একবার আমাকে স্বামী-ভিক্ষা দাও—আমি একবার তাঁকে দেখি—একবার তাঁর হাত ধ'রে কাঁদি—একবার তাঁর স্নেহেব বক্ষে মাথা রেখে শুই—একবার তাঁর পদসেবা করি—মাত্র একবার তাঁর মুখে একটু হাসির রেখা দেখি। সরলা সুন্দরী আবার কাঁদে কেন? না—এ পৃথিবীতে তাহাকে কে আশ্রয় দিবে—কে সান্ত্বনা করিবে—অবলা কোথায় যাইবে।

নিস্তব্ধ রাত্রি—সুনীল আকাশের চারিদিক ব্যাপিয়া তারকারাজি ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে রাত্রে চাঁদ নাই—আছে শুধু অন্ধকার—এ অন্ধকার যেন সরলার নিরাশা-পীড়িত হৃদয়ের

প্রতিচ্ছায়া। সরলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হায়! এ তমসাবৃত প্রকৃতি-গাত্রে কি আর জ্যোৎস্না ফুটিবে না?

সরলা ধীরে ধীরে শয্যার উপর শয়ন করিল—সে শয্যা জ্বালাময়—কে যেন তাহাতে প্রচণ্ড অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিয়াছে—জ্বালা-ব্যথিত চিত্তে শয্যার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিল—সে দিকেও যেন কে কণ্টকরাশি ছড়াইয়া দিয়াছে—ঘুম আব হইল না।

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ভগবান! শুনিয়াছি তুমি করুণাময়—তোমার মহিমা মানব-কল্পনার অতীত। একবার এই হতভাগিনীর দিকে কৃপা-দৃষ্টি কর না প্রভু? আর যে সহিতে পারি না। নিরাশার আঘাতে বুক যে বর্ষা-প্রবাহ-ধৌত নদীব কূলের মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—আর যে সহিতে পারি না—আমায় বুঝাইয়া দাও কি পাপে আমার এ দুর্দ্দশা হইল—আমি সর্ব্বসুখে সুখী হইয়াও কেন এত কষ্ট ভোগ করিতেছি।

হায় মা সরলা! দোষ তো তোমার নয় মা—দোষ তোমার কর্ম্মের। স্বয়ং ভগবান যে কর্ম্মফলের অধীন মানুষ তো কোন ছার—কার সাধ্য রোধ করে বিধির বিধান?

সপ্তম তরঙ্গ

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা তখন বোধ হয় তিনটা। পশ্চিমাকাশে কাল মেঘ উঠিতেছে। মাঠের মধ্যে বা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হয় দূরস্থিত বৃক্ষশ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়-মান। সেই প্রাচীরের উপর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠিয়াছে। মেঘ ক্রমে ক্রমে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল। দেখিতে দেখিতে সমু-দয় পশ্চিমাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সাদা সাদা বক মেঘের তলে তলে উড়িতে লাগিল। হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঝটিকা উত্থিত হইল। মাঠে ধূলা উড়িতে লাগিল, শুষ্ক তৃণ উড়িতে লাগিল। ঘরের চালের খড় উড়িতে লাগিল। পুকুরে বড় বড় ঢেউ দেখা গেল। নদীতে আরও বড় বড় ঢেউ উঠিল এবং নৌকা সকল হেলিতে দুলিতে লাগিল। পুকুরের ঢেউ জলের ফুল-গুলিকে হাবুডুবু খাওয়াইতে লাগিল এবং জলের জঞ্জালগুলির ঘাড় ধরিয়া কিনারায় ফেলিতে লাগিল। আম বাগানে আম পড়িতে লাগিল। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক সকলে

আমতলায় আম ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। দুষ্ট ছেলে ইট ফেলিয়া আম পাড়িয়াছে বলিয়া একদিকে ছুটিয়া আর সকলকে সেই দিকে ছুটাইতে লাগিল। ক্রমে বৃষ্টি আসিল, প্রবলবেগে ঝড় বহিল। তখন আম-বাগান হইতে সকলে পলায়ন করিল।

সরলা গৃহে পালঙ্কে শুইয়া আছে। ঘরের জানালা খোলা, দ্বারও খোলা। হঠাৎ জানালা ও কপাট ঝনাৎ ঝনাৎ করিল, অমনি সরলা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিল। জানালা বন্ধ করিয়া কপাট বন্ধ করিতে যাইবে এমন সময় ছোটবউ গৃহে প্রবেশ করিল।

'শিগ্‌গির কপাট দে, শিগ্‌গির কপাট দে, সব ভিজ্‌লো সব ভিজ্‌লো' অতি ব্যস্তে সরলা এই কথা বলিল। দুরদৃষ্ট যেন উপহাস করিয়া বলিল, 'কত ভিজিতে হবে, তা'ত জান না।'

ছোট বউ দ্বার বন্ধ করিয়া পালঙ্কে বড় দিদির কাছে বসিল—জিজ্ঞাসা করিল দিদি! ঘুমুচ্ছিলে ন্যাকি?

'ঘুমোব ব'লে শুয়েছিলাম বটে বোন! কাল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই—বড় ঘুম পাচ্ছে—দুজনে একটু ঘুমোই আয়।' সরলা এই কথা বলিলে—ছোট বউ ভাবিতে লাগিল 'কি করিয়া বলিব যে, বড় দিদি! তোমার আর এ বাড়ীতে থাকা হবে না—আর এ বাড়ীতে ঘুম হবে না।' এই ভাবনা ছোট বউএর

সোণার মুখে কালিমা সঞ্চারিত করিল। 'তোমার মুখখানা হঠাৎ অমন হ'ল কেন ছোট বউ?' অতি কাতরে সরলা এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

অকস্মাৎ ছোট বউএব সর্ব্ব শরীব কাঁপিতে লাগিল। তখন সরলা অতি যত্নে ছোট বউএর পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিল—কি হয়েছে দিদি? আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি—আমারই সর্ব্বনাশ হয়েছে—তার জন্য আর কান্না কেন? লক্ষ্মী দিদি আমার কেঁদ না। কি হয়েছে খুলে বল। আমায় বাড়ী থেকে তাড়াবার কথা হয়েছে বুঝি?

অতিকষ্টে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া সরলা বলিল—ভয় কি বোন—ঈশ্বর আমাদের সহায়।

ছোটবউ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বড়দিদি! তুমি কোথায় যাবে—তোমার দশা কি হবে? সরলা কি উত্তর করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সরলার শরীর কণ্টকিত হইল—হৃদয় ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল—স্বামীকে মনে পড়িল—মাকে মনে পড়িল—কত মনে আসে আবার চলিয়া যায়। আর অধিক না ভাবিয়া ছোটবউকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবে?

ছোটবউ সরলার দিকে পাগলিনীর মত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—দুই চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

একটু পরে ছোটবউ বলিল, দিদি! এখন কি উপায়—কি করিবে? না হয় চল দুজনে গিয়ে ঠাকুরুণের পায় ধরিগে। সরলা বলিল, তিনি আমায় কুলটা অপবাদ দিয়া—বাড়ী থেকে তাড়াচ্চেন—আমাকে ত আর আশ্রয় দেবেন না।

ছোটবউ আবার কাতরস্বরে বলিল, তবে কি তুমি আমাদের ফেলে যাবে?

সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যেতে তো হবেই দিদি!

ছোটবউ আবার কাঁদিয়া বলিল, কোথা যাবে বড়দিদি—বাপের বাড়ী?

'বাপ মা যদি থাকিত, তা হ'লে আর কিসের ভাবনা বল দিদি!' এই বলিয়া সরলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

ছোটবউ—তবে কোথায় যাবে—কাদের বাড়ী গিয়ে থাক্‌বে? গিয়ে কাজ নাই।

সরলা—না যাইলে আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া মারিতে মারিতে দেশত্যাগী করাইবেন যে।

ছোটবউ—কে?

সরলা—ঠাকুরুণ।

শুনিয়া ছোটবউ হতবুদ্ধি হইল। কি বলিবে—কি বুঝাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বাহ্য-জগতে প্রবল ঝটিকা বহিতেছে। সরলা ও ছোট বউএর

অন্তর্জগতে ভীষণ ঝটিকাঘাতে হৃদয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে। বাহ্যজগতে বৃষ্টির ধারা পড়িতেছে, অন্তর্জগতের দুঃখশোক অশ্রুরূপে বর্ষিত হইয়া সরলা ও ছোট বউএর বক্ষঃ ভাসাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বাহ্যজগতের ঝড় থামিল—বৃষ্টিও থামিল। আকাশে মেঘ রহিয়াছে—কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার বৃক্ষপত্রের জল-বিন্দু বিক্ষিপ্ত করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে মাত্র। এমন সময়ে গৃহিণী ছোট বউএর ঘরে আসিলেন। দেখিলেন ছোটবউ নাই—বুঝিলেন সেই কাজেই গিয়াছে—কিন্তু এত বিলম্ব করিতেছে কেন? এই ভাবিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

"ছোট বউমা কোথা গো! শিগগির আয়গো চুল বেঁধে দোব।"

ছোটবউ শুনিতে পাইল—আর থাকিবার যো নাই—মহা বিপদ—অগত্যা বড় দিদিকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া—ম্লান মুখে মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বাঘিনীর নিকট আসিতে হইল। ছোট বউ যেই আপনার ঘরে আসিল, অমনি বাঘিনী শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন--কি গো কি হ'লো?

ছোটবউ কাতর ভাবে বলিল—যাবে।

তখন বোধ হয় শাশুড়ীর পাষাণ হৃদয়ে দয়ার একটু সঞ্চার হইল—কিন্তু সে দয়া আর ক্ষণকালও রহিল না—একবারে অন্তর্হিত হইল।

অষ্টম তরঙ্গ

ছোট বউ চলিয়া গেলে বড় বউ বিছানায় শুইয়া পড়িল—কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার চক্ষের জল আপনিই মুছিতে লাগিল।

অভাগিনী সরলার কি এ সংসারে আপনার কেহই নাই? আছে বই কি। দুই হাত দুই পা চোখ নাক কাণ সোণার দেহ সবই বড় বউএর আপনার—আর আপনার কে? মাটির পৃথিবী—কেন না মাটি চক্ষের জল ধরিয়াছিল।

বড় বউ ভাবিতেছে—'কি করিব—কোথায় যাব—কে আশ্রয় দেবে—বিনোদ—না—না—তার কাছে আর যাব না—লোকের কাছে আর মুখ দেখাব না—মানুষের ঘরে আর যাব না—তবে কোথায় যাব?' এই প্রকার কত কি ভাবিতেছে আর কাঁদিতেছে। ইচ্ছা একবার শ্বশুর ও দেবরের সহিত দেখা করে—শাশুড়ীর পায়ে প্রণাম করে; ছোট বউ যদি আর একবার ঘরে আসে—কিন্তু সব বৃথা। এই প্রকার ভাবিতে

ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল 'দীনবন্ধু বিপদে রক্ষা কর।' তার পর ভাবিল আর এখানে থাকিয়া কি হইবে—থাকিবার প্রয়োজন নাই—কিন্তু যাই কোথা? 'যাই কোথা' এই ভাব মনে আসিলেই সরলার বুক ফাটিয়া যায়—চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে থাকে। কে আশ্রয় দিবে? হাত বলিল, আমি আশ্রয় দিব—পা বলিল, আমি রক্ষা করিব—আব রূপ বলিতেছে, আমি বিনাশ করিব—দুঃখের সাগরে ভাসাইব।

"যেতে তো হবেই—তবে এখনই যাই—কিন্তু দিনের বেলা গ্রামের ভিতর দিয়া কি প্রকারে যাইব" এই প্রকার ভাবিতেছে আর বলিতেছে—"দীনবন্ধু রক্ষা কর—সহায় হও।" দীনবন্ধু পরমেশ্বর সহায় হইলেন। আবার কাল মেঘে আকাশ ঢাকিল—ঝড় বহিতে লাগিল—মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকিল। এই সুযোগে সরলা একখানি মলিন বসন পরিধান করিয়া আর একখানি মলিন চাদরে দেহ ঢাকিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বহির্গত হইল। জলে ভিজিতে ভিজিতে—কাদা মাখিতে মাখিতে—কাঁদিতে কাঁদিতে—আস্তে আস্তে বাটী পরিত্যাগ করিল। প্রথমে বড় বউ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। বাটীর বাহিরে যাইয়া একটু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ঝড় টানিয়া টানিয়া সরলাকে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সরলার

চলা অভ্যাস ছিল না বটে—কিন্তু আজ পা পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে লাগিল। সরলা দেখিতে দেখিতে গ্রামের বাহিরে আসিয়া পড়িল। সম্মুখে অতি বিস্তৃত মাঠ, মাঠের উপর দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে। সেই রাস্তার মধ্যে মধ্যে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ আছে। সরলা একটী বৃক্ষের তলে আশ্রয় পাইবার আশায় যাইবামাত্র একটী ষাঁড় ফোঁস করিয়া তাড়াইয়া দিল—সুতরাং সে গাছের তলায় আশ্রয় জুটিল না। পবন গলা ধাক্কা দিয়া আর একটী বৃক্ষের তলে লইয়া যাইল, কিন্তু সরলা সেখানে গিয়া দেখিল—দুই কৃষ্ণকায় কৃষক কোদাল-হস্তে দণ্ডায়মান—সেখানে থাকিতেও সরলার ভয় হইল। সুতরাং আশ্রয় না পাইয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে—কাদা মাখিতে মাখিতে—রাস্তা হাঁটিতে হাঁটিতে যাইতে লাগিল। কোথায় যাইবে তা সরলা জানে না। কিছু দূর যাইয়া দেখিল রাস্তার ধারে একটী দোকান। সরলা ভাবিল, এই দোকানে কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিব। কিন্তু সে স্থানে যাইয়া দেখিল কয়েক জন চাষা মাতাল হইয়াছে—আর সে দোকানটী মদের। এই সময়ে সন্ধ্যা আগত প্রায়, সরলা তাহা জানিতে পারে নাই। মেঘ আরও কাল হইল—বৃষ্টি আরও প্রবলতর বেগে বর্ষিত হইতে লাগিল—বাতাসের বেগও বাড়িল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার আসিয়া সরলাকে গ্রাস করিল। এক একবার বিদ্যুৎ

হানিতেছে আর সেই বিদ্যুতালোকের সাহায্যে সরলা এক এক পা বাড়াইতেছে ও থমকিয়া দাঁড়াইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আছাড় খাইতেছে। পা আব চলে না। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সরলা ক্লান্ত হইয়াছে। ঘোর অন্ধকাবে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল— সরলা সে অন্ধকারে লুকাইল। আর সরলাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। সরলা অন্ধকারেই থাকুক। পাঠিকা আব সরলাকে দেখিতে পাইবেন না—অন্ধকার সরলাকে গ্রাস করিয়াছে— সরলা অন্ধকার-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

নবম তরঙ্গ

চুল বাঁধা হইলে ছোট বউ আস্তে আস্তে বড় বউএর ঘরে যাইয়া দেখিল ঘর শূন্য—ছোট বউএব মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। ভাবিল, একি! সর্ব্বনাশ যে! ছোট বউ কাঁদিতে কাঁদিতে তাড়াতাড়ি শ্বাশুড়ীব কাছে আসিয়া বলিল, মা! বড়দিদি ঘরে নাই গো! গৃহিণীর মনে বোধ হয় একটু দয়ার সঞ্চার হইল—বলিল, তার আব কি হবে—তার পোড়া কপাল। নহিলে তেমন স্বামী—বলিতে বলিতে গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। ছোট বউ বলিল, এ দুর্য্যোগে কোথা গেল একবার দেখ্‌লে হয় না? কালসর্পিণী অমনি গর্জ্জিয়া বলিলেন, অত দয়া রেখে দে—যা ভাত রাঁদগে যা—হয় ত আজ অবিনাশ আস্‌বে। এই কথা শুনিয়া ছোট বউ আস্তে আস্তে রান্না ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। বাঘিনী ডাকিয়া বলিলেন, যা আর একবার দেখে আয় দেখি গেছে কি না। ছোট বউ আবার গেল—দেখিল ঘরে কেহ নাই। সরলার পুস্তকগুলি

যথা স্থানে রহিয়াছে—আনালার কাপড়গুলি সজ্জিত রহিয়াছে—বিছানায় একখানি কি পুস্তক খোলা রহিয়াছে—আব বুঝি একখানি পত্র রহিয়াছে। পত্রখানির উপরে বড় বড় অক্ষরে ছোট বউএর নাম লেখা আছে শ্রীমতী সারদা সুন্দরী দেবী। ছোট বউ পত্র দেখিয়া বুঝিতে পারিল। পত্রখানি পেট-কাপড়ে রাখিয়া, শাশুড়ীর নিকটে আসিয়া বলিল—না মা ও ঘরে বড়দিদি নাই।

তারপর ছোট বউ আপনার ঘরে যাইয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিল—

ছোট বউ!

আজ আমি চলিলাম। ইহাতে কাহারও দুঃখ নাই। কিন্তু বোন আমি বেশ জানি—আমার অভাব কেবল তোমাকেই কষ্ট দিবে। মনে ভাবিয়াছিলাম, কাহাকেও না জানাইয়া চলিয়া যাইব —পারিলাম না—কেবল তোমার জন্যই পারিলাম না।

আজ স্ত্রীলোকের বড় আদরের স্থান—গৌরবের আবাস—পুণ্য তীর্থ ত্যাগ করিবার সময় অনেক কথা মনে পড়িল। মনে পড়িয়া গেল সে দিনের কথা—যে দিন বড় আদরের পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া যাহার অনুগমনে এই তীর্থ স্থানে আসিয়াছিলাম। মনে পড়ে তখনকার আদরের বধু গৃহ-লক্ষ্মী আমি। তারপর

দিন গেল—বৎসর গেল—একদিন আমার তীর্থ-স্থানের সজীব বিগ্রহ মন্দির শূন্য করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। সেই দিন বুঝিয়াছিলাম আমার সব গেল। যাঁহারই আশায় বসিয়াছিলাম তাঁহারই উদ্দেশে আজ আমার এই গৃহ ত্যাগ। জানি লোক-সমাজে কুল-বধূর গৃহ ত্যাগ নিন্দাজনক—কিন্তু বোন আমার পক্ষে শুভ—ইহা ঈশ্বরেব অভিপ্রেত—তাঁহাব আদেশ মনে করিয়া চলিলাম।

তুমি দুঃখ করিও না। আমার মন বলিতেছে আমাব অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। আশীর্ব্বাদ কবি তুমি সাবিত্রী সমান হও। আমাব জন্য ভাবিও না বোন—আমাব সুখের সময় আসিয়াছে। স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধ্য দেবতা—তাঁব উদ্দেশে তাঁর সন্ধানে চলিলাম।

তোমাব সরলা দিদি-

পত্র পড়া শেষ হইলে ছোট বউ পত্রখানি তাহার বাক্সর ভিতরে রাখিয়া দিল।

গৃহিণী সারদাকে আবার ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন—খবরদার বড় বউ যে কোথায় গেছে অপর বাড়ীর লোক যেন না জানে। যদি কাকেও বলিস তো তোর দুর্দ্দশার একশেষ ক'রব। এই অবধি ছোট বউ সেয়ানা হইল।

কর্ত্তা মহাশয় এতক্ষণ বাটীতে ছিলেন না, সন্ধ্যার সময় ছাতা মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাটীতে আসিলেন। আসিয়া হাত পা ধুইয়া উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। গৃহিণীও যাইয়া উপস্থিত।

কর্ত্তা—কি ?

গৃহিণী—গেছেন। একদিন আর তর সইল না। অহঙ্কারে মট্ মট্ কর্ছেন। গরব আর কি। যাক্! তেমন ছেলে যখন গেল তখন বউ বাঁচুক আর মরুক্। অদৃষ্টে যা আছে তা তো যাবার নয়।

কর্ত্তা—কোথা গেল ?

গৃ—চুলোয়—বিনোদের ওখানে বোধ হয়।

ক—কুলে কলঙ্ক দিলে আর কি।

গৃ—লেখা পড়ার গুণ। ছোট বউএরও রোগ ধ'রেছে।

ক—বইগুলো টান্মেরে ফেলে দাওগে।

গৃ—সে আর ব'ল্তে। যা হোক্, ছোট বউ কথা শোনে—মাথায় কাপড় দেয়। (হাত নাড়িতে নাড়িতে) বড় হারামজাদি মাথায় কাপড় দেওয়া তো চুলোয় যাক্, বুকে বড় কাপড় দিত। আবার বিনে এলে বুক্ চিতিয়ে চিতিয়ে বেড়াত। ব্যাটা এবার বাড়ীতে এলে জুতুতে পাব ?

এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে কর্ত্তার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে দাঁত খিঁচাইয়া বিছানায় হাত চাপ্ড়াইয়া বলিলেন, শালাকে খুন ক'র্বো—আমার কুলে কালি দিয়েছে।

গৃ—অবিনাশ আসুক—তাবপর দেখা যাবে। ব্যাটা কি এ গাঁয়ে আর আসঁবে না? গাঁ ঐক্য ক'রে মার্‌বো।

দুইজনে এই প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অবিনাশ 'মা' বলিয়া ডাকিল। গৃহিণী শুনিতে পাইয়া—ঐ অবিনাশ এসেছে ঐ বলিয়া ব্যস্ত হইয়া নীচে গেলেন। অবিনাশের জামা চাদর ভিজিয়া গিয়াছে দেখিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি কাপড় আনিয়া দিলেন। অবিনাশ কাপড় ছাড়িয়া আপনার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল —মা ছেলের কাছে গিয়া বসিলেন।

অ—মা বড় বউএর যে সাড়া শব্দ নাই।

গৃ—হুঁ।

অ—কি—কি হ'য়েছে?

গৃ—হবে আবার কি—গরব—গবব।

অ—আরে কি হ'য়েছে বল না?

গৃ—সে কি আর কাকেও গ্রাহ্য করে।

অ—তাতো জানি—এখন কি হ'য়েছে বল না?

গৃ—গেছেন কোথা—বাড়ী ত্যাগ করেছেন।

অ—সত্যি নাকি।

গৃ—জানিস্ না বিনে ব্যাটা কি ক'রেছে?

অ—শুনিয়া চমকিয়া উঠিল—রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল

গৃ—আর কি ক'রেছে—কুলে কালি দিয়েছে—নিষ্কলঙ্ক কুলে

কালি দিয়েছে—গ্রাম ঐক্য ক'রে ব্যাটাকে মার্—না পারিস্ তো গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্গে যা।

অ—কি হ'য়েছে বলই না? এখনি বিনের শ্রাদ্ধ ক'র্ব। এখনি বোধ হয় আস্বে। ওদেব চণ্ডীমণ্ডপে তাব সাড়া পেয়েছি। বৃষ্টি থাম্লেই আস্বে। আমার সে তরওয়াল খানা কোথায় গেল, শালাকে কেটে ফাঁসী যাব—কাটবো—কাটবো—কাটবো। মা! তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। অবিনাশের দুই চক্ষু আরক্ত হইয়াছে—উষ্ণ নিশ্বাস বহির্গত হইতেছে—হাত মুষ্টি-বদ্ধ হইয়াছে—স্নায়ু ও শিরা সকল রাগে কাঁপিতেছে—দন্তে দন্ত ঘসিয়া গিয়াছে—ভ্রূকুঞ্চিত হইয়াছে—এক দৃষ্টে চাহিয়া থরথর কবিয়া অবিনাশ কাঁপিতেছে।

গৃহিণী অবিনাশকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন চুপ কর্—চুপ কর্। এখন জল খাবার খা বাবা। তারপর পরামর্শ ক'রে বিনেকে জব্দ করা যাবে। গৃহিণী অনেক বুঝাইয়া অবিনাশকে ঠাণ্ডা করিলেন। এই সময় রাত্রি প্রায় আটটা। বৃষ্টি একটু কমিয়াছে, এমন সময়ে বিনোদ বাহির বাটীতে আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—অবিনাশ বাবু বাড়ীতে এসেছ হে!

বিষ-মাখান তীরের ন্যায় এই শব্দ অবিনাশ ও গৃহিণীর কর্ণকুহরে আঘাত করিল। অবিনাশের মাথা ঘুরিয়া পড়িল। সমুদয় শরীর কাঁপিতে লাগিল। অবিনাশ কেবল তরওয়াল খানার

বিষয় ভাবিতেছে এবং রক্তমাখান বিনোদের দেহ খানা যেন চক্ষের সাম্‌নে দেখিতেছে। অবিনাশ বসিতে পারিল না। অবশেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া খিড়কীর দরজা দিয়া সে নদীর তীরের দিকে চলিয়া গেল।

গৃহিণী অবিনাশের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, অবিনাশ ঘরে নাই। ছোট বউএর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অবিনাশ কোথা গেল? ছোটবউ বলিল জানি না।

গৃহিণী ছোট বউএর ঘর হইতে বাহির হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—কাজ্‌টা ভাল হ'ল না—এ অবস্থায় অবিনাশকে সব কথা খুলে বলা বড় অন্যায় হ'য়েছে—নেশাখোর লোক না জানি নেশার ঝোঁকে কি একটা কাণ্ড ক'রে বসে—তাই তো অবিনাশ গেল কোথা—ভেতরকার খবর যদি কাকেও ব'লে দেয় তবেই তো সর্ব্বনাশ—সব রাষ্ট্র হ'য়ে যাবে—মহা বিপদে প'ড়্‌তে হবে। কোথায় যাই—কার সঙ্গেই বা একটু পরামর্শ করি—মিন্সেটা তো রাত দিন গুলি খেয়ে ভোঁ হ'য়ে প'ড়ে আছেন—জিজ্ঞেস্‌ ক'র্‌লে পাঁচটা বাজে কথার পর একটা আসল কথা পাই। গৃহিণী এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে কর্ত্তার গৃহের দিকে চলিলেন।

দশম তরঙ্গ

বিনোদ কাহারও সাড়া শব্দ না পাইয়া, আপনি আপনি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহিণী দেখিয়াই রাগে কাঁপিতে লাগিলেন। অবশেষে রাগ সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত কেন গো? বিনোদ বলিল, বৃষ্টির জন্য। গৃহিণী বলিলেন, উপরে কর্ত্তা আছেন যাও।

আচ্ছা বলিয়া বিনোদ উপরে কর্ত্তার ঘরে যাইল।

'এত রাত্রে কোথা থেকে?' কর্ত্তা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ বলিল, বৃষ্টির জন্য আসিতে পারি নাই।

এই সময়ে গৃহিণী উপরে আসিয়া বলিলেন, বড় বউ এখানে নাই—বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ী গিয়েছে। কথাটা শুনিয়া বিনোদের মনে একটু কেমন সন্দেহ হইল—কিন্তু সে সন্দেহ অধিকক্ষণ থাকিল না—কারণ বিনোদ জানিত বাঁড়ুজ্যেরা উহাদের বিশেষ আত্মীয়।

গৃহিণী বলিলেন, আজ বড় বউএর ঘরেই শোওগে। ছোট বউ

ভাত টাত ওঘরে বেখে এসেছে। গৃহিণী এই কথা বলিয়া নিম্নে গেলেন।

কর্ত্তা বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বাড়ী থেকে কখন বেরিয়েছ? বিনোদ বলিল, ছ্'টোর সময়। কর্ত্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এত দেরী কেন? বিনোদ বলিল, হরি বাবুদের বৈঠকখানায় ব'সে ব'সে কথাবার্ত্তা কচ্ছিলাম তাই। বিনোদের উত্তর শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন, 'হু'।

আবার গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, হ্যাগা, অবিনাশ এত রাত্রে কোথায় গেল—একবার কি দেখ্‌তে নাই। কর্ত্তা বলিলেন, বটে! আচ্ছা আমি যাই দেখিগে। যাও বিনোদ বাবু খাওয়া দাওয়া ক'বে শোওগে।

বিনোদ সরলাব ঘরে প্রবেশ করিয়া ভাত খাইল। তারপর ঘরে খিল দিয়া শুইয়া পড়িল।

কর্ত্তা, অবিনাশকে খুঁজিতে লোক পাঠাইলেন। সে এপাড়া ওপাড়া খুঁজিল—এবাড়ী ওবাড়ী খুঁজিল—কোথাও অবিনাশের দেখা পাইল না। অবশেষে সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, গুণের ছেলে কোথায় বোধ হয় ইয়ারকি দিচ্ছেন। আমার সব সমান। আজ রেতে বোধ হয় আর সে আসছে না। খাওয়া দাওয়া ক'রে সব শুইগে চল। বাহিরের দরজা ভেজান থাক। এই বলিয়া কর্ত্তা

আহার করিয়া তামাক খাইতে খাইতে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। সে দিন রাত্রে ইঁদুরে আফিং চুরি করিয়াছিল, এজন্য আফিং আজ বাক্সে পুরিলেন। তামাক খাইয়া গুলি সাজিয়া খাইতে লাগিলেন। গুলিব নেশায় ঝিমাইতেছেন—আর কত কি দেখিতেছেন কত কি ভাবিতেছেন—বৃষ্টির জলে জাম পেকেছে! জামগুলো মস্ত মস্ত হ'য়েছে! ওরে বাপ্‌রে! জানালার কাছে জামগাছ! জানালাটা খোলা যে বাবা! যদি জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে!

আবার ভাবিতেছেন, হাতীর মুখ গণেশ দাদার। জামগুলো কাল কাল হাতীর মত। এই প্রকার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঘরে হুটহুট করিয়া ইঁদুর নড়িতে লাগিল। অমনি চমকিত হইয়া 'হাতী বুঝি সেঁদুলোবে—ওরে বাবা' বলিয়া আবার ঝিমাইতে লাগিলেন।

গৃহিণী ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলেন। যাই কর্ত্তা বলিয়াছেন 'হাতী বুঝি সেঁদুলোরে' অমনি গৃহিণী কাল-হাতখানি বাহির করিয়া গলায় জড়াইয়া ধরিয়াছেন। কর্ত্তা মহাশয় চমকিত হইয়া 'ওরে বাবা! আমার গলায় শুঁড় জড়াচ্ছে বটে! আচ্ছা বাবা! তুমি তো সত্যের হাতী নও তুমি জাম।' এই বলিয়া গৃহিণীর হাত কামড়াইয়া বলিলেন, এই বার খাই এই বার খাই। গৃহিণী 'গেলুম গেলুম' বলিয়া চীৎকার করায় কর্ত্তার সংজ্ঞা হইল।

তাহাব পর গৃহিণী বলিলেন, আমি ছোট বউমার কাছে শুইগে। কর্ত্তা ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিলেন, আচ্ছা। গৃহিণী ছোট বউএর কাছে শুইতে গেলেন।

ছোট বউ তখন দরজা বন্ধ কবিয়া বড় বউএর বিষয় ভাবিতেছে —আহা! বড় দিদি আমার কত কষ্ট পাচ্ছে—গাড়ী পাল্কী ভিন্ন যে এক পা চলে নি আজ সেই আদরিণী একাকিনী উন্মাদিনী বেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—চন্দ্র সূর্য্য যার কখন মুখ দেখে নি আজ সেই সতী-সাধ্বীকে কত কুলোকে কত কুকথা ব'লছে—

এমন সময়ে হঠাৎ গৃহিণী আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিলেন —"ছোট বউ মা দবজা খোল।"

"মা এত রাত্রে যে" এই বলিয়া ছোট বউ নিজেকে সাম্‌লাইয়া দরজা খুলিয়া দিল।

গৃহিণী—অবিনাশ আসে নি, তুমি একা থাক্‌বে তাই তোমার কাছে শুতে এসেছি। এই বলিয়া তিনি বিছানায় যাইয়া শুইলেন।

গৃহিণীকে বিছানায় শুইতে দেখিয়া ছোট বউ ভয়ে জড় সড়ভাবে নিজে বিছানার একধারে গিয়া শুইল—আর কোন কথা কহিল না।

একাদশ তরঙ্গ

মেঘে আকাশ ঢাকিয়াছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। ভাগীরথীতে ভয়ানক তুফান। অবিনাশ গঙ্গার ধারে শ্মশানে বেড়াইতেছে। শ্মশানে এক মুর্দ্দফরাস কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত। সেই মুর্দ্দফরাসের খুন করা যোগ ছিল। অবিনাশকে মুর্দ্দফরাস চিনিত। সে তাহার কুঁড়ের ভিতরে বসিয়া আছে। অবিনাশ ডাকিল, ওরে গঙ্গাপুত্র ?

গঙ্গাপুত্র—কি মশাই—মড়া নাকি ?

অবি—না না।

গঙ্গা—তবে আবার কি মশাই। এত রাত্রে ? এখানে এস না ?

অবি—কেন ঠেঙ্গিয়ে মার্‌বি নাকি ?

গঙ্গা—তুই কেরে ?

অবি—চিনিস্ না ?

গঙ্গা—কেহে বাপু ? গলাটা যে চিনি চিনি।

অবি—আমি অবিনাশ।

গঙ্গা—অবিনাশ বাবু এত রাত্রে? বাড়ীতে কেউ মরেছে নাকি?

অবি—দূর শালা।

গঙ্গা—আর সম্পর্ক পাতিয়ে কাজ কি? শয়ে পোড়াব। চুপ কর। রাত্রে শালা শালা ক'রো না।

অবি—নারে না, তামাসা ক'রে বল্‌ছি।

গঙ্গা—আমি মনে করি বুঝি সত্যি সত্যি।

অবি—একবার বেরিয়ে,আয়।

গঙ্গা—কোথা যাব বল। জলে ভিজ্‌তে পার্‌বো না, আমার ঘরে এস না?

অবি—না, তোর ঘরে যে মড়ার গন্ধ।

গঙ্গা—মদ আছে এস।

অবি—তবে যাই।

এই বলিয়া অবিনাশ ইয়ারের ঘরে প্রবেশ করিল। এখানে পাঠিকা হয় তো মনে করিবেন ভদ্রলোকের সন্তান মুর্দ্দফরাসের ইয়ার কেন? ইহার উত্তর এই যে, অনেক ভদ্র সন্তান আছেন, যাঁহারা মুর্দ্দফরাসেরও অধম। অবিনাশ সেই প্রকার ভদ্র সন্তান—অবিনাশ গণ্ডমূর্খ। ভাল করিয়া নাম লিখিতে পারে না। নাম-জাদা মাতাল—প্রসিদ্ধ লম্পট। ভদ্র-দলে অবিনাশের ইয়ার

পাওয়া যায় না। ছোট লোকের দলেই অবিনাশের ইয়ারের সংখ্যা অধিক।

অবিনাশ কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ ক'রিলে গঙ্গাপুত্র বলিল, এত রাত্রে যে।

অবি—বড় দরকার আছে। এক কাজ ক'র্‌তে পারবি?

গঙ্গা—কি কাজ?

অবি—টাকা পাবি।

গঙ্গা—কত?

অবি—তুই কত চাস্‌?

গঙ্গা—১০০০৲

অবি—না—১০০৲

গঙ্গা—তোমাকে নাকি?

অবি—না না—চালাকি রাখ্‌।

গঙ্গা—না মশাই আমি পার্‌বো না। সে সব এক কালে কর্‌তাম। এখন বুড়ো হ'য়েছি—আমি পার্‌বো না। আর আপনি ভদ্র সন্তান—ওসব কথা মুখে আন্‌তে নাই।

অবি—ব্যাটা কি সাধু। লক্ষ গণ্ডা খুন করলেন, আর আজ একটা খুনে ভয়—ভয় কিবে?

গঙ্গা—আজতো এখন চল্লাম। রাত দুটার সময় আবার আস্‌বো। আপনি বাহিরে চলুন। অবিনাশ বাহিরে আসিল।

গঙ্গাপুত্র কুঁড়েব আগড় বদ্ধ কবিয়া কোথায় চলিয়া গেল। অবিনাশ গঙ্গাব ধারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতেছে "শালাকে খুন কববোই করবো। উঃ শালা আমাদেব কুলে কালি দিলে! কি করি? নিজেই খুন ক'রবো। শালাব ছেলে—ব্যাটা—হাবামজাদা—পাজি—ছুঁচো—শালা" এই প্রকাবে মনে মনে বিনোদকে কত গালি দিতে লাগিল। অবিনাশ বিনোদের বিষয় ভাবিতেছে—বড় বউএব বিষয় ভাবিতেছে—আব থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। অবিনাশ ক্রোধে উন্মত্ত। কতক্ষণ গঙ্গার তীবে আসিয়াছে, তাহা তাহার মনে নাই। খুন—খুন—খুন কেবল এই ভাবিতেছে। মানস নয়নে বিনোদ ও সরলার বক্ত মাখান মুণ্ড দুটো দেখিতেছে।

অবিনাশ এই প্রকাবে বেড়াইতে বেড়াইতে—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে—গঙ্গাতীবে একটা কাষ্ঠেব উপর বসিল। ইচ্ছা ঘরে ফিরিয়া যায়—ইচ্ছা তরবারি দ্বারা বিনোদের মুণ্ডপাত করে—ইচ্ছা সরলা ও বিনোদকে এক সঙ্গে কাটে।

অবিনাশ কাঠের উপর বসিয়া কত কি ভাবিতেছে। আকাশে বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চকমক্ কবিতেছে —আর সমুদয় গঙ্গার জল এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একবারে ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

একবার বিদ্যুৎ চকমক্ করিয়া উঠিল। অবিনাশ দেখিল

গঙ্গার স্রোতে কি একটী ভাসিয়া আসিতেছে। বিদ্যুৎ পুনরায় চক্‌মক্ করিয়া উঠিল—অবিনাশ সেই পদার্থটীকে আবার দেখিতে পাইল। কতক্ষণ বিদ্যুৎ চক্‌মক্ করিয়া উঠে এই আশায় অবিনাশ গঙ্গার পূর্ব্বদৃষ্ট স্থলটীর উপর লক্ষ্য রাখিল। কিন্তু বিদ্যুৎ এবার শীঘ্র চক্‌মক্ করিল না—অনেকক্ষণ পরে চক্‌মক্ করিল। অবিনাশ দেখিল সে পদার্থটী কিনারার দিকে আসিতেছে। তাড়িতালোকের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে সেই দিকে অবিনাশ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বিদ্যুৎ এবার একবারে দুইবার চক্‌মক্ করিল। অবিনাশ এবার কি দেখিল? কি বুঝিল? অবিনাশ চমকিয়া উঠিল কেন? চমকিত হইয়া দাঁড়াইল কেন? ঐ দেখ আকাশ আলো করিয়া বিদ্যুৎ আবার হাসিল। বিদ্যুৎ হাসিল—কিন্তু অবিনাশ দ্রুতবেগে পাগলের ন্যায় গঙ্গার কিনারার দিকে ছুটিতেছে কেন? বিদ্যুৎ আবার হাসিল—অবিনাশ সেই ভীষণ গঙ্গাতীরে ভীষণ শ্মশানে নিবিড় অন্ধকারের ভিতর, গরলময়ী হাসির তরঙ্গ তুলিয়া পতিত-পাবনী গঙ্গার প্রত্যেক তরঙ্গে পাপের কালিমা সঞ্চারিত করিয়া পৈশাচিক শব্দে বলিল—হ'য়েছে! হ'য়েছে! হ'য়েছে! হ'য়েছে! ঈশ্বর সহায়! ভয় নাই! ভয় নাই।

বলিতে বলিতে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অবিনাশ একদৃষ্টে কি দেখিতে লাগিল? ঐ দেখ আবার বিদ্যুৎ চক্‌মক্ করিয়া
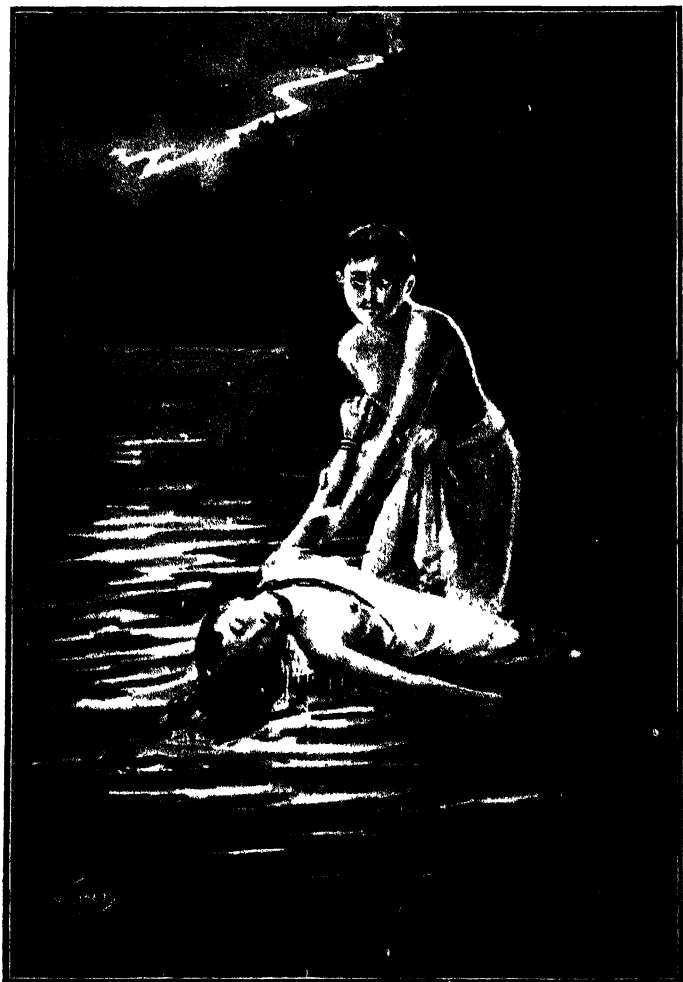
অবিনাশ গঙ্গা হইতে শব তুলিতেছে

পৃঃ—৬৩*

উঠিল—ওকি? ঝপাৎ করিয়া জলে পড়িল কে? অবিনাশ বুঝি? এত রাত্রে এমন দুর্য্যোগে জলে পড়া কেন? ডুবিয়া মরিবে নাকি? গঙ্গায় ভাসিয়া আসিতেছিল কি? দেখ দেখ বিদ্যুৎ আবার হাসিল। অবিনাশ অমনি কাহাকে জাপটাইয়া ধরিল? একি! একি! অবিনাশ কি পিশাচ! দৃঢ়রূপে ধরিয়া সে পদার্থটাকে গঙ্গার তীরের উপর উঠাইয়া অবিনাশ এদিকে ওদিকে চায় কেন? অবিনাশ কি ভয় পাইয়াছে? কেন কিসের ভয়? নৃশংস! তুমি আজ কার সর্ব্বনাশ করিবে? তুমি না ব্রাহ্মণ-সন্তান? মুর্দ্দফরাসের কাজ করিতেছ কেন? প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—তাই? জিঘাংসার তুষ্টির জন্য? সত্য নাকি? ধর্ম্ম কি নাই? ও আবার কি করে? বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছে কাকে? স্ত্রীলোক নাকি? জীবিত না মৃত—জীবিত তো নয়! মৃত? মড়া! মড়া! অবিনাশ, তুমি মড়া লইয়া কি করিবে?

অবিনাশ মৃত স্ত্রীলোকটীকে গঙ্গার জলে পাইয়া আজ এত আনন্দিত কেন?

বিদ্যুৎ আবার ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। অবিনাশ সে আলোকে সেই শবের গায়ে রক্ত দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল—পরক্ষণে তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। অবিনাশের মহা আনন্দ—কেন না এই স্ত্রীলোককে কেহ খুন করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া

দিয়াছে। তাহার প্রমাণ শবের গলা অর্দ্ধেক কাটা এবং গলার চারি দিকে রক্তের চাপ—চুল রক্তে ডুবিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটী অতি সুন্দরী, আহা! এ সুন্দরীকে কে খুন কবিল? কাহার ঘরের—কাহার হৃদয়ের—কাহাব সুখের প্রদীপ একবাবে নির্ব্বাণ হইল? অবিনাশ শব লইয়া কি করিবে? পাঠিকাব মনে আছে যে সরলা গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে—গ্রামের কেহ একথা জানে না। সরলা আব ফিরিবে না। আর যদি ফিরে আসে ভয় কি? অর্থের বলে কি না করা যায়? অবিনাশ ও তাহাব মা বাপের সন্দেহ এই যে বিনোদ সরলার চরিত্র খারাপ করিয়াছে। সেই বিনোদকে আজ বিপদে ফেলিতে হইবে—প্রতিশোধ লইতে হইবে—এই ইচ্ছায় পাগল হইয়া অবিনাশ একটা খুনী মড়া পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছে। অবিনাশ এই মড়া লইয়া বিনোদের শ্রাদ্ধ কবিবে।

গঙ্গাপুত্রের কুঁড়ে ঘরেব পশ্চাতে শবটীকে রক্ষা করিয়া—লতা পাতা চাপা দিয়া গৃহাভিমুখে অবিনাশ চলিল। এই সময়ে অবিনাশকে দেখিলে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হয়। এখনও আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। বৃষ্টি মধ্যে মধ্যে পড়িতেছে। পশ্চিম দিকে আর একখানি কাল মেঘ উঠিতেছে। বাতাস ক্রমে ক্রমে শীতল বোধ হইতেছে। এমন সময়ে অবিনাশ পাগলের মত গৃহাভিমুখে চলিল। বাহির বাটীর দ্বার খোলা ছিল—অবিনাশ

একবারে বাটীতে প্রবেশ করিয়া 'মা—মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মা সাড়া পাইয়া উঠিয়া ভিতর বাটীর দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৃহিণী দেখিলেন অবিনাশ হাঁপাইতেছে—কথা কহিতে পারিতেছে না—কথা গলায় আটকাইয়া যাইতেছে। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—মা! বাবা কি ঘুমিয়েছেন? গৃহিণী বলিলেন—কেন? আগে কাপড় ছাড় তার পর যা হয় হবে। কেন—এখন তাঁকে কেন?

অবি—বিশেষ প্রয়োজন। বিনোদ কোথা?

গৃ—বিনোদ ওঘরে ঘুমুচ্ছে।

শুনিয়া অবিনাশ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—মা বড় মজা হ'য়েছে—শালাকে জব্দ করবার বড় সুবিধা হ'য়েছে।

গৃ—সত্যি নাকি? কি? কি সুবিধা?

অবি—বড় বউ যে গৃহ ত্যাগ ক'রেছে এ কথা কে কে জানে?

গৃ—আমি—কর্ত্তা—ছোট বউ আর তুই।

অবি—বিনোদ?

গৃ—বিনোদকে ব'লেছি—বড় বউ বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীতে গেছে—কাল আস্‌বে।

এই কথা শুনিয়া অবিনাশের মহা আনন্দ।

গৃ—কি? কাণ্ডটা কি?

অবি—শালাকে জব্দ কর্‌বার মজা হ'য়েছে। একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে কে খুন ক'রে গঙ্গায় বোধ হয় ভাসিয়ে দিয়েছিল। সে লাস আমি পেয়েছি। গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, সে কিরে—বড় বউ নয় তো ?

অবি—না। কিন্তু বড়বউকে বিনোদ খুন ক'রেছে এ কথাটা কাল সকালেই রটাতে হবে।

গৃ—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। সে মড়া কোথায় ?

অবি—গঙ্গার ঘাটে লতা পাতা চাপা দিয়ে রেখে এসেছি।

গৃ—কর্ত্তার কাছে চল্‌ দেখি। আমায় ছুঁস্‌ নি।

গৃহিণীর মহা আনন্দ। শুধু কি আনন্দ ? মধ্যে মধ্যে একটু কষ্টও হইতেছিল।

গৃ—তুই এইখানে দাঁড়া। গোল করিস্‌ নে। আমি কর্ত্তাকে উঠিয়ে আন্‌ছি।

গৃহিণী যাইয়া কর্ত্তাকে উঠাইয়া আনিলেন।

কর্ত্তা—কিরে এত রাত্রে কোথা ছিলি ?

গৃ—সে সব কথা এখন থাক—এখন ও কি বলে শোন। ঈশ্বর বিচার ক'রেছেন আর কি ?

কর্ত্তা—কি ? কি ?

অবি—বিনোদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌ব। সে আমাদের কি সর্ব্বনাশ ক'রেছে তা কি জানেন না ?

কর্ত্তা—সব জানি—সব জানি। কাল শালাকে জব্দ ক'রবো—আচ্ছা ক'রে প্রহার দিয়ে গাঁ ছাড়া ক'ববো।

অবি—শালা যাতে ফাঁসী যায় আমি এমন এক উপায় বার্ ক'রেছি—

একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে কে খুন ক'রে গঙ্গাব জলে ভাসিয়ে দেয়, ভেসে আমাদের ঘাটে এসে লেগেছিল, আমি সেটীকে অনেক কষ্টে তুলে, লতা পাতা চাপা দিয়ে, গঙ্গার ধারে রেখে এসেছি। তার গলা আধখানা কাটা। চুল রক্তে ভরা।

কর্ত্তা—চুপ্ চুপ্, চল্ দেখি আমায় দেখাবি। মেঘ ভয়ানক হ'য়েছে—তা হোক্ চল্।

অবি—এস।

গৃহিণী ছোট বউএর ঘরে যাইয়া বিছানায় বসিয়া রহিলেন। পিতা-পুত্রে সেই অন্ধকারময়ী রজনীতে গঙ্গাতীরে চলিলেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া অবিনাশ পিতাকে সমস্ত দেখাইল। পিতা অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, এই মড়াটীকে আমাদের বাড়ীর পিছনের বাগানে পুঁতিতে হইবে।

অবি—তার পর কি হবে?

কর্ত্তা—পোঁতবার পর তুই বিনোদের কাছে গিয়ে শুবি—শুয়ে যখন দেখ্‌বি বিনোদ বেশ ঘুমুচ্ছে, অমনি আস্তে আস্তে সেই বিড়ালটা কেটে রক্ত নিয়ে বিনোদের কাপড়ে মাখিয়ে দিবি।

অবি—ঠিক্ ব'লেছেন, তাই আমি ক'রব।

তার পর কর্ত্তা একটু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, যদি সে বেটী আবার ফেরে তো কি হবে?

অবি—তার আর ভয় কি? তাকে কে চেনে—বউ মানুষ বইতো নয়। আর সমুদয় গ্রাম যখন আমাদের হাতে তখন ভয় নাই। বাস্তবিক যদি সে ফিরে আসে—তাকে খুন ক'রে খুন হজম ক'রে ব'সবো। যে যে ফন্দি খাটিয়েছি তাতে বিনোদের সর্ব্বনাশ হবেই হবে। বড় বউ জ্যান্ত ফিব্‌লে তো বিনোদের শ্রাদ্ধ কখনই ঘুচবে না।

এই সময়ে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—আকাশে মেঘ গর্জ্জন করিতে থাকিল। অবিনাশ বলিল, এই সুযোগে মড়াটীকে ঘরে নিয়ে যাই চলুন। এই বলিয়া দুইজনে মড়াটী লইয়া গেল। বাগানে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া ফেলিল। মড়া পুঁতিয়া দুইজনে স্নান করিয়া বাটীতে উপস্থিত হইল। আসিয়া গৃহিণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। ছোট বউ কিছুই জানে না—বিনোদ কিছুই জানে না। সরলা কাল আসিবে—এই আশায় বিনোদও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিনোদ সুখে ঘুমাইতেছিল। অবিনাশ বিনোদকে উঠাইয়া তাহার নিকট গিয়া শয়ন করিল। যখন দেখিল—বিনোদ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন বিড়ালের রক্তে তাহার কাপড়ের স্থানে স্থানে রঞ্জিত করিয়া দিল।

বিনোদ এ সব কিছুই জানিল না। বিনোদ সরল-চিত্ত—অতি সুবোধ—বিনোদ অতি ধর্ম্মভীরু। ঈশ্বর! বিনোদের উপর এ সব অত্যাচাব কেন? প্রাতঃকালে পুলিস আসিয়া বিনোদকে বাঁধিবে। ক্রূর অবিনাশ—নিষ্ঠুর বিশ্বনাথ—পাষাণী গৃহিণী—'বিনোদ সরলাকে খুন করিয়াছে'—এই মিথ্যা অপবাদে তাহাকে বিপন্ন করিবে। ঈশ্বর তুমি সব জান—তুমি কি বিনোদকে রক্ষা করিবে না? সত্যের কি জয় হইবে না?

বিশ্বনাথ! তুমি না বাড়ীর কর্ত্তা—তোমার এই কাজ? জানি না—কোন্ শয়তান তোমার আকাব ধাবণ করিয়া আজ এই হতভাগ্য বিনোদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। বিনোদ যে তোমার আপনার লোক—বিনোদ যে তোমায় পিতাব মত দেখে—বিনোদ যে তোমায় কত শ্রদ্ধা ভক্তি করে—তা কি তুমি জান না? এই কি তার প্রতিদান? যদি ভগবান থাকেন—পাপের দণ্ড থাকে—বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি থাকে—তবে তুমি নিশ্চয় জানিও—ইহার কৈফিয়ৎ তোমাকে একদিন দিতেই হবে—যদি এ জন্মে না হয়—পর জন্মে।

দ্বাদশ তরঙ্গ

কালরাত্রি পোহাইল। কা কা করিয়া কাক ডাকিল। বিনোদের ঘুম ভাঙ্গিল। তাহার কাপড়ের দিকে যেমন দৃষ্টি পড়িল অমনি বিনোদ চমকিয়া উঠিল। বিছানায় কাপড়ে ও সর্ব্বাঙ্গে রক্ত দেখিয়া বিনোদের মাথা ঘুরিয়া গেল—বিনোদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। বিনোদ ভাবিল, এ কি! রক্ত কোথা হইতে আসিল! বিনোদের মনে ভয় হইল। পূর্ব্বকার কথা সব মনে পড়িল। অবিনাশ বিনোদকে জব্দ করিবে বলিয়াছিল, সে সব মনে পড়িল। বিনোদ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। একেবারে তাহার হৃদয়ে নানা প্রকার ভাবনা উপস্থিত হইল—সরলা কোথায়! বাঁড়ুজ্যেদের বাটীতে কি গিয়াছে! বোধ হয় না। কিন্তু গেল কোথা! এই রূপ নানা প্রকার ভাবিতেছে, এমন সময়ে অবিনাশ চীৎকার করিয়া উঠিল—'খুন হ'য়েছে—খুন হ'য়েছে—বাঁধ বাঁধ—শালাকে বাঁধ।' এই শব্দ শুনিয়া ভয়ে ~~বিনোদের প্রাণ~~ উড়িয়া গেল। বিনোদের দেহ হইতে ঘাম

বাহির হইতে লাগিল। বিনোদের মুখে কালিমা পড়িল। বিনোদ পাগলের ন্যায় হইল। বিনোদে আর বিনোদ নাই।

অবিনাশের চীৎকারে নিষ্ঠুর কপট বিশ্বনাথ উপর হইতে 'কিরে—কিরে' বলিয়া নীচে আসিলেন। গৃহিণী ছোট বউএর ঘর হইতে 'ওগো বাবা গো—কি হোলো গো' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিলেন। ছোট বউএর ঘুম ভাঙ্গিল। ছোট-বউ অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। এই সমস্ত চীৎকার—এই সমস্ত গোলমাল শুনিয়া প্রতিবাসীরা—'কি হ'য়েচে কি হ'য়েচে' বলিতে বলিতে একে একে বাড়ী পূর্ণ করিল।

গৃহিণী কপট ক্রন্দনের ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিয়া প্রতি-বাসীদের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। হা কপটী! হা! কপটী স্ত্রীলোক! তোমায় শত ধিক! তোমার কপটতায়—তোমার দুশ্চরিত্রে পৃথিবী কলঙ্কিত হইয়াছে। নারী! তোমার চরিত্র বোঝা ভার—তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি সুষুপ্ত ডন্‌কানের প্রাণবধে কুণ্ঠিত হও নাই—তুমি সুশীল রামচন্দ্রকে বনবাস দিতে লজ্জা বোধ কর নাই—তুমি আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য কি না করিয়াছ? শিশুর প্রাণবধ তোমা হ'তে—স্বামীর প্রাণবধ তোমা হ'তে—রাজ্য-ধ্বংস—দেশ-ধ্বংস তোমা হতে—তাই বলি তুমি সব করিতে পার। তোমাতে যেমন স্বর্গও আছে তেমন নরকও আছে।

গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন—মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন—চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন। গৃহিণী কাঁদিতেছেন—'ও বড় বউ কোথা গেলি গো। ওগো আমার মা গো! ওমা তুমি কত কষ্ট পেয়ে গেলে গো। ওরে সুরেন বাবা আমার! ও বাবা তোর সরলা আর নেই বাবা। ও বাবা তোর বুড়ো মা বাপ মরে রে বাবা।' এই প্রকার সুর করিয়া গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন। ভয়ে ছোট বউএর পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে গেল। অবিনাশ পুলিসে যাইয়া খবর দিল। অন্যান্য লোকেরা বিনোদকে বাঁধিল।

পাঠক পাঠিকা! একবার করুণ নয়নে বিনোদের দিকে দেখুন—বিনোদকে চোরের মত দড়ি দিয়া বাঁধিয়াছে। বিশ্বনাথ মধ্যে মধ্যে জুতা মারিতেছে—লাথি মারিতেছে—কেহ গায় থুতু দিতেছে—কেহ চুল ধরিয়া টানিতেছে। যে সেখানে আসিতেছে সেই এক ঘা চাপড় বা একটা ঘুসি মারিতেছে। বিনোদ নীরবে সব সহ্য করিতেছে। বিনোদ মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছে আর কাঁদিতেছে। কেন? বিনোদ কাঁদে কেন? বিনোদ ভাবিতেছে 'এরাই সরলাকে খুন ক'রে আমার ঘাড়ে এখন দোষ চাপাচ্ছে—তা চাপাক্—ঈশ্বর আছেন।' বিনোদ এই প্রকার ভাবিতেছে আর কাঁদিতেছে। বিনোদের কান্না দেখিয়া কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, শালার আবার কান্না

দেখ। কেহ রাগিয়া ঘুসি তুলিয়া বলিতেছে, ব্যাটার ছেলে খুন ক'রে আবার কান্না। বিনোদের দুর্দ্দশার বিষয় আর অধিক কি বর্ণনা করিব? বিনোদ এত প্রহার খাইয়াছে যে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত পড়িয়াছে।

বিশ্বনাথের বাড়ীতে লোকের ভিড় লাগিয়াছে। গ্রামের ভিতর হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে দুজন সেখানেই এই খুনের কথা হইতেছে। ঘাটে স্ত্রীলোকেরা বাসন মাজিতে মাজিতে, স্নান করিতে করিতে ঐ খুনের কথা কহিতেছে। গ্রামে একটী বৃহৎ দীঘী আছে। সেই দীঘীতে যত স্ত্রীলোকের হাট হয়। বামেব মা বলিতেছে—কি ভয়ানক! জমিদারের বাড়ী খুন—পদাব পিসী বলিল—বাপ্‌রে বাপ্, কি বুকের পাটা—কামিনী গালে হাত দিয়া ঘাড়টী নাড়িতে নাড়িতে বলিতেছে হ্যাঁগা কুমীর মা? আর শুনেছিস? কুমীর মা তখন হেঁটমুখ হইয়া বাসন মাজিতেছিল। বাসন মাজিতে মাজিতে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বলিল, কি গা দিদি? কি গা?

কুমীর মা—শুনে যে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদোয় লো।

দাসচরণের মা—কালকেই খুন ক'রেছে রাত্রে।

কুমীর মা—খুন তো ক'রেছে! আর একটা নূতন কথা শুনেছিস?

দাসচরণের মা—কই না—কই না।

এমন সময়ে ঘাটের সমস্ত স্ত্রীলোক ভুঁদীর মা, ভুঁদীর মামী, ঘোষেদের বড় বউ, বোসেদের মেজ গিন্নী, রামমণি, রমণী গোয়ালিনী প্রভৃতি সকলে কুমীর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, কি গা ? কি গা ?

কুমীর মা হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ওমা ! শুনিস্ নি ? পেট হ'য়েছিল ! দাস চরণের মা অবাক্ হইয়া বলিল তাই হবে গো —তাই হবে। অমনি রমণী গোয়ালিনী বলিল, তবে একটা কথা বলি শোন, এতদিন কাকেও বলি নি বাছা ! কি জানি জমিদারের ঘর—ভয় হয়। এই কথা বলিবামাত্র সকলে জিজ্ঞাসা করিল, কি কি ? বল্ না ? আমরা কেউ ব'লবো না। একজন বলিল, সত্যি ব'ল্বি তার আর ভয় কি ?

তারপর রমণী গোয়ালিনী আরম্ভ করিল, পেট হ'য়েছিল তাকি আমি জানি না। আমার ঠেঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে কত বার পেট্ খসানর ওষুদ খেয়েছিল। তা আমি বাছা তাতে হুঁও বলি নি হাঁও বলি নি। তারপরেই দাস চরণের মা বলিল, কলঙ্কের ভয়েই বিনোদ খুন ক'রেছে। লাস নাকি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে শুন্ছি।

পরে ভূদীর মা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, পেট যে একবার খসিয়েছিল। এই কথা শুনিয়া ঘোষেদের বড় বউ বলিল, ঠিক ঠিক, কর্ত্তা একদিন ব'লেছিলেন বটে।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

অবিনাশ পাঁচজন কনষ্টেবল ও একজন দারোগা লইয়া আসিল। দারোগা আসিয়া বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি হে বাপু! এই বার ফাঁসী যাও। বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। এখন বিনোদ কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না—কাহারও দিকে চাহিতেছে না—ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছে আর কাঁদিতেছে।

দারোগা—চক্ষু খুলিয়া একবার চাও। চোখ একবারেই বুজতে হবে এখন।

বিনোদ—কাঁদিয়া ফেলিল।

দারোগা—আর কাঁদ্‌লে কি হবে—এজাহার দাও।

বিনোদ—কি এজাহার দিব বলুন?

দারোগা—খুন ক'র্‌লে কেন?

বিনোদ—আমি খুন করি নাই।

দারোগা—লাস কোথা ফেলেছ?

বিনোদ—আমি খুন করি নাই।

দারোগা—তুই করিস নি তো আমি ক'রেছি ?

বিনোদ—আমি কিছুই জানি না।

বিশ্বনাথ কতকগুলি মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের এজাহার লইয়া দারোগা বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিল, লাস কোথা ফেলেছিস্ ?

বিনোদ—আমি খুন করি নাই। আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিতেছে।

অবিনাশ—আমার বোধ হয় বাগানে লুকিয়েছে।

অবিনাশের কথা অনুসারে সকলে বাগানে যাইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। পুলিসের লোকেরা বাগানের এদিক ওদিক খুঁজিতেছে—এমন সময়ে অবিনাশ একটী স্থানে গিয়া বলিয়া উঠিল, দারোগা মহাশয়! এই থানটায়—এই থানটায়। অমনি সকলে সেই দিকে ছুটিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক হাত নিম্নে মস্তকের চুল পাওয়া গেল। তাব পর ক্রমে ক্রমে সমুদয় লাস দেখিতে পাওয়া গেল।

মৃত্তিকার ভিতরে সেই মৃতা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য এখনও নষ্ট হয় নাই। মৃত দেহের দুর্গন্ধ সে অনুপমা সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বড় বউএর রূপও অনেকটা সেইরূপ। এই সময়ে একটী হৈ হৈ শব্দ উঠিল।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

ভাল খবর পাইতে একটু বিলম্ব হয়। মন্দ খবর কাকের মুখে পাওয়া যায়। বন্ধুর সঙ্গে হাসিতেছি—আমোদের তরঙ্গে ভাসিতেছি—সুখ-সাগরে মন একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ পাইলাম—বাবা নাই মরিয়াছেন। দর্পণে মুখ দেখিতেছি—স্বামী কাল আমার জন্য সোণার হার আনিবেন বলিয়া গিয়াছেন—আমি ভাবিতেছি আজকের দিনটা কি যাবে না—এমন সময়ে খবব পাইলাম স্বামী নাই—আমাকে জনমের মত লোহা খুলিতে হইবে। রাম রাজা হইবে কৌশল্যা আনন্দিতা—সীতা মনে মনে কত আশা-কুসুমের মালা গাঁথিতেছেন—এমন সময়ে রাম যাইয়া বলিলেন—আমার রাজা হওয়া হবে না—বনে যেতে হবে। তোমাব সুখের খবর পাইতে কত পয়সা খরচ করিতে হয় কিন্তু দুঃখের সংবাদ বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। দুঃখ পৃথিবীতে যত সুলভ, সুখ তত দুর্ল্লভ। হাত বাড়ালেই দুঃখ হাতে পাও, কিন্তু সুখ পাওয়া বড় শক্ত। পৃথিবীর এ এক মজা।

সুখের কথা খুব কম শুনিতে পাই, দুঃখের কথা যখন তখন। ও মরেছে—ও বিধবা হ'য়েছে—ও জেলে গেছে—ও বিষ খেয়েছে—এ সব কথা যেন আকাশ-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীতে ইহাই বিষবৃক্ষ—কিন্তু ধর্ম্মবারি সেচনে এ বিষবৃক্ষ কি **সুধাবৃক্ষে** পরিণত হয় না?

বিনোদের স্ত্রীর নাম কামিনী। বয়স বোধ হয় ১৬ বৎসর। খুব সুন্দরী। লেখা পড়া মোটামুটি শিখিয়াছে। 'মেঘনাদ-বধের' স্থানে স্থানে মুখস্থ আছে, 'কবিতাবলীর' অনেক কবিতাও তাহার মুখস্থ। কেশব বাবু ও অক্ষয় বাবুর বাঙ্গালা পুস্তকগুলি ভাল করিয়া পড়া আছে। দুই একটী সংস্কৃত শ্লোকও জানা আছে।

কামিনীসুন্দরী ঘরে বসিয়া ভাবিতেছে, এত বেলা হ'ল এখনও তিনি এলেন না কেন? বেলা প্রায় ১২টা বাজে এখনও যে দেখা নাই! এই প্রকার কত কি ভাবিতেছে এমন সময়ে সমস্ত শরীর হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। একটা দাঁড় কাক বাড়ীর পেয়ারা গাছে বসিয়া ডাকিতে লাগিল 'ক' 'ক' 'ক'। কামিনীর মনে একটু কুসংস্কার ছিল। কামিনী অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সহিত কথা কহিবার কালে বলিত কাক ডাকিলে হানি হয় না, ওটা কুসংস্কার—হাঁচি টিক্‌টিকী মানি না—কিন্তু সময় বিশেষে হাঁচি টিক্‌টিকীকে ভয়ে মানিতে হইত। এখন কাকটা ক, ক, করিয়া ডাকিতেছে শুনিয়া মনে একটু ভয় হইল। দুই বার 'দুর দুর'

করিল। কাকটী একটু থামিল বটে—কিন্তু আবার ডাকিতে লাগিল 'ক' 'ক' 'ক' কামিনী এইবার একটী ঢিল মারিয়া কাকটীকে তাড়াইয়া দিল।

বিনোদের এক বৃদ্ধা ঠাকুর-মা ছিলেন। তিনি এতক্ষণ স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান করিয়া আসিয়া বলিলেন, কি গো নাতবউ! বিনোদ এসেছে? কামিনী বলিল, কই—না। বৃদ্ধা বলিলেন, তাইতো গো, ছেলে এখনও আসছে না কেন। এমন সময়ে পথে স্বর্ণ বাগ্‌দিনীর আওয়াজ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণ গ্রামের যত লোকের শুভাশুভ খবর বহিয়া বেড়াইত। গ্রামের কেহ মরিয়াছে—আগে স্বর্ণ সে খবর আনিয়াছে। কিন্তু স্বর্ণ সব সময়ে ঠিক খবর দিতে পারিত না। এক এক সময়ে মিথ্যা বলিত। হয় তো গ্রামের দুই এক জন দুষ্ট যুবা তামাসা দেখিবার জন্য স্বর্ণকে দেখিয়া বলিল, আরে ওদের হরি যে কলিকাতায় ম'রেছে তা শুনেছিস্। স্বর্ণ শুনিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিবার মত (চক্ষে জল কিন্তু থাকিত না) বলিত, কি সর্ব্বনাশ হোয়লা গো! সে কি গো! সে কি গো! স্বর্ণ মিথ্যায় বিশ্বাস করিয়া হরির বাড়ীর নিকটে যাইয়া কান্নার সুর তুলিল। পথের লোক জিজ্ঞাসা করিলে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল—আর স—র্ব্ব—নাশ—হ'য়েছে ও—গো—কি—হো—লো—গো! এদিকে

হরির মা হয়তো শুনিতে পাইল স্বর্ণ বাগ্‌দিনী রাস্তায় কাঁদিতেছে। শুনিয়াই লোক পাঠাইয়া স্বর্ণকে ডাকাইয়া আনিল। স্বর্ণ আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিতে লাগিল। হরির মা, হরির স্ত্রী ইহারা হরি মরিয়াছে শুনিয়া মাথা খুঁড়িতেছে কান্নায় পাড়ার লোক জড় করিয়াছে—এমন সময়ে জামা জোড়া পরিয়া হরি আসিয়া উপস্থিত। স্বর্ণ দূর হইতে হরিকে দেখিয়াই প্রস্থান।

স্বর্ণ যখন তখন কাঁদিত। আঁতুড়ে স্বর্ণের মা মরিয়াছিল। স্বর্ণ সেই মায়েব জন্য যখন তখন কাঁদিত। গ্রামের নিকটেই শ্মশান। হাটের দিন সেই শ্মশানের ধার দিয়া হাটে যাইত। যাইবার সময় এবং হাট হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেই শ্মশানের নিকট বসিয়া স্বর্ণ মায়ের জন্য মনের সাধ মিটাইয়া কাঁদিত। গ্রামের কে মরিয়া ভূত হইয়া কোন্ গাছে বাস করিতেছে—কোন্ ভূত কতবার 'স্বর্ণকে তাড়া করিয়াছিল—স্বর্ণ সে সমস্ত প্রত্যেক গৃহস্থের মেয়ে ছেলেদের কাছে গিয়া বলিত। স্বর্ণের গুণ অনেক। স্বর্ণ কাঁঠালের সময় এর ওব বাগানে কাঁঠাল চুরি করিত। গৃহস্থেব বাড়ীব শশা চুরি যাইলেই সকলে স্বর্ণকে সন্দেহ করিত।

বিনোদের বাড়ীর সম্মুখেই গ্রামের রাস্তা। সেই রাস্তায় স্বর্ণ বাগ্‌দিনী মহা গোলমাল করিতেছে। স্বর্ণকে ঘেরিয়া পাড়ার যত লোক দাঁড়াইয়াছে। খুন ক'রেছে—খুন ক'রেছে—সে এই কথা

বলিতেছে। স্বর্ণ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামে তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিল। সে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আসিয়াছে।

স্বর্ণ যাহা দেখিয়াছিল, তাহাকে অনেক বাড়াইয়া বলিতেছে—বলিতেছে যে—বিনোদ বিশ্বনাথকে কাটিয়া তাহার স্ত্রীকে কাটিয়াছে—তারপর যখন সবলা গোলমাল করিয়া উঠিল—অমনি তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তারপর ছোট বউকে কাটিয়া অবিনাশকে লাঠির দ্বারা আধ্‌মারা করিয়াছে।

রাস্তার এই গোলমাল কামিনীর কাণে পৌঁছিল। বৃদ্ধা জপ করিতেছিল, কামিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, ও ঠাকুর মা—রাস্তায় কিসের গোল গো! খুন ক'রেছে কে? বৃদ্ধা জপ ফেলিয়া রাস্তায় যাইয়া দেখিল, স্বর্ণের চারি দিকে লোক। বৃদ্ধাকে দেখিয়া স্বর্ণ কাঁদ কাঁদ্‌ হইয়া বলিল, ওগো তোমাদের বিনোদ সর্ব্বনাশ ক'রেছে!

বৃদ্ধার সহিত এক মাগীর পূর্ব্বদিন তুমুল ঝগড়া হইয়াছিল। সে মাগীও সেইখানে ছিল। স্বর্ণ যেই বলিয়াছে, ওগো তোমার বিনোদ সর্ব্বনাশ ক'রেছে, অমনি সেই মাগী বলিল, গুণের নাতির ফাঁসীটা দেখ আর কি?

মাগীর এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। স্বর্ণ বলিল যেমন অদৃষ্ট বাছা! আর দুঃখ ক'র্‌লে কি হবে কাঁদ্‌লেই বা কি হবে। এই বলিয়া

স্বর্ণ চলিয়া গেলে বৃদ্ধা অপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'য়েছে গা—হ্যাঁ গা বল না গা—আমার বুক যে ধড়্ ফড়্ ক'র্‌চে। বৃদ্ধা রাস্তার সকলের নিকটে শুনিল—বিনোদ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে খুন কবিয়াছে—আজই বিনোদের ফাঁসী হইবে।

বৃদ্ধার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হাউ মাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বিনোদের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন বিষাক্ত তীরের ন্যায় কামিনীর মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিল। কামিনী পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিল। তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে পাগলিনীর ন্যায় বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'য়েছে গো! কি হোলো গো।

'সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—বিনোদ খুন ক'রেছে'—বলিয়া বৃদ্ধা মাথা খুঁড়িতে থাকিল।

কামিনী অতি বুদ্ধিমতী। কামিনী এই কথায় বিশ্বাস করিল না। অনেক যত্নে দুঃখের বেগ সংবরণ করিয়া ভাবিতে বসিল—স্বামী আমার অতি সচ্চরিত্র। ক্রোধ কেমন তা তিনি জানেন না। মশা ছারপোকা পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীর কাহাকেও মারিতে দেন না। স্বামী আমার নিরামিষভোজী। কাহাকেও মাছ কুটিতে দেখিলে তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করেন। তাঁর বড়

ল্পয়া। তিনি কি প্রকারে নরহত্যা করিবেন। তিনি কখনই খুন করেন নাই। তাঁকে বোধ হয় কেহ খুন করিয়াছে—কামিনী এই স্থির করিল। কামিনী ভাবিল—বিধাতা আমায় এত দিনের পর বুঝি বিধবা করিলেন। এই ভাবিয়া কামিনী কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভাবিল, এক কাজ করি—নিজে যাই—দেখিয়া আসি কি কাণ্ড। গিয়া যদি দেখি বা শুনি আমার স্বামী—এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া আর ভাবিতে পারিল না। কামিনী স্বামীকে যেন চোখের নিকট দেখিতে লাগিল। কামিনী মানস চক্ষে কত কি দেখিতেছে—যেন স্বামী চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছে—সে স্বামী নাই—ইহা কামিনী কি প্রকারে ভাবিবে? যেন স্বামীর সহিত বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে—সে স্বামী নাই—সে স্বামীকে আর দেখিতে পাইবে না—সে স্বামী আর গলা ধরিবে না—বক্ষে লইবে না—আদর করিবে না—ঠাট্টা তামাসা করিবে না—এ-সব কামিনী ভাবিতে পারিল না। কামিনী আর ভাবিতে পারে না—আর কথা কহিতে পারে না—অজ্ঞানের মত অচেতনের মত বসিয়া পড়িল।

অতঃপর অনেক কষ্টে হৃদয়ের বেগ সংবরণে চিত্তকে স্থির করিয়া—একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামের দিকে যাইতে লাগিল। গ্রাম পার হইয়া মাঠে গিয়া

পড়িল। মাঠ যেন ফুরায় না—এক ক্রোশকে যেন দশ ক্রোশ বোধ হইতে লাগিল। সময়ের দীর্ঘতা বাড়িল। পাগলিনীর মত দশদিক শূন্য দেখিতে দেখিতে সেই গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের সেই দীঘীর ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে—এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক আসিল। তাহাকে কামিনীর সঙ্গের স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা এ গ্রামে কি খুন হ'য়েছে? স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল—কে এক ছোঁড়া বামুনদের বড় বউকে কেটেছে—লাস বাগানে পাওয়া গেছে। এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী চলিয়া যায় এমন সময়ে কামিনী কাতব স্বরে বলিল—'হ্যাঁগা দাঁড়াও না গা'। সে দাঁড়াইল। কামিনী জিজ্ঞাসা কবিল, যে খুন ক'রেছে সে কোথা? স্ত্রীলোক উত্তর করিল, পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেছে আর কোথা যাবে। কেন—তুমি কি তাব কেউ হও নাকি? কামিনী জিজ্ঞাসা করিল—পুলিস এখান থেকে কতদূর বাছা? স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল, দুক্রোশ হবে। কেন গা! তুমি কি তার কেউ হও? এই কথা শুনিবামাত্র, কামিনী কাঁদিয়া ফেলিল—কামিনীর বক্ষঃস্থল নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিল। এমন সময়ে আর একটী স্ত্রীলোক সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই তথায় দাঁড়াইলেন, কামিনীর কান্না শুনিয়া তাঁহার মনে বোধ হয় একটু কষ্ট হইল, তাই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘর কোথা গা? তুমি কাঁদ কেন বাছা? কামিনীর কণ্ঠরোধ

হইল, কিছু বলিতে পারিল না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটীর দিকে সজল নয়নে চাহিয়া রহিল—চক্ষে জলধারা দেখিয়া নবাগত স্ত্রীলোকটী অঞ্চল দ্বারা কামিনীর চক্ষের জল মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন কাঁদ দিদি?

কামিনীর সঙ্গের স্ত্রীলোকটী আধ ক্ষেপা, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—মনে মনে বড় বিরক্ত হইতেছে। কারণ সে পয়সা পাইলেই প্রস্থান করে—কামিনীব দুঃখের বিষয় কিছুই ভাবিতেছে না।

কামিনী অনেক কষ্টে অনেক যত্নে মন স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা এখানে খুন হ'য়েছে? স্ত্রীলোকটী বলিলেন, হাঁ খুন হ'য়েছে। বিনোদ নামে কে একজন বামুনদের বড় বউকে খুন ক'রেছে। কেন? তোমার সে সব খবরের দরকার?

কামিনী কাঁদ কাঁদ হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা যে খুন ক'রেছে সে এখন কোথা? স্ত্রীলোকটী চমকিত হইয়া বলিলেন, কেন গা তুমি কি তার কেউ হও?

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি তাঁর স্ত্রী। শুনিয়া স্ত্রীলোকটী বলিলেন, যেমন অদৃষ্ট তোমার দিদি! কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, পুলিসে গিয়াছেন? স্ত্রীলোকটী বলিলেন, হাঁ পুলিসে এইমাত্র গিয়াছে।

কামিনী—পুলিস কত দূর ?

কামিনীর সঙ্গের মেয়ে লোকটী বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে মনে ভাবিল, বুঝি বা কামিনীর সঙ্গে তাহাকে পুলিস পর্য্যন্ত যাইতে হয়—এই ভাবিয়া সে বলিল, না বাছা! আমার পয়সা দেবে তো দাও, আমি ঘরে যাই। পুলিস টুলিসে আমি যেতে পারবো না। ভদ্র-স্ত্রীলোকটী একটু কুপিতা হইয়া বলিলেন, তুই কেমন মাগী গা? লোকের দুঃখের সময় বুঝিস্ না?

মেয়ে লোকটী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, তুমি কেমন ভদ্র-লোকের মেয়ে গা। পয়সা বুঝি তা ব'লে চাইব না?

ভদ্র-স্ত্রীলোকটী বলিলেন, পয়সা না হয় একটু পরেই নিস্? সঙ্গে ক'রে এনেছিস্—বউ মানুষকে ফেলে কোথা পালাবি? মেয়ে লোকটী বলিল, পালাব কেন? আমার পয়সা না পেলে আমি ছাড়্‌বো না।

ভদ্র-স্ত্রী—পয়সা আর পাবি না নাকি।

মেয়ে—তা আমি কি জানি? পয়সা না দেন, বলুন না কেন আমি চ'লে যাই? ওঁর ধর্ম্ম ওঁর কাছে।

ভদ্র-স্ত্রী—আরে কোথাকার মাগী তুই? ক পয়সা?

কামিনী—পয়সা আমার কাছে তো নাই। তা না হয় একটা মাকড়ি নিয়ে যা।

কামিনীর তখন সোণার মাকড়ির প্রতি মায়া নাই। সোণার

আদর সে সময় চলিয়া গিয়াছে। কামিনীর কাছে তখন সোণা ও কুটর এক দর। কামিনী মাকড়ি খুলিয়া দিতে যাইতেছিল দেখিয়া, ভদ্র-স্ত্রীলোকটী বলিলেন ক পয়সা বাছা! তোমরা আমাদের বাড়ী চল, আমি না হয় পয়সা দিব। শুনিয়া সে মাগী বলিল না বাছা! আমি আর কোথাও যেতে পার্‌বো না।

ভদ্র-স্ত্রীলোকটী একটু কুপিতস্বরে বলিলেন, যা মাগী যা পয়সা পাবি না। লোকের বিপদ বুঝিস্ না—কারও সর্ব্বনাশ—কারও পৌষ মাস!

মেয়ে লোকটী তখন দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, তুই কে লো! তোর পয়সা চাই না। তোর কি 'এলেকা রাখি না! চুপ্ কর্ গাল খাবি?

তখন কামিনী বলিল, আমার কাছে তো পয়সা নাই, বাড়ীতে ঠাকুর মার কাছে গিয়ে নিস্ না। না হয় এই মাকড়িটী নিয়ে যা। এই বলিয়া কামিনী মাকড়ি খুলিতে লাগিল। পূর্ব্বে শীঘ্রই মাকড়ি খুলিতে পারিত, আজ মাকড়ি খুলিতে বড় বিলম্ব হইতেছে। অনেক টানাটানি করিতে করিতে কাণ ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল—তাহা দেখিয়াও মাগীর দয়া হইল না। আট পয়সার পরিবর্ত্তে সাত'আট টাকার মাকড়ি পাইবে তাই আজ তাহার মহা আনন্দ। কামিনীর কাণে রক্ত দেখিয়া ভদ্র-স্ত্রীলোকটী আপনি আসিয়া মাকড়িটী খুলিয়া দিলেন। কামিনী মাগীর হাতে

মাকড়িটী দিয়া বলিল, তুই কি এখনই যাবি? মাগী বলিল, আমার ছাগল গরু সব মাঠে, আমি না গেলে চল্‌বে কেন বাছা! এই বলিয়া মাগী চলিয়া গেল।

পরে ভদ্র-স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে কামিনী যাইতে যাইতে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার স্বামীর কি দশা হবে? এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটী তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে বুঝাইতে আপনার বাটীতে লইয়া চলিলেন। কামিনী আস্তে আস্তে পা ফেলিতে ফেলিতে তথায় গিয়া পঁহুছিল। ভদ্র-স্ত্রীলোকটীর নাম গোলাপ। গোলাপ কামিনীকে অনেক যত্নে নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন—কিন্তু কামিনীর হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইল না। কামিনী একটী নিভৃত কক্ষে গোলাপের সহিত কথা কহিতে লাগিল।

কামিনী—পুলিসে কোথায় আছেন?

গো—জেলে বোধ হয়।

কা—জেলে বড়ই কষ্ট?

গো—তা তো হবেই—পাপের ফল ভোগ তো চাই।

কা—পাপের ফল কি সকলেই ভোগ করে?

গো—ইহকালে না করুক পরকালে নিশ্চয়ই।

কা—খুনের বিষয় আপনি কিছু জানেন?

গো—বিনোদ খুন ক'রেছে এই জানি।

কা—কেন—কি জন্য?

গো—তোমার স্বামীর চরিত্র কি রকম বোধ হয় ?

কা—দেবতার মত।

গো—তবে খুন করিল কেন ?

কা—তিনি খুন ক'রেছেন—এ আমার বিশ্বাস হয় না।

গো—তবে কি সব মিথ্যা ? তা হ'লে ওদের বড় বউ কোথা ? লাস অবধি যখন বেরিয়েছে, তখন তো মিথ্যা হবার যো নাই।

কা—যিনি মশা ছারপোকাটী পর্য্যন্ত মারিতেন না—তিনি একটী মানুষ কি প্রকারে মারিলেন ইহাই আশ্চর্য্য ! বলিয়াই কামিনী শোকে অধীরা হইয়া পড়িল।

গো—কি জানি বাছা—ভগবান জানেন।

কা—পুলিস এখান হ'তে কত দূর—জেলই বা কত দূর ?

গো—পুলিস দু ক্রোশ—জেল বোধ হয় তিন ক্রোশ—কেন ?

কা—আমি সেখানে যাব।

গো—একলা ?

কা—কাজে কাজেই।

গো—না অমন কাজ ক'র না। বউ মানুষ—সমস্ত বয়েস, ওসব কাজ ক'রতে নাই।

কামিনী অনেক কষ্টে দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া সরল ভাবে গোলাপের সহিত কথা কহিতেছিল—কিন্তু এবারে কাঁদিয়া ফেলিল—

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার যে প্রাণ কেমন করে—আমার যে কিছুই ভাল লাগে না।

গোলাপের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল—বলিল, কি ক'রবে বল। এই যে এত লোক বিধবা হ'য়ে র'য়েছে। মানুষের কি সব দিন সমান যায় ভাই।

কা—আমি সব জানি, কিন্তু আমার প্রাণ যে বোঁঝে না—আমার যদি মরণ হয় তো বাঁচি। এই বলিয়া কামিনী কাঁদিতে লাগিল।

গো—পুলিসে গিয়ে তুমি কি ক'রবে ?

কা—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রবো।

গো—যদি দেখা ক'রতে না দেয়।

কা—প্রাণ রাখ্‌ব না।

গো—আচ্ছা আজ তো আর বেলা নাই—কাল যা হয় হবে। আমাদের কর্তা বাড়ীতে এলে তোমার স্বামী কোথায় আছেন—খবর নেবো তার পর তুমি যেও।

দুঃখের সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কামিনী গোলাপের বাড়ীতে দুই দিন অতিবাহিত করিল—দুই দিন আজ কামিনীর পক্ষে দুই বৎসর। স্বামী জেলে আছেন শুনিয়া কামিনীও জেলে থাকিবে স্থির করিল। হিন্দু-রমণীর লজ্জাজড়িত হৃদয়ে সাহসের ভর হইল। 'স্বামীর যে অবস্থা স্ত্রীরও সেই অবস্থা হোক'—এই ভাবিয়া কামিনী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। হাতে

দুই গাছি সোণার বালা ছিল, তাহা গোলাপকে দিয়া একখানি কাপড় ভিক্ষা করিয়া লইবে মনে মনে এই স্থির করিল।

তৃতীয় দিবস প্রাতে কামিনী গোলাপকে বলিল, আমি আর এখানে থাক্‌ব না। তুমি আমার এই বালা দুগাছি নিয়ে এক খানি ময়লা কাপড় দাও তো বাঁচি।

গো—কেন—ময়লা কাপড় কেন?

কা—ভাল কাপড় আর প'রব কেন?

গো—বালা আমায় দিতে চাও কেন?

কা—আমি নিয়ে কি ক'রব! সঙ্গে থাক্‌লে রাস্তায় নানা বিপদ হ'তে পারে।

গো—তবে তুমি কি নিশ্চয়ই যাবে?

কা—হাঁ নিশ্চয়ই যাব।

গো—সেখানে অনেক সাহেব আছে—যদি কোন বিপদ ঘটে?

কা—এর চেয়ে আর কি বিপদ আছে?

গো—তোমার এখন অল্প বয়স—তাই বলি যদি কেউ কিছু—

কা—কার সাধ্য—যতক্ষণ জীবন থাক্‌বে ততক্ষণ কার সাধ্য আমার ধর্ম্মনষ্ট করে।

গো—তা যা হয় করগে। বালা পেট কাপড়ে রেখে দিও। আমি ময়লা কাপড় একখানি দিচ্চি।

কামিনী ময়লা কাপড় পরিয়া বাহির হইল। কামিনীর সে

লজ্জা আর নাই—সে ঘোমটা আর নাই—কামিনী যেন আজ পুরুষের সাহসে সাহসী। একি! কামিনীর নারী-প্রকৃতি কোথায়? কামিনী কোন্ সাহসে নির্ভর করিয়া আজ একাকিনী কারাগারে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কামিনী আজ উন্মাদিনী—কামিনীর কবরীর সে শোভা কই? কামিনীর সে কুলবধূর লজ্জা সজ্জা কোথায়?

কামিনী একাকিনী পথ হাঁটিতে হাঁটিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে। তাহার দুঃখের উপর একটু সুখের ছায়া পড়িয়াছে। কেন সুখ? না স্বামীর সহিত দেখা হইবে—স্বামীর সহিত মরিবে। স্বামীর জন্য সতী যখন প্রাণ দেয় তখন তার একটু আনন্দ হয়—দুঃখের উপর একটু সুখ হয়। আর একটী কারণ—কামিনী আজ প্রেমোন্মাদিনী—যদি সতীত্ববল থাকে তো, নিশ্চয়ই বিপদ কাটিয়া যাইবে, সেই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছে।

কামিনী প্রথমে পুলিসে যাইল। সেখান হইতে জেলে যাইল। জেলদারোগার অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। জেলদারোগা একজন ইংরাজ। কামিনী পাগলিনীর ন্যায় সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি? কি চাহি?

কা—আপনি কি জেলখানার কর্ত্তা?

সাহেব—খানা খাইয়াছে আমি। খানা কেনো? খাবেন টুমি।

কা—যিনি খুন ক'রেছেন তিনি কোথায়?

সা—জেলের ভিটরে আছে—কেনো?

কা—আমি তাঁর স্ত্রী—তাঁর সহিত দেখা ক'রব।

কামিনীর কাতরভাব দেখিয়া সাহেবের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কামিনীকে সঙ্গে লইয়া জেলের ভিতর বিনোদের স্থান দেখাইয়া দিলেন।

নিকটে একটী ঘরে বিনোদ সামান্য শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে। স্বামীর সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কামিনী মৃতপ্রায় হইল। দুঃখে—শোকে—মনস্তাপে তাহার সরল প্রাণ কাঁদিতে লাগিল—মন যেন খালি—প্রাণ যেন শূন্যে—চিন্তা ভাবনা সব যেন কোথায় পলাইল। প্রস্তরের মূর্ত্তির ন্যায় কামিনী সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাথা হইতে পায়ের আঙুল পর্য্যন্ত সব নিস্তব্ধ—নিশ্বাস বোধ হয় বন্ধ হইয়াছিল—শরীরের রক্ত প্রবাহও বোধ হয় একটু আস্তে আস্তে বহিতে লাগিল—কেবল দুটী চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল। চক্ষের জলের অন্তরালে কামিনী আর স্বামীকে দেখিতে পাইল না। দেখিবে কি? স্বামীর সে সুন্দর দেহ, সে জ্যোতিঃ আর নাই। মস্তকের চুলে ধুলা—গায়ে ধুলা। কামিনী কিছুকাল এই ভাবে দাঁড়াইয়া পরে অনেক কষ্টে শোক সংবরণ করিয়া স্বামীর দিকে

যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পা উঠিল না—শক্তি আর নাই—স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সতীর শক্তি লোপ পাইয়াছে। কামিনী অবশেষে আস্তে আস্তে বিনোদের নিকটে যাইতে লাগিল। অন্যান্য কয়েদীরা সেই রমণীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছিল, কামিনী তাহা দেখিল না—কামিনীর মনে নাই সে কোথায়—কামিনীর মনে নাই যে, সে এখন জেলখানায়। কামিনী সে স্থানে স্বামীকে দেখিয়া মনে করিল, এই বুঝি স্বর্গ। এক পা এক পা করিয়া কামিনী যাইতে লাগিল। ক্রমে শয্যার পার্শ্বে যাইয়া বসিল। বিনোদের এই সময় বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। বিনোদ স্বপ্ন দেখিতেছিল—যেন তার স্ত্রী তার কাছে আসিতেছে—আসিয়া তার কাছে বসিয়াছে। বিনোদ এই প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে—এমন সময়ে কামিনী অঞ্চল দ্বারা গায়ের ধূলা ঝাড়িতে লাগিল। তারপর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। কোমল করস্পর্শে বিনোদের তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। বিনোদ তন্দ্রাভঙ্গ হইয়া চক্ষু চাহিতেছে না—চক্ষু চাহিতে আর ইচ্ছা নাই—কারণ কামিনীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল—ইচ্ছা আবার ঘুমাইয়া কামিনীকে দেখে। এমন সময়ে এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু বিনোদের পৃষ্ঠে পড়িল। বিনোদ চমকিত হইল—জাগিয়া উঠিল—চক্ষু খুলিল। সম্মুখে কামিনীর মত কে? বিনোদ ভাবিল বুঝি আবার স্বপ্ন দেখিতেছে—স্বপ্ন ভাবিয়া কামিনীর

কামিনী পাগলিনীর ন্যায় সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল
পৃঃ—৯২

মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া বলিল—তুমি কি আমার কামিনী? না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। কামিনী কথা কহিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না। বিনোদ আবার বলিল—তুমি কি সত্যের কামিনী না স্বপ্নের কামিনী? এই সময়ে কামিনীর চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া গেল এবং বিনোদের বক্ষে অশ্রু বিন্দু বিন্দু পড়িতে লাগিল। কামিনী অজ্ঞানেব ন্যায়—পাগলিনীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বিনোদের বক্ষে পতিত হইল। তখন বিনোদের সংজ্ঞা হইল—তখন বিনোদ বুঝিতে পারিল যে স্বপ্ন নয়—এ আমার প্রাণেশ্বরী—এ আমার জীবনের জীবন কুম। বিনোদ কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কুম! তুমি এখানে? কুমধন! তোমার সঙ্গে যে আমার আর দেখা হবে তা জানিতাম না—হা ঈশ্বর! তুমি কি সব দেখছ না? তুমি যে দয়ার সাগর! তুমি কি প্রাণের কষ্ট বুঝিতেছ না? ঈশ্বর! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার রাজ্যে এত কষ্ট কেন? তুমি না দয়াময়? বিনোদ কামিনীকে বক্ষে ধরিল—কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীকে একটী চুম্বন করিয়া ভাবিল—‘পৃথিবীতে স্ত্রী কি সামগ্রী’—আবার ভাবিল—এ স্ত্রীকে কি প্রকারে ফেলিয়া যাইব! হা ঈশ্বর! তুমি কি আমাদের রক্ষা করিবে না? আমার কামিনী কি বিধবা হবে? আমি নির্দ্দোষী—আমি কিছু জানি না। রক্ষা কর—ভগবান্! কামিনীকে বিধবা করিও না।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

জ্যৈষ্ঠ মাস। সমস্ত রাত্রি জল ঝড় হইয়াছে। মাঠে জল দাঁড়াইয়াছে। বাম গ্রামের সন্নিকটে বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখ। ভোর বেলায় একজন কৃষক লাঙ্গল ঘাড়ে লইয়া দুটী ছেলে গরুর লেজ মলিতে মলিতে হেট্ হেট্ করিতে করিতে গরু দুইটাকে নানা প্রকার মধুর গালি দিতে দিতে চলিয়াছে। কৃষকেব নাম রামা। বামা রাম গ্রামেব একজন কায়স্থ জমিদারের চাকর। জমিদারের গরু লইয়া জমিদারের জমি চষিতে যাইতেছে। ভোর বেলা। অন্ধকাব আছে। আকাশে মেঘও বহিয়াছে। রামা অগ্রে যাইতেছে পশ্চাতে কিছু দূরে রামার মনিবও আসিতেছে। চলিতে চলিতে রামা থমকিয়া দাঁড়াইল কেন? রাস্তার পার্শ্বে ঘাসবনে কি একটী বুঝি পড়িয়া আছে। রামা দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইয়াছিল। কাদা মাখান একটী লম্বা পানা কি? রামা ভাবিল বুঝি কেহ মড়া ফেলিয়া গিয়াছে। এই স্থির করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া সেই পদার্থের উপব

একটী মাটির ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলিল। তারপর পাঁচন বাড়িটী দিয়া খোঁচা মারিতে লাগিল। এমন সময়ে মনিব নিকটে আসিয়া বলিল, 'কিরে রামা ?' রামা বলিল, মহাশয় ! কি একটা প'ড়ে র'য়েছে, বোধ হয় মড়া, দেখুন দেখি। তখন মনিব বিশ্বম্ভর মিত্র 'দেখি দেখি' বলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। একদৃষ্টে বিশ্বম্ভর সেই পদার্থটীর দিকে চাহিয়া রহিল—এদিক ওদিক দেখিতেছে এমন সময়ে আর একজন কৃষক সেইখানে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিশ্বম্ভর বলিল, ওরে দেখ্ দেখি এটা মরা না জীয়ন্ত—আমার বোধ হয় জীয়ন্ত। দ্বিতীয় কৃষক দেখিয়া বলিল, মহাশয় এটী মরা—এই কতক্ষণ মরিয়াছে। বিশ্বম্ভর বলিল, সেকি রে ! কেউ খুন করে নাই তো !

কৃষক—তাই হবে মশাই।

এই সময়ে আলোক হইল। পদার্থটী বেশ দেখা যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে আর একজন কৃষক আসিয়া বলিল, মহাশয় গো ! শেষ রাত্রে একটা মানুষের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—সে বোধ হয় এই মানুষটী। বিশ্বম্ভর বলিল কি প্রকার শব্দ ? তৃতীয় কৃষক বলিল, 'বাবা গো গেলুম গো—বাবা গো গেলুম গো' দুইবার এই প্রকার শব্দ হইয়াছিল।

বিশ্ব—তুই উঠে এলি না কেন ?

কৃষক—ভয় হ'ল যদি আমায় মেরে ফেলে।

এই সময়ে একজন সাপুড়ে রোজা সেই স্থানে আসিল। দেখিয়া বলিল, মশাই এ যে জাত সাপে কামড়েছে।

বিশ্ব—দেখ, দেখ, ভাল ক'রে দেখ।

সাপুড়ে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বলিল, মহাশয় দেখুন একটু একটু নিশ্বাস প'ড়্ছে ভয় নেই—বিষ এখনও মাথায় ওঠে নি, বোধ হয় গোখ্রো সাপে কাম্ড়েছে—আপনারা দাঁড়ান আমি ঐ জঙ্গল থেকে একটা ওষুধ আনি। এই বলিয়া সাপুড়ে চলিয়া গেলে, সকলে সেই হতভাগিনী সরলার নাকের নিকট হাত দিয়া নিশ্বাস অনুভব করিতে লাগিল। সাপুড়ে একটী শিকড় আনিয়া সরলার গায়ের চারিদিকে বুলাইতে বুলাইতে মন্ত্র বলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাও খবর পাইয়া সেখানে আসিয়া জনতা করিল। সাপুড়ে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। সাপুড়ের ঔষধের গুণে বিষ আর উঠিতে পারিল না বটে, কিন্তু সরলার সংজ্ঞালাভ হইতেছে না। ভগবান্! সরলাকে রক্ষা কর। সরলার মা বাপ নাই, সরলা সংসার-সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যায় যে। বেলা প্রায় আটটা বাজিল তবুও রোগী ভাল হইতেছে না, দেখিয়া সকলে মনে করিল এ আর মিছা চেষ্টা করা। এই ভাবিয়া অনেকে প্রস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু সাপুড়ে বলিল আপনারা আর একটু থাকুন—আমি আর একটা ওষুধ খুঁজে এনে দেখি।

বিশ্বম্ভর বলিল, কেউ না থাকে আমি এখানে রহিলাম, তুমি ওষুধ এনে বাঁচাও—আমি তোমায় পুরস্কার দোব।

সাপুড়ে ঔষধ খুঁজিতে গিয়াছে এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা —মাথায় লম্বা লম্বা জটা—দাড়িটী অতিশয় লম্বা বুকে আসিয়া পড়িয়াছে—দেখিতে গৌরাঙ্গ। আসিয়াই বলিলেন, কেয়া হুয়া হ্যা। বিশ্বম্ভর বলিল, সাপ কামড়ায়া—বিশ্বম্ভর হিন্দি জানিত না।

সন্ন্যাসী অমনি আপনাব ঝুলি হইতে একটী শিকড় বাহির করিয়া বলিলেন, এঠো লেকে ওসকো নাক্‌মে শুঙাও এই বলিয়া সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বম্ভর সেই শিকড় সরলার নাকের ছিদ্রের নিকট ধরিবামাত্র রোগী নড়িয়া উঠিল।

এই সন্ন্যাসীই সরলার স্বামী। সরলার এ অবস্থা ঘটিয়াছে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই—অপর স্ত্রী মনে করিয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর শিকড়টী সরলার নাকের নিকট কিয়ৎক্ষণ ধরিবা-মাত্র সরলার চৈতন্য হইল। সরলা চক্ষু মেলিল। চাহিয়া দেখিল তাহার চারিদিকে লোক ও চারিদিকে বিস্তৃত মাঠ। চক্ষু চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু মুদিল। দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সরলা ভাবিতেছিল, মরিলাম না কেন? জানি না—অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে। পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোক ছিল। বিশ্বম্ভর

তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ওগো তুমি এর সহিত কথা কও দেখি—আমরা একটু দূরে যাই।

এই সময়ে সাপুড়ে অন্য একটী শিকড় লইয়া আসিতেছিল। তাহাকে দূরে দেখিয়া সকলে বলিল, ভাল হ'য়েছে—ভাল হ'য়েছে—ভাল হ'য়েছে! সাপুড়ের মনে অতিশয় আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সরলার কাছে গেল। গিয়া হাত দেখিয়া বলিল, আর ভয় নেই। সরলা আপনি উঠিয়া বসিল—গায়ে কাপড় আঁটিয়া দিল—মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। তারপর আপনার দুরবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাড়ী কোথায় গা? 'আমার বাড়ী নাই'—এই কথাটী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে উচ্চারণ করিয়া সরলা অধোমুখে কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটীর মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইল—আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাছা তুমি কাঁদ কেন? আর তো ভয় নেই—বিষ নেবে গেছে। সরলা কাতর স্বরে বলিল, কেন আপনারা আমায় বাঁচালেন। ম'র্‌লে আমার ভাল ছিল।

স্ত্রীলোকটী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিশ্বম্ভর দূর হইতে কাছে আসিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা ব'ল্লে? স্ত্রীলোকটী বলিল—আহা বড় কাঁদ্‌ছে গো। বিশ্বম্ভর বলিল, আস্তে আস্তে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে চল। স্ত্রীলোকটী

যাইয়া সরলাকে বলিল, মা আর কেঁদ না—আমার সঙ্গে এস।

সরলা বলিল, কোথা যাব? এখানেই থাকি। স্ত্রীলোকটী বলিল, মাঠে থেকে কি হবে? বেলা হ'য়েছে। ভদ্র লোকের বাড়ীতে চল।

সরলা—কোথা?

স্ত্রীলোক—যে তোমায় বাঁচিয়েছে তার বাড়ীতে। সরলা ভাবিল, আবার যদি তাড়িয়ে দেয় তো কি হবে। তারপর ভাবিল, তা দেয় দেবে—যাই। এই ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত রাত্রি পথ হাঁটিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া সরলার গায়ে পায়ে বড় বেদনা হইয়াছে—যাহা হউক আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে গেল। বিশ্বম্ভরেব স্ত্রীর নাম কুসুম। কুসুম বিশ্বম্ভরের আদেশ অনুসারে সরলার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ষোড়শ তরঙ্গ

নূতন কে না চায়? নূতনে সুখ—পুরাতনে অসুখ। যাহা নূতন তাহা মধুর—যাহা পুরাতন তাহাতে দুঃখ—তাহাতে বিরক্তি—তাহাতে অরুচি। বালক পুরাতন পুস্তক পড়িতে—পুরাতন দোয়াতে পুরাতন কলমে পুরাতন কাগজে লিখিতে চায় না—সে সব নূতন চায়। বালিকা খেলাঘরে রাঁধিতে—বউ বউ খেলিতে—কোমরে কাপড় বাঁধিয়া চক্ষে কাপড় জড়াইয়া খেলিতে দৌড়াইতে—জড়াজড়ি করিয়া সহচরীদের গায়ে পড়িতে ভাল বাসে—কেন না এ সব নূতন। কিন্তু চিরকাল কি ভালবাসে? না—যতদিন নূতন থাকে ততদিন ভালবাসে। বৃদ্ধ নূতন গাছের নূতন ফল খাইতে কত ভালবাসে? সে ফলটার দিকে সর্ব্বদা নজর রাখে—কেন না এ নূতন। গর্ভিণী প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া ক্লান্ত শরীরে সন্তান প্রসবের পর মনে মনে কত হাসে—মনে মনে কত সুখস্বপ্ন দেখে—নূতন সন্তান দেখিয়া প্রসব যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। প্রসব যন্ত্রণাকে সুখের যন্ত্রণা বলিয়া বোধ করে

কেন? না নূতন বলিয়া। যুবক যুবতী সকলেই নূতনের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। নূতন যুবা নূতন ধরণে—নূতন রকমে চলিতে বলিতে ভালবাসে। যুবতী নূতন কাপড় নূতন গহনা পরিতে ভালবাসে—স্বামীকে রোজ রোজ নূতন ভাবে আদর করিতে—নূতন সাজে সাজাইতে ভালবাসে। দুই একটী মানুষের কথা বলিলাম—এখন প্রকৃতির একটা কথা বলি।

পৃথিবী-বুড়ী এক ঋতু ভালবাসে না—দুই মাস অন্তর নূতন নূতন ঋতু চায়। কয় মাস শীতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া মরিয়াছেন—রৌদ্র পোহাইবার বড় সাধ হইয়াছে—গ্রীষ্ম আসিয়া গায়ে আগুণের তাপ দিবে—গাছের পাতা পুড়াইয়া দিবে—লতার মাধুরী নষ্ট করিবে—ফুল গাছের ফুল ফুটিতে দিবে না—ঝড়ে ছিঁড়িয়া দিবে—আগুণে ঝলসাইয়া ফেলিবে। আবার আগুণের তাপে মাথা তাতাইবে—বরফ গলাইবে—নদী শুকাইবে—আর মনের সাধে কোকিল পাপিয়ার গান শুনিবে। পুড়িয়া মরিবেন তবু গান শুনাটা চাই। কেন না এ সব নূতন। এক নূতন ফুরাইল—আবার নূতন আসিল। গায়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য মেঘ-গর্জ্জনের আজ্ঞা প্রচারিত হইল—মুষল ধারে অমনি জল পড়িতে লাগিল—পৃথিবী রাণীর গায়ের তাপ জুড়াইল—অঙ্গ সুশীতল হইল—গাছে ফুল ফুটিল—মাঠে ধান গাছের সারি বসিল—চাষারা নূতন আনন্দে মাতিয়া চাষ করিতে লাগিল। এখন

সুধাবৃক্ষ

পৃথিবী বুড়ীর আবার নূতন সাধ—কোকিল পাপিয়ার গান আর ভাল লাগে না—ব্যাঙের কঁ্যা কোঁ কঁ্যা কোঁ গান শুনিতে সাধ জন্মিল। ডোবায় ডোবায় পুকুরে পুকুরে খালে বিলে জঙ্গলে ব্যাঙ মহা আনন্দে গান গাহিতে—রাগিণী ভাঁজিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালে নদী ও সরোবরের জল কেমন সুন্দর ছিল—কেমন স্বচ্ছ ছিল—আহা! বুড়ীর কি নূতন সাধ—সে আর ভাল লাগিল না—পুরাতন বলিয়া অরুচি হইল—কাদা মাথাইয়া জলটাকে ঘোলা করিয়া ফেলিল। আগে চন্দ্রসূর্য্য সে জলে মুখ দেখিত—কিনারায় গাছপালাগুলির ছায়া সকল জলের ভিতরে কেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত—পৃথিবী বুড়ীর তাহা আর ভাল লাগিল না—নূতনে সাধ হইল—অমনি জলে কাদা ঢালিয়া সে সব বন্ধ করিয়া দিল। আকাশ সব সময়ে গায়ের সব জায়গায় এক রং মাখিতে ভালবাসে না—কখন নীল, কখন সাদা, কখন কাল, এই প্রকার কত প্রকার রং মাখিয়া সং সাজিতেছে। পূর্ণিমার চাঁদ কেমন সুন্দর—কেমন মধুর! কিন্তু হ'লে কি হয়—আকাশ রোজ রোজ নূতন চায়—তাই একদিন কাস্তের মতন, একদিন রূপার থালার মত চাঁদখানিকে বুকে করে—আবার আর একদিন চাঁদিকে বুকে উঠিতে দেয় না, কেবল ছোট ছোট তারাগুলিকে লইয়া আদর করে।

নূতন স্বামী নূতন স্ত্রী নূতন প্রেমে ডুবিয়া ডুবিয়া প্রেম সরোবরে

সুখের কত নূতন নূতন ঢেউ দেখে—কত সোণার পদ্ম গড়িয়া তাহাতে ভাসাইতে যায়। নূতন স্ত্রীকে, নূতন স্বামী নূতন নূতন ধরণে আদর করে—আলিঙ্গন করে—চুম্বন করে—বক্ষে ধরিয়া পুরাতন পৃথিবীতে শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করে। নবীনা প্রিয়তমার সুন্দর কোমল-মধুর অধরে হাসির তরঙ্গ দেখিয়া—সুন্দর কপোলে ক্ষরিত স্বেদ বিন্দুকে মুক্তা মনে করিয়া—মৃগনয়নের চঞ্চলতায় নূতন নূতন নৃত্য অবলোকন করিয়া—নূতন স্বামী সুখের সাগরে ভাসিতে থাকে। নবীনা যুবতী স্বীয় নব প্রস্ফুটিত যৌবনের কত আদর করে—গোপনে কতবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া মুচকিয়া মুচকিয়া হাসে! কেন?—না সব নূতন। নূতনের এত আদর—নূতনকে লইয়া সকলে ব্যস্ত। নূতন জামাইয়ের বা নববধূর কত আদর কত যত্ন—আর পুরাতনকে কেহই চায় না।

যদি জিজ্ঞাসা কর—নূতন দেখ কাকে? তাহা হইলে উহার উত্তর এই—যাকে ভালবাসি—তাকে নূতন দেখি—আগে ভালবাসি, পরে নূতন দেখি—যাহাকে ভালবাসি তাহাকে রোজ নূতন দেখি। ভালবাসা হইতে নূতনত্ব—ভালবাসা পুরাতন হইতে দেয় না। যাহা পুরাতন—ভালবাসা তাহাকে নূতন করিয়া গড়ে। যতদিন নূতনত্ব ততদিন ভালবাসা—যতদিন ভালবাসা ততদিন নূতনত্ব।

সরলা বিশ্বম্ভরের বাটীতে নূতন আসিয়া দিন কতক খুব যত্ন পাইয়াছিল—বয়োজ্যেষ্ঠেরা কত শত আদর আপ্যায়িত করিত—

সমবয়স্কেরা নানাবিধ রঙ্গ রসের কথা কহিত—বালক বালিকারা প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিত। বাড়ীর কর্ত্তা বিশ্বম্ভর যখন তখন সরলার খোঁজ খবর লইতেন। সকলেই সরলার ব্যথার ব্যথী দুঃখের দুঃখী হইয়াছিল—সকলেই সরলাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিল—যেন সকলেই সরলার আপনার। কিন্তু কালের এমন কুটিল গতি যে যত দিন ফুরাইতে লাগিল সমস্তই পুরাতন হইতে লাগিল—ততই আদর কমিতে লাগিল। শেষ আদরের গুঁড়ো-গাঁড়া পর্য্যন্ত ফুরাইয়া গেল—অনাদরের রাশি আসিয়া সরলাকে আদর করিতে লাগিল। অবশেষে কি হইল—পাঠিকা কিছু পরে জানিতে পারিবেন।

সপ্তদশ তরঙ্গ

কামিনী বিনোদের নিকট কি করিতেছে একবার দেখিতে যাই চল।

ঐ দেখ সজলনয়না পতিপ্রাণা আত্মজ্ঞান হারাইয়া—সবমের নিকট হইতে বিদায় লইয়া—স্বামীব মুখ-সুধাকর দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া উঠিতেছে এবং স্বামীর বর্ত্তমান অবস্থার ভীষণতা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছে। দুরদৃষ্ট রাক্ষস তাহার স্বামীকে গ্রাস কবিয়াছে—সে যেন হাঁ করিয়া কামিনীকে গিলিবার চেষ্টা করিতেছে—কামিনী যেন বলিতেছে আমায় খাও কিন্তু স্বামীকে খাইও না—স্বামীকে ছাড়িয়া দাও।

কামিনী বিনোদের বক্ষে মাথা রাখিয়া চক্ষের জলে বিনোদের বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। বিনোদের আত্মা তখন কোথায়? অনন্তকাল-স্থায়ী আত্মাও যেন আপনার মৃত্যু সম্মুখে দেখিতেছে—কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! বিনোদ ও কামিনী আজ পৃথিবীর বিষ—পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণার ভীষণ পরাক্রম সহ্য করিতেছে।

পৃথিবী আছে কি ধ্বংস হইয়াছে—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে কি বন্ধ হইয়াছে—তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে বিনোদ ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কুমো! কা—মি—নী ধন! প্রাণ যে যায়।

এই কয়টী কথা কামিনীর হৃদয়ে বিষাক্ত তীরের ন্যায় বিদ্ধ হইল—কামিনী ঘাড় তুলিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না—দুঃখ গলা টিপিয়া ধরিল—কেবল বিনোদের মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল—তাহার চক্ষু দিয়া জলের স্রোত বহিতে লাগিল।

বিনোদ কিছুক্ষণের জন্য হৃদয়ে বল বাঁধিল—কামিনীর অঞ্চলে তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, স্থির হও কামিনী! একবার কথা কও—একটু স্থির হও।

কামিনী বিড় বিড় করিয়া কি বলিল—বিনোদ বুঝিতে পারিল না। বিনোদ আবার বলিল, কামিনী একটু স্থির হও—কথা কও।

কামিনী অনেক কষ্টে এবার কথা কহিল—হায়! হায়! কি কথা আর কবো?

বিনোদ—তুমি আমার জন্য আর ভাবিও না।

কামিনী—কার জন্য ভাবিব—আমার আর কে আছে?

বিনোদ—ঈশ্বর।

কামিনী—সে আর কে? আমার ঈশ্বর তো তুমি?

বিনোদ—স্থির হও কামিনী!
একবার কথা কও—একটু স্থির হও

পৃঃ- -১০৮

ভগবান! অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি স্বামীকেই ঈশ্বর ব'লে জানি—নাথ! স্ত্রীর ঈশ্বর আর কে? এই কয়টী কথা বলিয়া কামিনী পাগলিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভক্তিভরে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে কহিল—ভগবান্! তুমি কে তা জানি না—এই জানি স্বামীই স্ত্রীলোকের ঈশ্বর —স্বামীই দেবতা—এতে যদি আমার অপরাধ হ'য়ে থাকে আমায় নরকে ফেলিও—যত যন্ত্রণা দিতে হয় দিও—কিন্তু আমার হৃদয়ের ভিতরে লুকান ভাব তোমার নিকট খুলিয়া বলি—স্বামীই আমার ভগবান—তোমার মূর্ত্তি আমি এই স্বামীমূর্ত্তিতে দেখি—এই কথা বলিতে বলিতে কামিনী প্রেমোন্মত্তা হইয়া স্বামীকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বলিল, তুমি আমায় পৃথিবীতে কার কাছে ফেলে যাবে? তা হবে না—আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। বিনোদ কাতরস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা তাই হবে—সে তো সুখের কথা কুমো! তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও তাহ'লে ফাঁসীতে ম'রতে আমার আর ভয় কি।

কামিনী—ফাঁসীতে তোমার মরণ হবে কে ব'ল্লে? ঈশ্বর যদি এ কার্য্য করেন—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না—কিন্তু আমি তাঁর বিপক্ষ হব—তাঁর বিরোধী হ'য়ে যন্ত্রণা সহ্য ক'রব—সে যন্ত্রণায় আমার সুখ—কেন না—সে তোমার জন্য।

বিনোদ—কিন্তু কামিনী উপায় তো নাই।

কামিনী—কেন নাই? আমি আছি—আমার সতীত্ব আছে। সাবিত্রী মৃত স্বামীকে সতীত্ব বলে বাঁচিয়েছিলেন—আমি কি জীবিতকে বাঁচাতে পারব না। ভয় নাই! ভয় নাই! ওঠ এখান থেকে চল। আমার ঘরে আমার বুকের ওপর শয়ন ক'রবে চল। ভয় কি! ভয় কি! আমার কয়খানা হাড় আছে—এই হাড় তোমায় রক্ষা ক'রবে। ওঠ, ওঠ, আমার বুকে এস—বুকে ক'রে নিয়ে যাব। এই কথা বলিতে বলিতে কামিনী আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কামিনী পাগলিনী—নাচিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, ভয় কি! ভয় কি! ওঠ! ওঠ! আমার ঈশ্বরের অপমান করে কে? কার সাধ্য! ভয় কি! ভয় কি? এস! এস! ওঠ! ওঠ! বলিতে বলিতে কামিনী দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বিনোদকে একেবারে বক্ষে ধরিল। অবলার শক্তি কোথা হইতে আসিল! বিনোদ অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ঘরের ভিতরে অত গোলমাল শুনিয়া জেলদারোগা সাহেব তিন চারিজন কনষ্টেবল সহিত সেখানে আসিয়া কামিনীকে সেস্থান হইতে যাইতে বলিলেন। কামিনী কি করিবে—শ্মশানে যেন স্বামীকে নিক্ষেপ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বিনোদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

সরলা বিশ্বম্ভরের বাটীতে যে দিন যাইল, সে দিন সকলেই হতভাগিনীর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কুসুম খুব যত্ন করিল, কিন্তু সরলার মাথায় সিঁদূর দেখিয়া উহার চরিত্র বিষয়ে তাহার সন্দেহ জন্মিল। তারপর কুসুম এক সময়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, সরলা তুমি কাদের মেয়ে? সরলা কিছু উত্তর দিল না—মুখ হেঁট্ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কুসুম আবার জিজ্ঞাসা করিল, কেন গা মাথা হেঁট্ ক'র্‌লে যে? সরলা কোন উত্তর না দেওয়ায়, কুসুমের আরও কৌতূহল হইল এবং আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাপের বাড়ী কোথায়? সরলা চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুসুম বুঝিল, সরলা দুশ্চরিত্রা—নিজের দুষ্কর্ম্মের বিষয় ভাবিয়াই কাঁদিতেছে। কুসুম এবার আস্তে আস্তে বলিল, মাথায় সিদূর দেখে সন্দেহ হ'য়েছে—শুধু আমার নয় —যে তোমায় দেখেছে তারই সন্দেহ হ'য়েছে। তা লজ্জা

কি? বল না—কে তোমায় এনেছিল। হঠাৎ বজ্রধ্বনি হইলে প্রান্তরস্থিত পথিক যেমন কাঁপিয়া উঠে, সরলাও সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল—সরলা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। কুসুম বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ডাকিয়া বলিল, এ মেয়ে বড় ভাল নয়—আমি যাই—তোমরা এর মুখে জল দাও। কর্ত্তা কোথা থেকে এক আপদ এনেছেন—যাই একবার কর্ত্তার কাছে—তিনি যে এ যুবতীকে বাড়ীতে এনেছেন—এতে যে তাঁর বদ্‌নাম হবে। এই বলিয়া কুসুম কর্ত্তার নিকট গেল।

যে সকল স্ত্রীলোকদের সরলার নিকটে রাখিয়া কুসুম চলিয়া গেল, তাহাদের মধ্যে একটী ষোড়শী ছিল। এই যুবতী বিশ্বম্ভরের বাড়ীর সন্নিকটস্থ হলধর বাবুর স্ত্রী। ইহার রূপেব পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই—কিছু গুণের পরিচয় দিই। ইহার নাম গণেশসুন্দরী। ইনি লেখাপড়া মোটামুটি শিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার অনেক পুস্তক পড়িয়াছেন। নানাবিধ উপন্যাস পাঠ করিয়া পৃথিবীর গতি এক প্রকার বুঝিয়াছেন! হৃদয়ের কুসংস্কার অনেক গিয়াছে। ব্রাহ্মদের বই পড়িতে—ব্রাহ্মদের বক্তৃতার মর্ম্ম স্বামীর মুখে শুনিতে—ব্রাহ্মদের চর্চ্চা করিতে বড় ভালবাসেন। ইচ্ছা ব্রাহ্মসমাজ দেখেন—কিন্তু স্বামীর সাহস তেমন নয় যে সমাজকে অগ্রাহ্য, করিয়া স্ত্রীকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যান। গণেশসুন্দরী বেশ

কবিতা লিখিতে পারেন—গান গাইতে এবং গান বাঁধিতেও পারেন। আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র এটী বেশ বুঝিয়াছিলেন। পরলোক আছে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন—কিন্তু মরিলে পর স্বামীর আত্মার সহিত আপন আত্মার মিলন হইবে কি না এইটী সর্ব্বদা ভাবিতেন। হৃদয়েব উদারতা খুব ছিল। সকলকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন—বিশেষতঃ সত্যের প্রতি এতদূর অনুরাগ ছিল যে, সত্যানুরাগেব বশবর্ত্তিনী হইয়া কখন কখন স্বামীর অবাধ্য হওয়ায় তাঁহার ভৎ'সনা সহ্য করিতেন। গণেশের স্বামীর চরিত্রে দুই একটী দোষ. ছিল—কিন্তু গণেশ অনেক যত্নে সে সকল দোষ দূরীকরণ করিয়াছিলেন। দুঃখী তাপীর সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়—সুখীর সহিত কি ভাবে মিশিতে হয়—তাহা গণেশ বেশ জানিতেন এবং স্বামীকে শিখাইয়াছিলেন। গণেশের স্বামী গণেশকে আপনার এক প্রকার এবং বাস্তবিক শিক্ষক ভাবিয়া গণেশকে "গুরুমশাই" বলিয়া ডাকিতেন। গণেশও তামাসা করিয়া স্বামীকে "পোড়ো মশাই" বলিয়া ডাকিতেন। গ্রামের দুঃখিনী বিধবাদের প্রতি গণেশের বড় দয়া ছিল—এজন্য তাহাদের বাটীতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন এবং সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। গণেশের প্রাচীনা শ্বাশুড়ী গণেশের এই সকল দোষ দেখিয়া বড় বিরক্ত হইতেন এবং গণেশকে সর্ব্বদা মধুর তিরস্কার

করিতেন। গণেশ মনে মনে হাসিতেন—কিন্তু শ্বাশুড়ীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল।

সরলার নিকটস্থ স্ত্রীলোকদের মধ্যে গণেশ সরলার চোখে মুখে জল দিতে লাগিলেন। অপর স্ত্রীলোকদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী (বিশ্বম্ভরের বড় বউ) বিরক্ত হইয়া ছেলের ঘুম পেয়েছে এই ছলনা করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া' গেল। চাঁপা (বিশ্বম্ভরের মেজ বউ) পান সাজিবার ছুতো করিয়া উঠিয়া গেল। কুমুদিনী ঘাটে যাইবার ছলনা করিয়া উঠিয়া গেল। আর কেহ রহিল না—কেবল গণেশ ও হতভাগিনী সরলা রহিল।

গণেশ সরলার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন এ স্ত্রালোক সামান্যা নহে—নিশ্চয় কোন দুর্বিপাকে পড়িয়াছে। একটু স্থির ভাবে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তোমার ছোট ভগিনী—তুমি আমার বড় দিদি—এই কথা বলিতে বলিতে গণেশের স্বর একটু কোমল ভাব ধারণ করিল এবং অবশেষে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, দিদি! তোমায় দেখে আমার বড় মনে কষ্ট হ'য়েছে। সরলা গণেশের চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া বলিল—তোমার বাড়ী কোথা বোন্? গণেশ বলিলেন, এই কাছেই।

স—তুমি কাঁদ কেন?

গ—তোমার এ দশা দেখে।

স—কাঁদলে কি আমার এ দশা যাবে।

গ—কিসে যাবে ?

স—যাবাব নয়—যাবার হ'লে ব'লতাম্। সরলার কান্না আসিতেছিল—চাপিয়া রাখিল। গণেশ সরলার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিলেন।

গ—কেন দিদি কাঁদ কেন ? আমার সঙ্গে তোমার আলাপ নেই। কিন্তু আমি তোমায় দেখে মোহিত হ'য়েছি, তোমার প্রতি আমার বড় মায়া জন্মেছে।

স—ভাল কর নি—হতভাগিনীকে স্নেহ ক'রলে তোমার পাপ হবে।

গ—ও কথা ব'লতে নেই। তোমায় গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে ইচ্ছা আছে ?

বল—এই কথা বলিয়া সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

গ—দিদি ! তোমার দীর্ঘশ্বাস ও মলিন মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। যদি পুরুষ হ'তাম তা হ'লে তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ ক'রে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম।

স—ভগ্নি ! কি আর জিজ্ঞাসা ক'রবে ! আমার মাথায় সিঁদুর দেখে সন্দেহ হ'য়েছে ?

গ—না—এ বাড়ীর অন্য লোকের যে রকম সন্দেহ, আমার

সে সন্দেহ নেই—তবে নানা রকম ভাবের উদয় হ'চ্ছে। এ অবস্থায় কি রকমে প'ড়লে? তোমার স্বামী কোথায়?

স—সে কথা শুনে কি হবে? তাতে তোমার মনে কষ্ট হবে। পরে সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে একে একে সমস্ত কথা বলিয়া পরে বলিল। বোধ হয় আমার অপঘাত মৃত্যু হবে—আর তাঁকে দেখ্‌তে পাব না—এই কথা বলিয়া সরলা মূর্চ্ছিতার ন্যায় হইল।

সরলার এ দশা দেখিয়া গণেশসুন্দরী দুঃখে কাতরা হইলেন। মনে ভাবিলেন, হায়! হায়! পৃথিবীতে কত নারী এই রকম কষ্ট পাইতেছে। গণেশ সরলাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কুসুম পূর্ব্বে কর্ত্তার নিকট উঠিয়া গিয়াছিল। গিয়া কর্ত্তাকে সরলার মাথার সিঁদুরের কথা বলিয়াছিল। বিশ্বম্ভর একটু ভাবিয়া বলিল, মরাকে বাঁচিয়েছি এই আমার পুণ্যি, এখন বাড়ী থেকে যেতে বল। স্ত্রীলোকটির চরিত্র খারাপ—কার কুলে কালি দিয়েছে। কুসুম বলিল, তাই উচিত—নইলে তোমারই বদ্‌নাম হবে—গাঁ কেমন জান তো। কুসুম তারপর কর্ত্তার নিকট হইতে আসিয়া সরলার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—গণেশ কথা কহি-তেছেন। কুসুম ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সরলা সেই দিকে চাহিল। কুসুম গণেশকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, ওকে কোথাও যেতে বল—এ বাড়ীতে আর থেকে কাজ নেই—আর তুমি ওর

কাছে থেক না, ওর স্বভাব চরিত্র খারাপ। শুনিয়া গণেশের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। গণেশ কুসুমকে বলিলেন, আজকে আর ব'লে কাজ নেই—কাল যা হয় হবে। একটু সুস্থ হোক, গায়ের বেদনা মরুক, তারপর যা হয় হবে। কুসুম ইহাতে সম্মতা· হইয়া চলিয়া গেল। গণেশ সরলার কাছে আসিয়া বসিলেন—দুজনে সুখের দুঃখের কথা চলিতেছে, এমন সময়ে গণেশের শ্বাশুড়ী আসিয়া গণেশকে ডাকিল, সুতরাং গণেশ আর থাকিতে পারিল না—'আবার আস্‌ব এখন' বলিয়া চলিয়া গেল।

উনবিংশ তরঙ্গ

বিশ্বম্ভরের চারি পুত্রের মধ্যে শেষ তিনজন কলিকাতায় থাকে—বড়টী দেশেই থাকে। চরিত্র অতিশয় খারাপ। গ্রামে ও চতুষ্পার্শ্বে তাহার দুশ্চরিত্রের কথা প্রসিদ্ধ। উহার নাম গোকুল। সরলাকে দেখিয়া অবধি উহার প্রতি গোকুলের লোভ জন্মিয়াছে। যখন শুনিল সরলা সিঁদুর মাথায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তখন গোকুলের হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল—কালসর্প হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। গোকুল ভাবিল, বাবা তাড়াতে ব'লেছেন কিন্তু তাড়ান হবে না, আমি উহাকে উপপত্নী করিয়া রাখিব। বাজারে একটী ঘর প্রস্তুত করিয়া দিব। গোকুল অন্যান্য উপপত্নীদিগকে ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বদা সরলার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল—এমন সুন্দর রূপ তো কখন দেখি নাই—সত্যই যেন অপ্সরা! কে যেন তুলি দিয়া চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। গোকুল উন্মাদ—ঘোর উন্মাদ। সে কেবল মনে মনে বলিতে লাগিল—কি অপরূপ রূপ। একবার প্রাণ ভরিয়া ঐ রূপরাশি

অনিমেষ নয়নে দেখিব—একবার ঐ সুন্দর মুখের দুইটী মধুময় বাণী শুনিব—মাত্র একবার ঐ রূপের উপাসনা করিব।

পাপিষ্ঠ গোকুল আজ রাত্রে কি সর্ব্বনাশই বাধায়! মৎস্যের প্রতি বিড়ালের যেরূপ লোভ গোকুলেরও সেইরূপ ঘটিল। গোকুল ভাবিতেছে একবার রাত্রি আসিলে হয়। কাল রাত্রি আসিল।

সরলাকে আর কেহ যত্ন করে না—গণেশ সন্ধ্যাকালে একবার আসিয়া কিছু জলখাবার দিয়া দুই একটী কথা কহিয়া চলিয়া গেলেন। সরলা জলখাবার স্পর্শও করিল না। একমনে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিল। সরলা যে ঘরে অবস্থিতি করিতেছে, সে ঘরটী ঠিক বাড়ীর খিড়কির দিকে। খিড়কির দিকের বারণ্ডার সহিত ঘরটী সংলগ্ন। সে ঘরে কেহ থাকিত না। অনেক দিন হইতে প্রবাদ সে ঘরে ভূত থাকে। সে ঘরে দ্বার রোধ করিবার উপায় নাই—কারণ সব দ্বার ভগ্নপ্রায়। সরলা সেই গৃহে একখানি মোটা মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল। নিদ্রায় সরলার বাহ্যজ্ঞান নাই। রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়াছে এমন সময়ে ঝড় বৃষ্টি আসিল। ঘরের ভিতর জলের ঝাপটা যাইতেছিল, সুতরাং সরলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সরলা উঠিয়া ঘরের কোণে গিয়া বসিয়া রহিল। বায়ুর প্রবল বেগে ঘরের একটী জানালার কপাট ঝনাৎ ঝনাৎ করি-

তেছে। এমন সময় ঘরের ভিতর একটী মনুষ্য ছায়া দেখিতে পাওয়া গেল। সরলা দেখিয়া প্রথমে ভাবিল, এ ঘরে ভূত থাকে শুনিয়াছি—এ ছায়া কিসের? এই ভাবিয়া সরলা কাঁপিতে লাগিল। ছায়াটী ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে সরলার দিকে যাইতে লাগিল—সরলা এক দৃষ্টে দেখিতেছে। পরে দেখিল, সেই বিকট ছায়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সরলাকে ধরিতে উদ্যত। তখন সরলা বুঝিল এ ভূত নয়—কোন দুশ্চরিত্র লোক। গণেশ পূর্ব্বেই সরলাকে গোকুলের দুশ্চরিত্রের কথা বলিয়াছিলেন। সরলা তাই বুঝিতে পারিল—নহিলে ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত।

সরলা ঐ দুশ্চরিত্রকে নিকটে দেখিয়া বলিল, কেও?

গো—তোমার গোলাম। আমায় কৃপা কর—সুন্দরি! আমি তোমায় রাজ-রাণী করিয়া রাখিব—একবার আমায় তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দাও।

স—আপনি আমার পিতা—আমি আপনার কন্যা।

গোকুল অগ্রসর হইয়া সরলার পদ-প্রান্তে বসিয়া বলিল—আমি তোমায় দেবীর ন্যায় পূজা করিব—চিরদিন ভালবাসিব—তুমি আমার হও।

স—দুশ্চরিত্র! সাবধান! আমায় স্পর্শ করিও না।

গো—কেন প্রিয়ে! এখানে কষ্ট পাও কেন—আমার বিছানায় এস। আমার স্ত্রীর অপেক্ষা তোমায় আদর করিব।

স—আমি তোমার মা—তুমি আমার ছেলে—স'রে যাও—স'রে যাও—

গোকুল এতদূর প্রবৃত্তির দাস হইয়াছে যে, আর কথা কহিতে পারিল না—পাগলের ন্যায় সরলাকে আলিঙ্গন করিতে যাইল। সরলা চীৎকার করিয়া বলিল—ভগবান! ভগবান! শুনিয়াছি তুমি সর্ব্বত্র—আমায় এ মহাবিপদে বাঁচাও প্রভু—কে কোথায় আছ শীঘ্র এস—রক্ষা কর—সতীর সতীত্ব রক্ষা কর—অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় কর।

সহসা সরলার দেহে কি এক মহান্ শক্তি আসিয়া আবির্ভূত হইল—সে তখনই সবলে গোকুলের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া বাহিরে বারাণ্ডায় দৌড়িয়া আসিল—দেখিল নিম্নে পুষ্করিণী। অমনি "জয় ব্রহ্ম—জয় ব্রহ্ম" বলিয়া বারণ্ডা হইতে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিল। ঝপাং করিয়া শব্দ হইল—পাপিষ্ঠ আর সরলা-সতীকে দেখিতে পাইল না—তখন আর কোন গোলমাল না করিয়া আস্তে আস্তে আপনার শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল। ভাবিল কাল লাস জলে ভাসিলে সকলে বুঝিবে, আপনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

রাত্রি পোহাইল—কিন্তু বিশ্বম্ভরের বাটীর কেহ সরলাকে দেখিতে পাইল না। সকলে ভাবিল দুশ্চরিত্রা সরলা রাত্রে কোথায় পলাইয়াছে। গণেশ শুনিলেন সরলা কোথায় গিয়াছে।

শুনিয়া গণেশের মন ব্যথিত হইল—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ভগবান দুঃখিনীর অদৃষ্টে কি এত দুঃখও লিখেছিলে? ঈশ্বর তোমার এ বিশাল রাজ্যে কি সতী-সাধ্বীর একটু দাঁড়াবার স্থান নাই—অবলার প্রাণে কি সান্ত্বনা দিবার একটী প্রাণীও নাই। দয়াময়! অভাগিনীর প্রতি একটু দয়া কর—হতভাগিনীর মুখ পানে একবার চাও—ব'লে দাও কোথা গেলে সতী তার স্বামীর সন্ধান পাবে—স্বামীর সঙ্গে মিলন হবে। সে মিলনে যেন আর কখনও বিচ্ছেদ না হয়—সে মিলনে যেন সদা শান্তি বিরাজ করে—সে মিলন যেন মধুর পবিত্র স্বর্গীয় হয়। গণেশ আর থাকিতে পারিলেন না একবার নির্জ্জনে যাইয়া সরলার অবস্থার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গণেশ স্বামীর নিকট সরলার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন সুতরাং গণেশের স্বামীও সরলার জন্য ভাবিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ তরঙ্গ

হতভাগিনী সরলা পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। মরিতে ভয় নাই—বাঁচিতেও ইচ্ছা আছে। সরলা কি জলে ডুবিয়া মরিবে? জলেব ভিতরে ডুবিয়া সরলা স্বামীর মুর্ত্তিখানি যেন চিত্রিত দেখিয়া ভাবিল 'জলে ডুবিয়া মরিব না—সাঁতার দিয়া উঠি —প্রাণনাথকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাব ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কুন্দর মত মরিতে সাধ—অতএব জলে মরিব না—সাঁতার দিয়া উঠি। নাকে মুখে জল প্রবেশ করিয়াছে—সরলা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে কিন্তু সে যন্ত্রণায় ভ্রুক্ষেপও করিতেছে না। পাপিষ্ঠ গোকুল যদি আবার আসিয়া ধবে, এই ভাবনা আসিতে লাগিল, আর সরলা প্রাণের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সাঁতার দিবার উদ্যোগ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরে হৃদয়ের ভিতর যেন কে বলিল, 'ভয় নাই উঠ—আমি তোমার স্বামীকে দেখাইব।'

মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে—সেই অবস্থার পর—সেই জলের ভিতরে—সেই দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে—হৃদয় প্রাণ আলোকিত করিয়া

মন-মধ্যে এই ভাব উঠিবামাত্র সরলা সাহসের বজ্র হৃদয়ে বাঁধিয়া সাঁতার দিতে লাগিল। সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল। আর্দ্র বস্ত্রে—আর্দ্র কেশে—কাঁপিতে কাঁপিতে পুষ্করিণী ত্যাগ করিয়া গ্রামের মাঠে গিয়া পড়িল। মাঠের মধ্যে একটী উপবন ছিল, সে সেই উপবনের নিকটে আর্দ্র বস্ত্রে বসিয়া রহিল। বসিয়াছে—কিন্তু জ্ঞান নাই কোথায়। সরলার আত্মা, বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া ভিতরের দিকে কি দেখিতে লাগিল। এই সংসারের তর্জ্জন গর্জ্জনের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণার ভিতরে কি এক সুখের প্রস্রবণ লুকান আছে—সরলার আত্মা তাহারই অন্বেষণ করিতে লাগিল। কাহাকে দেখিবার জন্য—কাহাকে দেখিয়া জীবনের সমুদয় জ্বালা ভুলিবার জন্য—সরলাসুন্দরী পাগলিনীর মত আকাশের এক দিকে চক্ষু দুটীকে বাঁধিয়া অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিল? বাহিরের চক্ষু অসাড়—কিন্তু ভিতরের যোগ-চক্ষু তেজীয়ান—প্রস্ফুটিত। সরলা কাতর স্বরে ভিতরের দিকে প্রেমের মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভগবান্! দেখা দাও—দেখা কি দেবে না? পৃথিবীতে এ অবস্থায় আমায় কে রক্ষা করিবে? দয়াময় আজ দয়া প্রকাশ কর। চারিদিক আঁধার দেখিতেছি। মা আনন্দময়ি! পাপীয়সীকে একবার দেখা দে মা! আয় মা আয়! আয়! আয়! আয়! মাগো! এই যে—এই যে পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি! জয়
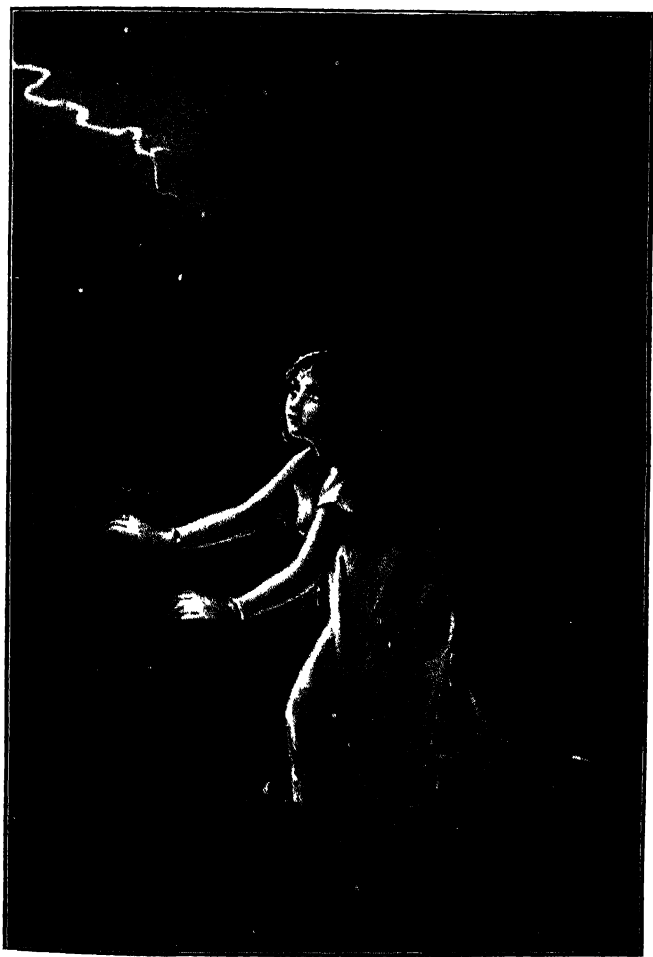
সবলা সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল

পৃঃ—১২৪

ব্রহ্ম! জয় ব্রহ্ম! জয় ব্রহ্ম! ওঁ ওঁ ওঁ! হরি হরি হরি হরি! বলিতে বলিতে সরলা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভূমে পড়িয়া গেল। আজ ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে—ঈশ্বর হৃদয় আলো করিয়া সরলাকে দেখা দিয়াছেন। সরলার আর বাহ্য জ্ঞান নাই। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে—ছনয়ন বহিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। সরলার নারী-জীবন সার্থক হইল—এত দিনের পর সতীত্বের পুরস্কার লাভ হইল। হৃদয় বলীয়ান্ হইল—বিশ্বাস পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইল—সুখ দুঃখ সব সমান হইয়া গেল। পাঠিকা! সরলার মত সতী হও—ঈশ্বর দর্শন দিবেন—নারীজন্ম সার্থক হইবে।

গণেশ সরলাকে দেখিতে না পাইয়া বড় চিন্তিতা ও দুঃখিতা ছিলেন। বাড়ীর দাসীকে চুপি চুপি বলিলেন, ওদের বাড়ীতে যে মেয়েটী এসেছিল সে কোথায় গেল ব'ল্‌তে পারিস্? দাসী কিছু পূর্ব্বে বনের ধারে দেখিয়াছিল—কে এক-জন বসিয়া রহিয়াছে—সরলার কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে বলিল, বোধ হয় যেন দেখিছি গো। গণেশ একটু চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় বল্ দেখি—যা দেখি চুপি চুপি—দেখিস্ ঠাকুরুণ যেন না জান্‌তে পারেন। দাসী সেই বনের দিকে গিয়া দেখিল—সরলা চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিতেছে। দাসী প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সরলা

চক্ষু খুলিল। দাসী জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় কি সাপে কামড়েছিল? সরলা বলিল, হাঁ আমাকেই কামড়েছিল। তুমি এখানে কেন? দাসী বলিল, তুমি এখন আর কোথাও যেও না। আমি ফিরে এলে যাবে। সরলা বলিল, কেন? তুমি কোথায় যাবে! দাসী আর কিছু উত্তর না করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

দাসী ফিরিয়া আসিয়া গণেশকে বলিল হাঁ—সে মেয়েটী এখনও সেখানে আছে। গণেশ বলিলেন, তুই তাকে এই পত্রখানি দিবি, যদি তোর সঙ্গে আস্‌তে চায় আমাদের ওই মাঠের ধারের বাগানে নিয়ে আস্‌বি। এ কথা আর কাকেও বলিস্ নে। গণেশের পত্রখানি লইয়া দাসী সরলাকে প্রদান করিল। সরলা পত্র পড়িল—

দিদি!

আমি মেয়ে মানুষ—পরাধীনা—ক্ষমতা নাই। একবার যদি দয়া করিয়া আমাদের বাগানে এস তো ভাল হয়। ভগবান্ সে ক্ষমতা দেন নাই—নহিলে আমার কাছে রাখিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। আর কি বলিব—কি লিখিব—তুই চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

তোমায়

ভগিনী—গণেশ

সরলা সে পত্র পড়িয়া আর থাকিতে পারিল না—দাসীর সঙ্গে সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাসী আসিয়া গণেশকে সংবাদ দিল।

বাগানের সুন্দর শোভা দেখিয়া সরলার বাল্যস্মৃতি মনে পড়িল—সরলা ভাবিতে লাগিল যখন পাঁচ বৎসরেব তখন এক প্রকার অবস্থা ছিল। কাঠের পুতুল কাল্পনিক সন্তান ছিল—সেই সন্তানকে লালন পালন করিতাম। সেই সন্তানকে আদব করিয়া—সেই সন্তানের সহিত কথা কহিয়া—অতুল আনন্দ উপভোগ করিতাম। পুতুলে পুতুলে বিবাহ দিতাম। আপন ভগিনীকে—আপন মাসী পিসীকে বেয়ান করিতাম। ধূলার মিছা ভাতে মিছা ক্ষুধা নিবারণ করিতাম। পাঁচ জন সহচরীকে পাঁচ হাজার ভাবিয়া মহা যজ্ঞের ধুম লাগাইতাম। মায়ের স্তন্য পান করিয়া বড় আনন্দ হইত। বিবাহের বর কন্যা দেখিয়া প্রাণে সুখের তরঙ্গ উঠিত। নিমন্ত্রণে অনেকের সঙ্গে আহার করিয়া হৃদয় প্রফুল্ল হইত। সে এক সুখের সময়! কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সখীদিগের গলা ধরিয়া—হাতে হাত রাখিয়া—এ পাড়া হইতে ও পাড়া—এ বাটী হইতে ও বাটী—এ বাগান হইতে ও বাগান—এই প্রকারে কত স্থানে ইচ্ছামত যাতায়াত করিতাম। যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহাই করিতাম—তখন দিগ্‌বিজয়িনী ছিলাম। মনের সকল সাধ

মিটাইতাম—সাধ করিয়া ছেলে মারিতাম—আবার সাধ করিয়া ছেলের মৃত্যুশোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত সুখলাভ করিতাম। তখন সুখের ফুল চারিদিকে ফুটিতে থাকিত—দুই হাতে ফুল তুলিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন সাজাইতাম। ফুল অঙ্কুরস্ত—অসংখ্য ফুলের ভরে ঢলিয়া পড়িতাম। আমাব অধরের হাসির কিরণে পিতামাতার সুখোদ্যানে কত ফুল ফুঠিয়া উঠিত। বাল্যকালের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সরলার সুখেরউৎস উথলিয়া উঠিতেছে—এত জ্বালা যন্ত্রণার পর সরলার এত সুখ কখন ঘটে নাই। সরলা দুরবস্থা ভুলিয়াছে—কেন না সরলা ঈশ্বব দর্শন পাইয়াছে। সরলা এইরূপ ভাবিতেছে—এমন সময়ে হঠাৎ প্রিয়সখী গণেশসুন্দরী আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন—সবলা কিছুই জানিতে পারিল না। গণেশ অঞ্চল দিয়া সরলার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। সরলা বলিল, কেও গণেশ দিদি!

হাঁ আমি সেই পোড়ার মুখী—অস্পষ্টস্বরে গণেশ এই কথা বলিলেন। সরলা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিল, গণেশ তুমি আমায় আর ভাল বেস না—আমায় বিদায় দাও—আমার যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাই।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে?

সরলা—আমার পিতার রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত—এখানে

যাব সেখানেই পিতা আছেন—তবে আর ভয় কিসের? লোকালয়ে থাকতে আর আমার ইচ্ছা হয় না। বিজন বনে গিয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে ইচ্ছা হয়—এখন আর কিছু ভাল লাগে না।

গণেশ—কি ভাল লাগে?

সরলা—ভাল লাগে তাঁকে।

গণেশ—বুঝতে পারলাম না।

সরলা—ভগবানকে—বলিতে বলিতে সরলার দুই চক্ষু প্রেমাশ্রু-পূর্ণ হইয়া উঠিল।

গণেশ—তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

সরলা—স্বামীকে ছেড়ে আমার সঙ্গে যাবে?

গণেশ—স্বামীকে নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব।

সরলা—তোমার স্বামী যাবেন কেন?

গণেশ—তিনি তোমার সকল কথা আমার নিকটেই শুনেছেন। এ গ্রামের অনেকে তোমার বিপক্ষ—কিন্তু তিনি তোমার মিত্র। তিনি বার বার বলেন—ঐ স্ত্রীলোকটী বাস্তবিক সতী।

সরলা—তোমার স্বামী আমায় ভালবাসতে পারেন—কিন্তু আমার সঙ্গে ঘর বাড়ী ছেড়ে কখন যেতে পারেন না।

যা'হোক—তুমি এখানে আর থেকো না—কাপড় কেচে শীগ্‌গীর ঘরে যাও। ঐ দেখ আর দু'টী স্ত্রীলোক আস্‌ছে—যাও আর দেরী ক'রো না।

অপর দুইটী স্ত্রীলোক কাপড় কাচিবার জন্য বাগানে প্রবেশ করিবামাত্র গণেশ তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। দুজনের মধ্যে একজন নাপিত-বউ—আর একজন গয়লা-বউ। নাপিত-বউ সরলার নিকট গণেশকে দাঁড়াইতে দেখিয়া—কাঁক হইতে কলসী নামাইয়া—উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া হাত নাড়া দিয়া বলিল, হো হো হো! রোস রোস সব কথা ব'লে দোব! ও ছুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কি হয় তোমার? ছুঁড়ি তো খান্‌কী—বদমাইস—মাথায় সিঁদুর থাকৃতে বেরিয়ে এসেছে। গণেশ! তোমার শাশুড়ীকে সব ব'লে দোব।

গণেশ একটু রুষ্টভাবে বলিল, দেখ ভদ্রলোকের মেয়েকে ছোটলোক হ'য়ে অমন গালাগালি দেওয়া ভাল নয়।

নাপিত-বউ একটু কৃত্রিম স্বরে বলিল, ভদ্রলোকের মেয়ে তো কেমন! সাত গণ্ডা উপপতি আছে।

সরলা ছোটলোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, গণেশ দিদি! আর যদি কথা কবি আমার মাথার দিব্যি। ওঁরা যা বুঝেছেন তাই ব'লছেন—ওঁদের সঙ্গে আর ঝগড়া ক'রো না।

এমন সময়ে গণেশের শাশুড়ী বাগানে আসিলেন। আসিয়া

উহাদের গণ্ডগোল শুনিয়া বলিলেন—কি গো—কি হ'য়েছে? গোলমাল কেন?

নাপিত-বউ তাড়াতাড়ি বলিল, দেখ না কে ওখানে ব'সে।

গণেশের শ্বাশুড়ী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সরলার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, তাইতো লো! সেই বেহায়ী—মুখে আগুণ আর কি—পুকুরের জলে ডুবে ম'র্‌বে বুঝি লো। গণেশ এই সকল রূঢ় কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গণেশের ক্রন্দন দেখিয়া নাপিত বউ বলিল, ওগো হেথা চেয়ে দেখ—তোমার বউএর কান্না দেখ।

গণেশের শ্বাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কেন? ওর কান্না কেন?

গয়লা-বউ বলিল, বড় ভাব দুজনে—তাই অত কান্না হ'চ্ছে। কায়েত বামুনের বউ ঝি—যা করে তাই শোভা পায়—ওমা! খান্‌কীর সঙ্গে কিন্তু কথা কইতে আমাদের লজ্জা হয়।

এই কথা শুনিয়া গণেশের শ্বাশুড়ী রাগান্বিতা হইলেন—রাগে উন্মত্তা হইয়া বধূর গাল টিপিয়া ধরিলেন ও সরলাকে এক পদাঘাত করিলেন। সরলা পদাঘাত খাইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গিয়া বলিল, আপনারা অনুগ্রহ ক'রে যদি আমাকে একখানা মোটা কাপড় দেন তা হ'লে এ স্থান পরিত্যাগ করি। দেখুন আমার কাপড়খানি জীর্ণ ও

ছিন্নপ্রায় হ'য়েছে।' গণেশের শ্বাশুড়ী বলিলেন, আচ্ছা এখনি তোকে একখানা মোটা কাপড় দিচ্ছি—রাক্ষসি! এ স্থান ত্যাগ কর—তুই এখানে থাক্‌লে দেশের ছেলে মেয়ে সব খারাপ হবে। গণেশের শ্বাশুড়ী কাপড় কাচিয়া যে কাপড় খানি পরিধান করিবার জন্য আনিয়াছিলেন—সেই কাপড়খানি সরলাকে দান করিলেন। বাগানের পুকুরে সকলে কাপড় কাচিয়া চলিয়া গেল কিন্তু গণেশ কাপড় কাচিতে একটু বিলম্ব করিতে লাগিল—ইচ্ছা একবার সরলাকে শেষ দেখা দেখিয়া যায়। কাপড় কাচা শেষ হইলে গণেশ সরলার নিকটে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গণেশের সে কান্না দেখিয়া সরলাও কাঁদিয়া ফেলিল। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দিদি আর কেঁদ না—ভগবান্ আমার সহায়—ভয় নাই। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমি আর এখানে থাক্‌ব না। যদি বেঁচে থাকি তবে আবার দু'জনে দেখা হবে—নতুবা এই পর্য্যন্ত। গণেশ এই কথা শুনিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—সরলার হাত ধরিয়া বলিলেন দিদি! তুমি কোথায় যাবে—আমায় ফেলে তুমি কোথায় যাবে? গণেশের এই দশা দেখিয়া সরলার বুক ফাটিতে লাগিল। কি করিবে অগত্যা গণেশকে নানা মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিয়া অবশেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একবিংশ তরঙ্গ

গণেশকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে লক্ষ শূন্য ভাবে চলিতে চলিতে সরলা কিছুদূর গিয়া দেখিল, সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠ আষাঢ়ের জলে পূর্ণ হইয়াছে। অপরাহ্নে কৃষকেরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে চাষ দিতেছে। সরলা আপনার দুরবস্থার বিষয় কিছু না ভাবিয়া, মাঠের কৃষকদের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ভাবিল, কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ আপনার সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য স্বয়ং হল-চালনা করিতেছেন। কৃষকের হলযন্ত্র অতি পবিত্র—কৃষকগণ জগতের মহা-হিতৈষী। তাহারা যদি এইরূপে কাজ না করিত—তাহা হইলে আমরা না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতাম। এইরূপে কৃষকদিগকে মনে মনে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিল, মাঠ পার হইয়া অবশ্য কোন গ্রাম পাইব। আবার ভাবিল, গ্রাম পাই আর না পাই, যেখানেই যাই—মা জগজ্জননী তো আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

যদি একান্তই কোন পার্থিব বিপদে পড়ি, মাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া—মায়ের প্রেমমুখ দেখিয়া—মায়ের শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া—সকল বাহ্যিক জ্বালা ভুলিতে পারিব। সরলা আবার ভাবিল, বিপদে না পড়িলে মানুষের শিক্ষা হয় না—দয়াময়ের দয়ার পরীক্ষা হয় না।

মাঠের চারিদিক জলে থৈ থৈ করিতেছে—কৃষকদের গান হইতেছে—মধ্যে মধ্যে ভেক সকল অন্যান্য কীট পতঙ্গের সহিত সুর মিলাইয়া গান গাহিতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ ভাবে সেই গান শুনিতেছে। আকাশে দুই একখানি মেঘ পাল তোলা নৌকার মত আস্তে আস্তে মৃদু পবন-হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া সেই প্রেমময় শান্তিমাখা গান শুনিতে শুনিতে গমন করিতেছে। সরলাসুন্দরী এমন বিপদে কিছু মাত্র উদ্বেলিতা না হইয়া প্রকৃতির ভাবের সহিত—অনন্ত পবিত্রতার সহিত আপন হৃদয়ের গভীর ভাব ও পবিত্রতা মিলিত করিয়া ভগবানের প্রেমে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিমজ্জিত করিয়া গাহিতে লাগিল—

মরমে লুকায়ে রবে, এ হৃদয় শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো।
চরণ স্মরণ তরে, এত ব্যাকুলতা ভরে,
কেন ধাই যদি নাহি দিলে গো।

পাপী তাপী জন সবে,   তোমারে কেন ডাকিবে,
যদি মন ব্যথা তুমি না শুনিবে গো।
যদি পাতকী না পায় গতি,   কেন ত্রিভুবন পতি,
পতিত পাবন নাম নিলে গো।

সরলা! তুমি গান গাহিতে গাহিতে, প্রান্তরস্থ কৃষকদের অন্যমনস্ক করিয়া, প্রেম-বারি বিতরণ করিতে করিতে এই বিস্তীর্ণ মাঠ অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইতেছ? সম্মুখে যে তামসী বিভাবরী! রাত্রে কোথায় ঘুমাইবে? পার্থিব সুখে আর মন মজিতে চায় না? সরলা! তুমি হৃদয়ে কি এমন অমূল্য রত্ন পাইয়াছ যে, তাহার লোভে সংসারকে ভ্রকুটী দেখাইতেছ। অমন সোণার দেহ যে মাটি হইল। সে কবরী তোমার কোথায়? কুন্তল যে ধূলায় ধূসরিত। যে দেহে আগে কত আতর চন্দন লেপন করিতে, সে দেহের দিকে একবার চাহিয়া দেখ—তোমার সে পার্থিব শ্রীছাঁদ যে আর নাই। কিন্তু নাই থাকুক। ঈশ্বর প্রেমের জ্যোতিতে পবিত্রতার উজ্জল কিরণে তোমাকে যেরূপ স্বর্গীয় বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে—যেরূপ সাজাইয়াছে—পৃথিবীর সমস্ত হিরকের খনি—সমুদায় মুক্তার আকর রাজকন্যাকে সেরূপ সাজাইতে পারে না। তুমি ধন্যা—তোমার নারীজন্ম সার্থক!

সরলা গান গাহিতে গাহিতে—পবিত্রতা-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে—মানস নয়নে চারিদিকে ঈশ্বরের পবিত্র হস্ত দেখিতে দেখিতে একবারে কত দূর গিয়া পড়িল। সরলা অন্য মনে কত দূর আসিয়াছে তাহা সে জানে না। হঠাৎ যে রজনী আসিয়া অন্ধকারে তাহাকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার সম্মুখের পথ বন্ধ করিয়াছে তাহা সরলা জানিতে পারে নাই। যাইতে যাইতে সরলা থমকিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল—দেখিল চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার—মনুষ্যের শব্দ কোথাও নাই—কেবল মধ্যে মধ্যে শৃগালের রব শ্রবণগোচর হইতেছে—ভেক ও ঝিল্লির রব চারিদিক কম্পিত করিতেছে।

সরলা অনেকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল এমন সময়ে সমস্ত আকাশে তড়িততরঙ্গ রঙ্গ করিয়া খেলিতে লাগিল। তাড়িতালোকের সাহায্যে সরলা দেখিল নিকটে শ্মশান—নিম্নে একটী ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে। নদীতীরে যাইয়া দেখিল একখানি পাল্কি আসিতেছে। সরলা নদীতীরে কাদার উপর উপবেশন করিয়া ভাবিল, বাহ্যজগৎ আমায় সুখী করিবে না—তবে আমি ধ্যানবলে অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করি—এই ভাবিয়া সরলাসুন্দরী ঈশ্বরধ্যানসুখে নিমগ্না হইল। সে অন্ধকার—সে শ্মশান—সে বাহ্যজগতের কঠোর ভাব সমুদয় পলায়ন করিল। রমণী-হৃদয় সে পরিমিত পৃথিবীর নিকট হইতে—

ইন্দ্রিয়গণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই শ্মশানের ধারে বসিয়া এক অনন্ত আধ্যাত্মিক প্রেমশান্তিময় সুখ রাজ্যে প্রবেশ করিল। এ সময় যদি কেহ লৌহ গলাইয়া সরলার গাত্রে ঢালিয়া দেয়—যদি আগুণের রাশি আনিয়া গাত্রে প্রদান করে তো আত্মা অনন্ত সুখে জনমের মত দৃঢ় হয়—চিরকালের মত ইহলোক পরিত্যাগ করে।

দেখিতে দেখিতে পান্সিখানি তীরে আসিয়া নঙ্গর করিল। মাঝিরা নদী হইতে সেই নির্জ্জন স্থানে সেই ধ্যান-নিমগ্না রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। সে বিস্তীর্ণ মাঠে পিশাচ পিশাচীরাই নৃত্য করে—ভয় দেখায়—মনুষ্যের সমাগম আদৌ হয় না। বিশেষতঃ বর্ষাকালে অন্ধকারে তেমন স্থানে সেই সুন্দরীকে দেখিয়া ভাবিল—বোধ হয় ভগবতী বা শ্মশান-কালী এখানে আসিয়াছেন। এই ভাবিয়া তাহারা সকলে যোড়হাতে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অনেকক্ষণ সেই রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রমণীর ধ্যান-ভঙ্গ হইল। রমণী চাহিয়া দেখিল—নিকটে তরণী ও তদুপরি দাঁড়ি মাঝি চারি জন। সরলা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথা যাবে বাছা? মধুমাখা কথা শুনিয়া সকলে বিমোহিত হইয়া বলিল, মা! তুমি কে? তোমার পরিচয় না পেলে আমরা

কিছু ব'লব না। সরলা বলিল, যখন তোমরা আমায় মা ব'ললে, তখন আমি কে আবার জিজ্ঞাসা ক'রছ কেন? তোমরা আমার পুত্র—আমি তোমাদের জননী। তোমরা এরাত্রে কোথা যাবে।

তাহারা বলিল, আমরা অনেক দূর যাব। মা! তুমি একাকী কোথায় যাবে?

সরলা বলিল আমি এখন সন্ন্যাসিনী—যখন যেখানে যাই সেখানেই আমার ঘর।

নৌকায় চারি জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল। সে ভক্তি-ভরে গদ গদ হইয়া নৌকা হইতে নামিয়া করযোড়ে বলিল, মা! আমাদের বোধ হয় তুমি মানুষ নও—দেবী। যখন দয়া ক'রে অধমদের দেখা দিয়েছ তখন আমাদের নৌকায় এস।

সরলা হাসিয়া বলিল বাছা! ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি মানুষ—অতি দুঃখিনী—আমার সন্তান নাই। তোমরাই আমার সন্তান। বৃদ্ধ বলিল, মা গো! তোকে দেখে অবধি আমার পাষাণ হৃদয় গ'লে গেল। আমরা কে সে পরিচয় দিতে পারব না। বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধের কান্না দেখিয়া অপর তিন জন আপনাদের জীবনের ভীষণ অবস্থার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঈশ্বর! আমরা নরাধম। আমরা নরহত্যা ক'রে দয়া মায়াকে পরিত্যাগ

ক'রেছি—কিন্তু আজ আমাদের পাষাণ মন গ'লে গেল কেন? এই বলিয়া সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অন্ধকারস্থিতা রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে আকাশ পরিষ্কৃত হইল। চন্দ্র আলোক দানে সে প্রান্তরকে সুধাসিক্ত করিল।

মাঝিরা জ্যোৎস্নালোকে রমণীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। বৃদ্ধ দেখিল—সরলার কাপড় জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন সে বলিল, মা! ভিজে কাপড়ে কেন? আর ফাঁকেই বা কেন? এস মা! আমাদের নায়ে এস—একখানা কাপড় দিই পর।

সরলা নৌকার ভিতর যাইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলে সকলে একে একে সতীকে প্রণাম করিতে লাগিল। পরে সতী নৌকার বাহিরে আসিয়া বসিল। চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—নদীর জলে চন্দ্রকিরণ খেলা করিতেছে—যেন জলের লাবণ্য ফুটিয়াছে। সরলা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, বাছা! তোমরা পরিচয় দিবার সময় কাঁদলে কেন? বৃদ্ধ বলিল, জানি না মা তুই কে? কিন্তু তোর মুখের দিকে যখন চাইলাম অমনি যেন আমার ভেতর থেকে কে এক জন ব'লে দিলে দেখ্ দেখ্! ঐ দেখ্! আর পাপ ক'রবি?

সরলা বৃদ্ধের কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল

তোমরা কি কর্। তাহারা সকলে বলিল, আমরা খুন ক'রে থাকি মা! আর পরিচয় নিয়ে মনে কষ্ট দিও না। এই বলিয়া সকলে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। কত শিশু—কত রমণী—কত পুরুষ হত্যা করিয়াছি—এই সকল চিন্তা কাল-সাপিনীর ন্যায় হৃদয়ে দংশন করিয়া বিষে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। আজ ধর্ম্মের স্পর্শে পবিত্রতার আবির্ভাবে পাষাণ গলিয়া গেল—অনুতাপাগ্নির তেজে লৌহময় হৃদয় বিগলিত হইল। যে নয়ন মদিরা পানে সর্ব্বদা আরক্ত—ক্রোধে সর্ব্বদা রঞ্জিত তরল অশ্রু কণা কখন ধারণ করে নাই—আজি হঠাৎ সতীর সঙ্গগুণে সেই নয়ন পরিতাপাশ্রুতে মগ্ন হইতেছে—আজি হঠাৎ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে—হৃদয়াভ্যন্তরে সহস্র বৃশ্চিক একেবারে দংশন করিতেছে—পাপচিন্তাজনিত অশ্রুবিন্দু অগ্নির ন্যায় যেন চক্ষু বক্ষ পুড়াইতেছে—বিবেক পাপাত্মাদের অনেক দিনের পাপের শাস্তি একদিনে দিতেছে।

তাহাদের এই অনুতাপের অবস্থা দর্শনে সরলা বড় আনন্দিতা হইল। বলিল, ভগবান! আজ আমার সকল যন্ত্রণা মধুময়ী বোধ হইতেছে। আমাকে আরও যন্ত্রণায় ফেলিয়া পরীক্ষা কর। ভগবান! আজ আমার এই কয়টী সন্তানের উপায় কর। তাহারা আর পাপ ক'রবে না—রক্ষা কর। সরলার এই সকাতর প্রার্থনা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধটী অনুতাপের বেগ সংবরণ করিয়া যোড়

হাতে জিজ্ঞাসা করিল, মা ছেলেদের মাথা খাবি—বল্ তুই কে? আমার বোধ হয় তুই ভগবতী—মানুষের বেশে আমাদের উদ্ধার ক'রতে এসেছিস্। তুই কে মা! সত্যি ক'রে বল্। এই বলিয়া বৃদ্ধ সরলার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। সরলা বলিল, আমি মানুষ—ভদ্রলোকের মেয়ে—ভগবতী নহি—ও কথা ব'লতে নাই, পাপ হয়।

সরলা প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেও তাহারা তাহাকে দেবী বলিয়াই জ্ঞান করিল। সরলাকে তাহাদের নৌকায় দেবী-জ্ঞানে রক্ষা করিয়া আপনাদিগকে মহা ভাগ্যবান মনে করিল।

সৎ সংস্পর্শের মহিমা অপার। নিষ্কলঙ্কা ভক্তিমতি পতিপ্রাণা সরলার নিকট দস্যুদল তাহাদের পাপবৃত্তি ত্যাগ করিয়া শান্ত অনাবিল শিশুতে পরিণত হইল। তাহারা এখন আর দস্যুবৃত্তি করে না—তাহা মন্দ বলিয়া পাপ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে—স্পর্শ-মণির সংযোগে কাচ কাঞ্চন হইয়াছে—দেবী স্পর্শে আসিয়া দুষ্ট সাধু হইয়াছে—তাহারা ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াছে—প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছে—সরলাকে দেবী-জ্ঞানে তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে।

তাহারা দস্যু—নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। সর্ব্বদাই নৌকা-পথে থাকিত। এখন পরিবর্ত্তন হইলেও তাহারা কোন বাসস্থান ঠিক করিতে পারে নাই অথবা এখনও সে ইচ্ছা হয়

নাই। পূর্ব্বে যদিও কোন কোন সময় স্বদেশে আসিত এখন সরলাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা জন্মভূমির মায়া একেবারেই ছাড়িয়া দিল। নৌকা ভিন্ন বাসের আর কোন স্থান ছিল না। সরলাও তাহাদের এই পরিবর্ত্তনে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া তাহাদের ভক্তিতে বদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে মাতৃরূপে বাস করিতে লাগিল।

সরলা এই নৌকা-গৃহে বাস করিয়া নানা দেশ বেড়াইতে লাগিল। মন স্থির নাই—অহরহ স্বামীর জন্য চিন্তা—স্বামী-সকাশই তাহার আকাঙ্ক্ষা—স্বামীই তাহার ধ্যান। কখন কখন সময় মত তাহার এই পুত্রদের সহিত নানারূপ ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকে। এইরূপ একদিন ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা হইতেছে—নৌকাও ধীরে ধীরে নদীর ধার দিয়া চলিতেছে এমন সময়ে মাঠের মধ্যে 'বাপ্‌রে মলাম্' বলিয়া এক ভীষণ শব্দ হইল। এই শব্দ শুনিবামাত্র সরলা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি! কি!

আবার শব্দ হইল 'বাপ্‌রে! বাপ্‌রে মলাম্!" কে আছ রক্ষা কর।'

সরলা নৌকা হইতে বলিল, তোমরা ঐ বিপন্নকে রক্ষা কর।

সরলার আজ্ঞা পাইয়া সকলে 'কেও—কেও?' এই চীৎকার করিতে করিতে লাঠি লইয়া সেই ভীষণ শব্দের দিকে ছুটিল। যাহারা

পূর্ব্বে স্বহস্তে নরহত্যা করিত—আজ তাহারা ধর্ম্মমন্ত্র বলে নবজীবন লাভ করিয়া—বিপন্ন মনুষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। যে লাঠি আগে মানুষ মারিত—সে লাঠি আজ মানুষ রক্ষা করিতে উদ্যত। ধন্য ধর্ম্ম! ধন্য তোমার মহিমা! তোমার পরশে বিষবৃক্ষ **সুধাবৃক্ষে** পরিণত হয়।

তাহারা সরলার আদেশানুসারে নবজীবনের তেজে বিপন্নোদ্ধারের জন্য ধাবিত হইল। সরলা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সেই গোলযোগের দিকে এক মনে কাণ পাতিয়া আছে এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে হঠাৎ এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলার তাহা লক্ষ্য নাই। সন্ন্যাসী শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি স্বামীর জন্য গৃহত্যাগ ক'রেছ? সরলা চমকিত হইয়া দেখিল সম্মুখে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। সরলা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন, মা! তুমি পুনঃ স্বামী-সম্মিলনে চির সুখী হও। সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদে সরলার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—উৎফুল্ল নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, মা! আর ভয় নাই—আমার সঙ্গে এস স্বামীর সাক্ষাৎ পাইবে।

—সরলা স্বামীর জন্য উন্মাদিনী। পতিপ্রাণা হিন্দু-বালা যাঁর জন্য গৃহত্যাগিনী হইয়াছে—যাঁর জন্য কত শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা

কলঙ্ক-পসরা অকাতরে সহ্য করিয়াছে—যাঁর জন্য তুচ্ছ জীবন এখনও রক্ষা করিয়াছে—তাঁর দর্শন—সেই স্বামী দেবতার দর্শন পাইবে—আর কোন দ্বিরুক্তি করিল না। স্বামী-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে স্বামী সন্দর্শনে সেই শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসীর অনু-গমন করিল।

ওদিকে মাঝিরা দৌড়িয়া গিয়া দেখিল, তিন জন দস্যু একটী ভদ্রলোককে মারিয়াছে—দস্যুবা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র পলায়ন করিল। তাহারা আর অধিক দূর না গিয়া মায়ের জন্য কাতর হইয়া প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু নদীতীরে মাকে দেখিতে পাইল না। অনেক ডাকিয়া অনেক খুঁজিয়া নিরাশ হইল—ভাবিল ইনি মানবী নহেন—ভগবতী। আমাদের উদ্ধার করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। পরে সকলে মায়ের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকায় উঠিল। বৃদ্ধ নৌকায় উঠিয়া বলিল আমি ঠিক ঠাউরেছিলাম। হায়! হায়! যদি কিছু বর মাগ্‌তাম—বলিতে বলিতে কাঁদিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একটু স্থির হইলে বৃদ্ধ বলিল, আর দেশে যাব না—এখানেই কুঁড়ে বেঁধে থাকি আয়। মাকে প্রাণভ'রে ডাকলে আবার দেখা দেবেন। অন্যান্য মাঝিরা বলিল, দাদা! তুমি যা ব'লবে তাই ক'রব। আমাদের আর দেশে যাবার ইচ্ছা নাই—ইচ্ছা আর একবার মাকে দেখি।

এই বলিয়া সকলে আবার আপনাদের দুর্দ্দশার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে অনুতাপের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কথা কহিতে কহিতে রজনী অতিবাহিত করিল।

বৃদ্ধ বলিল, পাল্কি এখানে থাক্—তোমরাও থাক—আমি ঐ দূরের গ্রামে গিয়া কিছু দেখে আসি। এই বলিয়া বৃদ্ধ সেই গ্রামে জমিদারের নিকট গিয়া সেই নদীর ধারে ঘর বাঁধিবার জন্য কিছু জমির যোগাড় করিল। পরে ফিরিয়া সেই নদীতীরে —সেই পবিত্র শ্মশানের নিকটে দুইটী কুঁড়ে বাঁধিল। একটীতে তাহাদের সেই সতীমার প্রতিমা সংস্থাপিত করিল—অপরটীতে চার ভায়ে বাস করিতে লাগিল।

সরলার পবিত্রতার প্রভাবে তাহাদের জীবনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহারা সেই স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। জমি-জমা লইয়া কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিল। এখন তাহারা সুশীল, শান্ত-স্বভাব হইয়া কৃষিজাত দ্রব্যে উদর পূরণ করিয়া সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ

সুরেন্দ্র এখন কোথায়? সোণার প্রতিমা—সতীত্বের জলন্ত ছবি সরলাসুন্দরীকে সংসারের ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জনের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সুরেন্দ্র কোথায় রহিয়াছে? সুরেন্দ্র বিনোদকে হরিদ্বার হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছিল—এখানে আর অধিক দিন থাকিব না—সেই পত্রই তাহার শেষ পত্র—বিনোদকে আর কোন পত্র লেখে নাই। সুরেন্দ্র যে ভাব লইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিল সে ভাব কালক্রমে লীন হইল—কাশীতে আসিয়া একজন তান্ত্রিকের শিষ্য হইল। তিনি তন্ত্রমতে সাধনায় সিদ্ধ এই কথা সকলে বলিতে লাগিল। সুরেন্দ্রও দেখিল, তাঁহার চোখে মুখে স্বরে এক মহাশক্তি যেন লীলা করিতেছে। তিনি মানুষের মনের ভাব অনুভব করেন—ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন—কালীনাম উচ্চারণ করিবার সময় যেন সে স্থান ঐশী শক্তিতে কম্পিত হয়। সুরেন্দ্র তাঁহার সহিত কয়েকদিন মিশিয়া তাঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল।

দীক্ষা গ্রহণের কিছু দিন পরে গুরু শিষ্যকে বলিলেন—বৎস! তোমাকে কুসামতীর অদূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অঞ্চলে আশ্রম নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শিবের আদর্শে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সাধনা করিতে হইবে। তোমার স্ত্রী ঐ আশ্রমেই উপস্থিত হইবেন। তিনি যত দিন না আসেন ততদিন তোমার ঐ আশ্রমে কালী সাধনা করিতে হইবে। সেখানে তোমার অনেকগুলি শিষ্য জুটিবে। তোমার স্ত্রী আসিলে শিষ্যগণকে কালী-সাধনায় নিযুক্ত করিয়া তোমার স্ত্রীর সহিত গৃহে ফিরিবে।

যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম—যিনি সাকার তিনিই নিরাকার—এ জ্ঞান তোমার স্ত্রীর ফুটিলে—দুজনের হৃদয় এক সুরে বাজিলে তোমাদের পরিত্রাণ হইবে। সেই পার্ব্বতীয় দেশে একটী প্রকাণ্ড গুহা আছে। তাহাতে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে। শিষ্য গুরুর নিকট এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া বিদায় লইল এবং সেই পার্ব্বতীয় অঞ্চলে উপস্থিত হইল। পর্ব্বতের শোভায় প্রাণে আনন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল। পাহাড়ে বড় বড় গাছ লতা-মণ্ডপ উৎস-ধারা নানা প্রকার পাখীর কলরব সুরেন্দ্রের প্রাণে কি এক স্বর্গীয় সুধা ঢালিতে লাগিল। সে স্থলের শোভার ভিতরে জগতের মহা প্রাণে মহা শান্ত লুক্কায়িত দেখিয়া সুরেন্দ্র মহা-শান্তি লাভ করিল। সুরেন্দ্র একবার এদিক একবার

ওদিক বিচরণ করিতে করিতে—মা কালীর স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া আপন মুলে মহাশক্তির স্ফুরণ অনুভব করিল। সুরেন্দ্র অনুভব করিল—সেই মহাশক্তির আশ্রয়ে মানুষ অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে—সেই শক্তি-সাধনায় আয়ত্ত হইলে মানুষের রোগ শোক চক্ষের পলকে দূরীভূত হইয়া যায়। সুরেন্দ্র স্পষ্ট দেখিল, এক মহা-শক্তি আবিভূ'তা হইয়া সেই স্থানে পর্ব্বত বৃক্ষাদিরূপে লীলা করিতেছে।

সুরেন্দ্র সেখানকার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শক্তি-সেবার জন্য গুরু-কথিত গুহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ অন্বেষণ করিবার পর এক প্রকাণ্ড গুহা অবলোকনে সুরেন্দ্র আশ্চর্য্যভাবে নিমগ্ন হইল। গুরুর অনুভূতি স্মরণে বিস্মিত হইল।

সেই অঞ্চলটী যেন প্রকৃতির আরাম-গৃহ। নানা পাদপ নানা লতিকা নানা ফল পুষ্প নানা প্রস্রবণ তদুপরি বিহঙ্গম-দিগের কলরব স্রোতস্বতীগণের কুল কুল ধ্বনি প্রভৃতি সৌন্দর্য্য-সমাবেশকে প্রকৃতির আরাম গৃহ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। সেখানে সকলি আছে—গুহায় বিশ্রাম-ভবন—প্রস্রবণে পিপাসার শান্তি—বৃক্ষফলে ক্ষুধার নিবৃত্তি—প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মার মূর্ত্তি—বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী প্রভৃতির স্বরে ব্রহ্মোপদেশ—এ সব মানুষের পরিত্রাণ-সোপানাবলী বাঁধিয়া

রাখিয়াছে—হতভাগ্য মানব সংসার-কুহকে পড়িয়া ইহাদের সন্ধান পায় না এই দুঃখ।

সুরেন্দ্র প্রকৃতির সেই বিশাল ভবনে মহা আনন্দে আশ্রম নিরূপিত করিল। মৃত্তিকা লইয়া কালীমূর্ত্তি গঠিত করিল। বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাশে রং প্রস্তুত করিয়া গঠিত মূর্ত্তিতে লেপন করিল। অনন্তর মহা ভক্তিভরে মার মূর্ত্তি গুহা মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাতৃস্নেহে ভর দিয়া সেইখানে কালী-সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এই শান্ত প্রদেশে শান্তির জন্য সুরেন্দ্র সংসারের সমস্ত চিন্তা—সমস্ত বাসনা—সমস্ত সুখ বিস্মৃত হইয়া এক মনে এক ধ্যানে যেন নিজের প্রাণ দিয়া বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন—মাতৃমূর্ত্তি সজীব হইয়া উঠিলেন।

কালক্রমে সুরেন্দ্রের কয়েকটী শিষ্য জুটিল। সুরেন্দ্র শিষ্য-দিগকে পাইয়া অতীব উৎসাহে মার সেবা করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ

সরলা সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিল। সন্ন্যাসী সরলাকে দীক্ষিত করিলেন—শিখাইলেন পত্নী হইয়া স্বামীর সাধন-কার্য্যে কিরূপে সহায়তা করিতে হয়—বুঝাইলেন শক্তির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বামীর তপস্যায় কিরূপে শক্তি-সঞ্চয় করিতে হয়। সরলাকে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ—দাম্পত্য ধর্ম্মের তত্ত্ব সরল সহজ হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। একে সরলার মনোবৃত্তি-সমূহ স্বামি-মুখিনী—তাহার উপর দেবোপম সন্ন্যাসীর স্নেহসিক্ত উপদেশ সরলার মানস-চক্ষে তাহার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি আনয়ন করিল—সন্ন্যাসীর বাণী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করিল। যতই বুঝিতে লাগিল ততই স্বামী-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল।

যেখানে গুহা মধ্যে সুরেন্দ্র ধ্যান-মগ্ন ছিলেন, সন্ন্যাসী সরলাকে সেখানে আনিলেন। পরে সুরেন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

সরলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল—দেখিল উচ্চাসনে সম্মুখে

কালী-মূর্ত্তি—নিম্নে যোগাসনে ধ্যান-মগ্ন স্বামী। পর্ব্বতের নির্জ্জন প্রদেশে গুহা—গুহাভ্যন্তরও তদ্রূপ নির্জ্জন। সেই নির্জ্জনতার মধ্যে ঘোরা ভয়ঙ্করা কালী-মূর্ত্তি—পদতলে শান্ত সুন্দর শিব। ভীষণতার সহিত কমনীয়তার অপূর্ব্ব সমাবেশ—স্থান ভীমকান্তিতে আবিষ্ট। এদিকে ততোধিক শান্ত—ততোধিক স্থির—ততোধিক নিশ্চল তাহার স্বামী। সরলা সেইখানেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।

এখানে আসিয়া সরলার মনে এক নব ভাবের উদয় হইল—সে ভাব মধুর পবিত্র স্বর্গীয়। সরলা ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে সেই নীরবতার মধ্যে নীরবে স্বামী-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

জানি না কেন আজ যোগে বসিবার সময় সুরেন্দ্রের হৃদয় সংসারের দিকে আকৃষ্ট হইল—বুঝি না কেন আজ সহসা তাহার মন বিচলিত হইল। আজ সুরেন্দ্রের পূর্ব্ব স্মৃতি মনে পড়িল—মনে পড়িল পিতা মাতার সেই স্নেহ মমতা—মনে পড়িল অভিন্ন হৃদয় বিনোদের সেই সরলতা—আর মনে পড়িল সরলার হাসি হাসি সেই মুখখানি। সুরেন্দ্র পরমার্থ-চিন্তায় মন নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিল—পারিল না—ভ্রান্ত মন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

আজ সুরেন্দ্রের এ অবস্থা কেন? জগতে কোন কার্য্য কাহার অসম্পূর্ণ থাকে না—সুরেন্দ্রের সংসারের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়

নাই—পুনরায় সংসারে আসিতে হইবে সে সময় উপস্থিত তাই আজ সুরেন্দ্রের এ অবস্থা—তাই আজ সুরেন্দ্রের মন অধীর অস্থির অশান্ত—তাই আজ সুরেন্দ্রের মন যোগে বসিতেছে না—তাই আজ সুরেন্দ্রের পূর্ব্ব কথা স্মৃতি-পথে একে একে জাগরিত হই-তেছে—তাই আজ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সন্ন্যাসী আসিয়া সরলাকে সুরেন্দ্রের কাছে পঁহুছাইয়া দিলেন।

সুরেন্দ্রের মন এত বিক্ষিপ্ত যে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না—সহসা তাহার যোগভঙ্গ হইল—দেখিল সম্মুখে সরলা। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—বুক ফাটিয়া গেল—চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুরেন্দ্র আবেশে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিল—সরলা! সোণার সরলা! প্রাণের সরলা! তুমি! তুমি! আমার সম্মুখে! এ কি স্বপ্ন! না সত্য! আমি জাগ্রত! না নিদ্রিত! ভগবান! ভগবান! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মায়া! ধন্য তোমার মহিমা!

সুরেন্দ্রের এইরূপ আক্ষেপ-বাণী শুনিয়া সরলার আপাদ মস্তক রোমাঞ্চিত হইল—সরলা ভাবভরে মূর্চ্ছিতার ন্যায় সুরেন্দ্রের বক্ষ-দেশে পতিত হইল। বহুদিনের পর সুরেন্দ্র তাহার হারাণ রত্ন ফিরিয়া পাইল—বিস্ময়ে আনন্দে প্রস্তরের ন্যায় কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—ভাবের বেগ সহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা সরলাকে বক্ষে করিয়া সুরেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শিষ্যগণ তথায় আসিয়া সুরেন্দ্রের সে ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল—গুরুর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সুরেন্দ্রের জ্ঞানের সঞ্চার হইল—মূর্চ্ছিতা সরলাকে বক্ষে করিয়া উঠিয়া বসিল। সরলা নিশ্চল—নিস্পন্দ—নির্ব্বাক। সুরেন্দ্র একদৃষ্টে সরলাকে দেখিতে লাগিল—করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, ভগবান! এ তোমার কি বিচার! যদি ফিরিয়ে দিলে আবার নিলে কেন! আর যে সহ্য হয় না প্রভু! মানুষের সামান্য প্রাণে আর কত সয়। সরলা! সরলা! প্রাণের সরলা আমার! আর নাই!—সরলা আমার নাই! সব ফুরিয়ে গেল! সরলা একবার চেয়ে দেখ—একবার কথা কও—একবার দুটো তোমার মধুর কথা শুন্‌বো—

সুরেন্দ্র এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শিষ্যদিগকে বলিল, শীগ্‌গীর জল আন। শিষ্যগণ জল আনিলে সুরেন্দ্র সরলার চক্ষে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। জলের ঝাপটা দিতে দিতে সরলার একটু জ্ঞান হইল। সরলা ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিলে সুরেন্দ্র সরলার চক্ষের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। সরলা সুরেন্দ্রকে দেখিয়া যেন মৃত্যু-যন্ত্রণা হইতে একবারে মুক্ত হইল। সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—সেই দীর্ঘশ্বাসের সহিত সরলার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল। সরলা একদৃষ্টে সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে আবার মূর্চ্ছিতা হইল। সুরেন্দ্র আবার তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ

করিল। সরলা চক্ষু চাহিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া সুরেন্দ্রের পদদ্বয় ধরিয়া বলিল, তুমি কি আমার সেই স্বামী—না আমি স্বপ্ন দেখ্‌লাম। এমন স্বপ্ন যে প্রত্যহ দেখি। প্রাণনাথ! একবার তোমার সরলাকে দেখ। প্রাণনাথ! হৃদয়ের ধন! আর আমায় কষ্ট দিও না—সরলার কথা শেষ হইতে না হইতে সুরেন্দ্র মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভাবাবেশে সরলার উপরে পড়িয়া রহিল।

শিষ্যগণ অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। মন স্থির হইলে সুরেন্দ্র শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তোমরা এখন স্থানান্তরে যাও। শিষ্যগণ তাহাই করিল।

সুরেন্দ্র পাগলের ন্যায় সরলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সরলা! প্রাণ আমার! হৃদয়ের ধন! আমি চিরকাল তোমায় হৃদয়ে রাখ্‌বো—বলিতে বলিতে সরলাকে অলিঙ্গন করিল—যেন স্বর্গে স্বর্গ মিলিত হইল—জ্যোৎস্না-রাশিতে ফুলের সৌরভ মিশিল।

চতুর্ব্বিংশ তরঙ্গ

সুরেন্দ্র একদৃষ্টে সরলার মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সরলা লজ্জাবনতমুখী হইয়া বসিয়া রহিল। আট বৎসরের পর স্বামী-সম্মিলনে কার না লজ্জা হয়? সরলার লজ্জা যেন ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই লজ্জায় কি অতুল সুখ—হৃদয়ের কি অতুল আনন্দ। পাঠিকা অনেক দিনের পর স্বামী-সমাগমে লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া—ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া কিরূপ আনন্দ হয় তাহা আর তোমায় বুঝাইতে হইবে না—তুমি নিজে তাহা জান। কিন্তু কষ্টের পর—এত জ্বালার পর—স্বামীকে খুঁজিতে আসিয়া স্বামী-রত্ন মিলিয়াছে। তোমার স্বামী-প্রেম যদি বিন্দু পরিমিত হয়—সরলার প্রেম সমুদ্র-তুল্য। সরলার হৃদয়ে আজ প্রেমসিন্ধুর উচ্ছ্বাস দেখিতে চাও তো সরলার মত সতী হও।

সরলার লজ্জা দেখিয়া সুরেন্দ্রেরও লজ্জা উপস্থিত। সুরেন্দ্রের লজ্জায় কিন্তু সুখ নাই—লজ্জা আসিয়া সুরেন্দ্রের হৃদয়কে কাঁপাইয়া যেন বলিতেছে, এমন সতীকে এত কষ্ট দিয়া আবার কোন

লজ্জায় মুখ দেখাইলে—তোমায় ধিক্! তুমি পাপিষ্ঠ! এ হেন রত্নকে ফেলিয়া তুমি পৃথিবী ঘুরিয়া কি রত্ন খুঁজিতেছিলে? অনেকক্ষণ দুজনে নীরবে রহিল। পরে সুরেন্দ্র চক্ষু তুলিয়া সরলাকে দেখিতে লাগিল—নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে হৃদয় সুখে আনন্দে শান্তি-সুধায় ভরিয়া গেল। সুরেন্দ্র যেন দুর হইতে স্বর্গের শোভা দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছে, আমি এ স্বর্গের অবমাননা করিয়াছি—আমি ইহাকে হঠাৎ স্পর্শ করিয়া ভাল করি নাই। এমন সতী আমার হাতে ভগবান কেন দিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আজ আমি কি বলিয়া ডাকিব? প্রিয়তমে বলিয়া? না সরলা বলিয়া?—আমার জিহ্বা কিরূপে ও পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবে! অনন্তর সুরেন্দ্র সরলাকে দেখিতে দেখিতে কাঁদিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রের ক্রন্দন দেখিয়া সরলা ধীরে ধীরে আপনার মলিন অঞ্চল দ্বারা স্বামীর অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিল প্রাণনাথ! আর তুমি কেঁদ না—তোমার মুখের হাসি যে অনেক দিন দেখি নাই। একবার তেমনি ক'রে আমার দিকে চেয়ে কি হাস্‌বে না! তুমি আর কেঁদ না—এখন একবার আমার দিকে চাও, বলিতে বলিতে সরলা কাঁদিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে বলিল, সরলা কেন কাঁদ? অনেক কেঁদেছ আর কেঁদ না—আমার সঙ্গে দু'টো কথা কও,—এই বলিয়া সোণার প্রতিমাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ-

চুম্বন করিল। মুখে মুখে মিশিয়া গেল—চক্ষের জল চক্ষের জলে মিশিয়া এক হইল। দুজনেরই ইচ্ছা যেন অনন্তকাল এই ভাবে মুখে মুখ বুকে বুক রাখিয়া স্বর্গসুখ সম্ভোগ করে।

এইরূপে কিছুক্ষণের পর দুই জনে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল। সরলা সুরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, নাথ! আজ আমাদের মহা সুখের দিন। আমার মনে এই সাধ—একবার দু'জনে মিলে দয়াময়কে ডাকি। সুরেন্দ্র প্রিয়ার মুখে এই পবিত্র কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দোন্মত্ত হইয়া বলিল, সরলা ধন! এস একবার দু'জনে ঈশ্বরের উপাসনা ক'রে আমাদের বিবাহের সার্থকতা সম্পাদন করি। এই বলিয়া দু'জনে উপাসনায় বসিল। স্ত্রী-পুরুষে প্রেমে উন্মত্ত হইল। চারি চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। পাপি! একবার এই চিত্র ত্থাখ্, তোর পাপক্ষয় হবে। বিবাহের সময় যে চারি চক্ষুর মিলন হয় সে কিসের জন্য বল দেখি? আমি বলি চারি চক্ষু ঈশ্বর-প্রেমাশ্রু-জলে ভাসিবার জন্য। আজ দু'জনে প্রাণ খুলিয়া ভগবানকে ভাবিতে লাগিল। দু'জনের হৃদয়ে ঈশ্বর আসিয়া বসিলেন—অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন—দুই হৃদয়কে এক করিয়া দিলেন। স্ত্রী-পুরুষের এই সুখই তো সুখ। আজ স্ত্রী-পুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া যে কি আশ্চর্য্য সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহা আমি পাপী হইয়া কিরূপে বর্ণনা করিব। যোগে বসিয়া ক্রমে রাত্রি পরে প্রভাত হইল—সূর্য্য আকাশে উঠিল—

আবার সূর্য্য অস্ত গেল—আবার যামিনী আসিল—আবার সূর্য্য উঠিল। পরে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্ত্রী-পুরুষের যোগ-ভঙ্গ হইল। দু'জনে দু'জনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া প্রভূত সুখ লাভ করিল। সরলার পূর্ব্ব যন্ত্রণা আর মনে রহিল না। সুরেন্দ্র ভাবিল আমি অনেক যোগীর সহিত যোগ করিয়াছি কিন্তু এমন মধুর সরল যোগ তো জীবনে কখন ভোগ করি নাই। সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ভাবিয়া করযোড়ে বলিল, ভগবান! এতদিনে বুঝিলাম, স্ত্রীর সহিত যোগে কি সুখ কি শান্তি কি পবিত্রতা লাভ হয়। এত দিনের পর বুঝিলাম, সংসারে বসিয়া যোগ করাই যথার্থ ধর্ম্ম। এত দিন যোগ অভ্যাস করিতেছিলাম কিন্তু শান্তি আদৌ পাই নাই। আজ যেন শান্তির অনন্ত সাগরে ডুবিলাম। আর নয়—সংসারে ফিরিব। সংসার ছাড়িয়া মহা ভুল করিয়াছি। ভগবান, যদি স্ত্রীর সহিত যোগ করিয়া এত আনন্দ পাইলাম—না জানি তবে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে যোগ করিলে কত আনন্দ হয়! সমস্ত জগৎবাসীকে একত্রে লইয়া যোগ করিলে—তোমার গুণ কীর্ত্তন করিলে—কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ হইতে পারে তাহা আজ কার্য্যের দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি। সংসারে বসিয়া যোগী হইতে পারিলেই যোগ সার্থক।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

যোগাসন হইতে উঠিয়া সুরেন্দ্র বলিল সরলা! তুমি ভাল সময়ে এখানে এসেছ—আমি যোগবলে সুধা পেয়েছি—তুমিও সময় বুঝে এসেছ—আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে এই সুধা সুধাবৃক্ষে পরিণত করি।

সরলা—সুধাবৃক্ষ করবে কোথা?

সুরেন্দ্র—বাড়ী গিয়ে।

স—তুমি কি এখন বাড়ী ফিরতে পারবে?

সু—পারবো—আমার গুরুর আদেশ—আমারও বাসনা হ'য়েছে।

স—তোমার গুরুর আদেশ তুমিই জান—আমার তা জানবার দরকার নাই।

তাহার পর সুরেন্দ্র আবার বলিল—সরলা! বহুদূরে তাপসাশ্রমে তোমাকে পাইয়া আমার গুরুদেবের আদেশে গৃহে ফিরিব স্থির করিয়াছি। তোমাকে এখানে পাইয়া যে কেবল গুরুর

আদেশ পালন করিবার বাসনা হইতেছে তাহা নয়—তোমাকে পাইয়া স্বদেশ স্বগৃহ আত্মীয়-স্বজন মনে পড়িতেছে। সুদীর্ঘ সন্ন্যাসের অতীতে যাহা যাহা হইয়াছিল তাহা এখন ক্রমে ক্রমে ছায়া-চিত্রের ন্যায় চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনে পড়িতেছে মানবের প্রত্যক্ষ দেবদেবী পিতামাতা—মনে পড়িতেছে সহোদর ভ্রাতা—অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ—মনে পড়িতেছে বাল্যের খেলা—কৈশোরের সাহচর্য্য—যৌবনের রঙ্গ-রস—মনে পড়িতেছে জন্মভূমির অনাড়ম্বর অনাবিল ভাব। আর মনে পড়ে দীর্ঘ ব্যবধানের এই পরিবর্ত্তন। তখন ছিল সন্দেহ—এখন হইয়াছে বিশ্বাস—তখন ছিল মোহ—এখন হইয়াছে জ্ঞান—তখন ছিল আসক্তি—এখন হইয়াছে নিস্পৃহা—তখন ছিল বিলাস—এখন হইয়াছে সন্ন্যাস—তখন ছিল মদিরা—এখন হইয়াছে সুধা—তখন ছিল ভয়—এখন হইয়াছে আশ্বাস—তখন ছিল কাম—এখন হইয়াছে প্রেম—তখন ছিল একজন্ম—এখন হইয়াছে অন্য জন্ম। তাই বড় সাধ আবার সংসারে ফিরিয়া নবজীবনের সৃষ্টি করি। সরলা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সুরেন্দ্রের কথাগুলি শুনিতেছিল।

এই সময়ে সেইখানে শিষ্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গুরু ও গুরুপত্নীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সুরেন্দ্র তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল বৎস! আমার প্রতি আমার

গুরুর এই আদেশ—এই আশ্রমে কালী-সাধনা করিতে করিতে যখন আমার স্ত্রী আসিবে তখন তাহাকে লইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। আমার স্ত্রী এখানে আসিয়াছে। গুরুর আদেশে আমার এখানে আর থাকিবার অধিকার নাই—সংসারে গিয়া বাস করিতে হইবে। আমি স্থির করিয়াছি অদ্যই তাহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে যাইব। তোমরা ইহাতে দুঃখ করিও না। আমি কৃত-দার—সংসার আমার প্রধান সাধনা-ক্ষেত্র। এতদিন যে সাধনা করিলাম আজ তাহার পরীক্ষা করিতে যাইব। তোমাদের পবিত্র সংসর্গ—তোমাদের ভক্তিভরা সেবা—হিংসা-দ্বেষশূন্য এই স্বর্গতুল্য স্থান আজ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তোমরা এখন সাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছ—আশীর্ব্বাদ করি সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর। এই বলিয়া সুরেন্দ্র নীরব হইলে শিষ্যগণ ভক্তিভরে আবার সুরেন্দ্র ও সরলাকে প্রণাম করিল—সুরেন্দ্র ও সরলা তথা হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ষড়্‌বিংশ তরঙ্গ

পুলিশ আসিয়া বিনোদকে হত্যাপরাধে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনোদ এখন কারাগারে বিচারাধীন। রমণীর মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে।

বিশ্বনাথ পুত্রবধূকে জব্দ করিতে গিয়া একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিতেছেন। বিশ্বনাথের অনুতাপ আসিয়াছে—প্রকাশ্যে বলিতেছেন ছেলেটার জন্য দুঃখ হয়। এমন কি বিশ্বনাথের স্ত্রীর কঠোর হৃদয়ও একটু গলিয়াছে। এক একবার স্বামীর নিকট দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—আহা আজ যদি বিনোদের মা থাকিত তাহা হইলে তাহার কষ্টের অবধি হইত না—বোধ হয় সে ছেলের জন্য গলায় দড়ি দিয়া কিম্বা জলে ডুবিয়া মরিত।

যে দিন আবার হাকিম বিনোদকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন সে দিন সকলে বুঝিল বিনোদের আর কোন উপায় নাই—তাহার ফাঁসী নিশ্চয়। অবিনাশ আদালত হইতে

ফিরিয়া আসিয়া বলিল বিনোদের ফাঁসী হইবে। তখন তাহাদের বড় দুঃখ হইল।

মিথ্যার প্রতিশোধ লইতে গিয়া অপর একজনের মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ান—বাস্তবিকই মনে বড় দুঃখ হয়—আবার যখন বাহিরে সে দুঃখ প্রকাশ করিবার উপায় না থাকে তখন সেই দুঃখই আবার দ্বিগুণ হইয়া পড়ে। বিশ্বনাথ ও তাঁহার স্ত্রীব সেই দশাই হইয়াছে। তাঁহাদের ইহাতে কিছুমাত্র আত্মসুখ জন্মে নাই—ববং আত্মগ্লানিই হইয়াছে।

সুবেন্দ্রের কোন সন্ধান নাই—সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাহাব স্থিরতা নাই। বড় বউ সে আজ ঘরণী গৃহিণী—তাহার হাতে সংসার সঁপিয়া গৃহিণী আজ একটু নিশ্চিন্ত মনে ইষ্ট-দেবতার নাম জপ করিতে পারিতেন—নাতী-নাতনীদের লইয়া সংসারে আমোদ আহ্লাদ করিতেন—আজ তাঁহাদের অদৃষ্ট মন্দ তাই এমনটী ঘটিল। পুত্র তো গিয়াছে—পুত্রবধূর নামেও কলঙ্ক হইয়াছে—বাহিরে দশজনের কাছে মুখ দেখান ভার—কেহ দেখা করিতে আসিলে ভয় হয় পাছে সে ঐ সব ঘৃণিত কলঙ্কের কথা তোলে। গৃহিণী বড় একটা আর কাহারও সঙ্গে কথা কহেন না।

মোট কথা বিনোদের গ্রেপ্তারের পর হইতে তাঁহাদের কাহারও আর মনে শান্তি নাই। যাহা করিয়াছেন তাহা আগাগোড়া

মিথ্যা—তাহার উপর যদি বিনোদের তরফ হইতে কেহ তেমন তদ্বির করে তো বিপরীত ফল ফলিবে—সেই ভয়ই যেন আরও বেশী।

ভয় লোকলজ্জা আত্মগ্লানি স্বামী-স্ত্রীর মনের সমস্ত সুখশান্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তখন গৃহিণী স্বেচ্ছায় দিন দিন অশান্তির সৃষ্টি করিতেন—এখন আর অশান্তিকে ডাকিয়া আনিতে হয় না। এখন আর কলহ নাই—বিবাদ নাই—কর্ত্তার উপর গৃহিণীর তাড়না নাই—বধূর উপর ভৎর্সনা নাই—এখন সকলে ম্রিয়মাণ। অশান্তি যেন আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াই বিনা আড়ম্বরে নিজের রাজত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়াছে।

এই অশান্তিতে গৃহিণীর মনে হইতেছে এখন যদি সুরেন ফিরিয়া আসে—শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন—তাহাকে বড় বউএর কথা কি বলিব—সে যে তাহাকে বড় ভালবাসে। মা হইয়া বউএর কলঙ্কের কথা ছেলেকে কোন মুখে বলিব। সে যদি বাড়ী আসিয়া আবার চলিয়া যায়—সে যে বড় কষ্ট। সুরেনের আর ফিরিয়া আসিয়া কাজ নাই। এইরূপ নানা রকম অশান্তি তাঁহাদের হৃদয়কে সর্ব্বদাই উদ্বেলিত করিতেছে।

বিচারে যখন বিনোদের ফাঁসীর হুকুম হইল—তখন বিশ্বনাথের ভয় কাটিয়া গেল। একদিন অবিনাশ আসিয়া খবর দিল সাত দিন পরে বিনোদের ফাঁসী হইবে। বিশ্বনাথ তাঁহার স্ত্রী

ও অবিনাশ এই বিষয় আলোচনা কবিতেছেন এমন সময় সুরেন্দ্র সন্ন্যাসীবেশে বাড়ীর উঠানে আসিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সকলে সেই ডাকে বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে একেবারে অবাক হইয়া গেল। সুরেন্দ্রকে ফিরিয়া পাইবার আনন্দ সরলাকে দেখিয়া উড়িয়া গেল। আনন্দ করিবার আর সামর্থ্য রহিল না।

সুরেন্দ্র ও সরলা গৃহে উঠিয়া বিশ্বনাথ ও তাঁহাব স্ত্রীকে প্রণাম করিল। বাড়ীতে বিষম সাড়া পড়িয়া গেল। সরলা তাড়াতাড়ি অন্দরে প্রবেশ করিল—ছোট বউ সারদা আসিয়া সরলাকে প্রণাম কবিল। তাহাব পর দুইজন দুইজনকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে লাগিল।

গ্রামমধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল সুরেন্দ্র বাড়ী আসিয়াছে—সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সকলে তাহাকে দেখিতে আসিল। প্রাচীনেরা তাঁহাকে স্নেহ করিত—নবীনেরা তাহাকে ভক্তি করিত—গ্রামবাসী ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত তাই তাহার প্রত্যাগমনে সকলেই আনন্দিত হইল।

সকলে যখন শুনিল—শুধু সুরেন্দ্র আসে নাই—সঙ্গে তাহার স্ত্রী সরলাও আসিয়াছে তখন নানাস্থানে নানারকম জটলা হইতে লাগিল।

সুরেন্দ্র এখন সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে গৃহী হইল। তখন সে বিনোদ সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত শুনিল। বিনোদ তাহার

অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে স্থির করিল যে কোন উপায়েই হউক বিনোদকে বাঁচাইতে হইবে। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার পিতামাতা অকপটে সমস্তই বলিলেন। অবিনাশ আসিয়া সুরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল দাদা বিনোদকে বাঁচাইতে হইবে। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এতদিন বুঝিতে পারি নাই। তুমি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ—তুমি ইচ্ছা করিলেই সব করিতে পার—বিনোদকে বাঁচাও—আমাকে উদ্ধার কর। অবিনাশের এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে আর নেশা করিয়া পড়িয়া থাকে না—অহরহঃ তাহার চিন্তা হইয়াছে কিসে বিনোদকে বাঁচান যায়।

সুরেন্দ্র বড় শান্ত-প্রকৃতি—কাহাকেও কোনরূপ কিছুই বলিল না। পিতামাতাকে বলিল আশীর্ব্বাদ করুন আমি বিনোদকে নিশ্চয় বাঁচাব। তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুরেন্দ্র তখন অবিনাশকে সঙ্গে লইয়া বিনোদের মোকদ্দমার তদ্বির করিতে গেল। উকিলের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাযথ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ

বিনোদের এই মহাবিপদে তাহাকে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না। তাহার অর্থবলও নাই—লোকবলও নাই। বিনো-দের লোকবলের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্র—সে ত এখন সন্ন্যাসী নিরুদ্দেশ—আবার তাহারই পিতা ভ্রাতা বিনোদের এই বিপদের কারণ। বিনোদের গৃহে তাহার সহায়সম্পত্তিহীনা বৃদ্ধা মাতামহী আর অসহায়া পত্নী।

বিনোদের মাতামহী তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া মোক-দ্দমা চালাইলেন কিন্তু কিছুই হইল না। তাঁহার যাহা সাধ্য ছিল করিলেন—ধনে প্রাণে মজিলেন।

সর্ব্বস্ব দিয়াও বিনোদকে বাঁচাইতে পারিলেন না—বাহিরে চক্ষের অন্তরালে বিনোদ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে—আর গৃহে সম্মুখে বিনোদের স্ত্রী উন্মাদিনী হইয়াছে।

স্বামীর বিপদ ভাবিয়া ভাবিয়া কামিনী একেবারে পাগলিনী হইয়াছে। তাহার তত্ত্বাবধান বিনোদের বৃদ্ধা মাতামহীর

সাধ্যাতীত—তিনিও উন্মাদিনীপ্রায়া—কে কাহাকে দেখে—অপরে দেখিবে কেন। দরিদ্রকে কেহ দেখে না—দরিদ্র বিপদে পড়িলে কেহ কাছে আসে না—আবার বিপদে অসুস্থ হইলে কেহ সংবাদও লয় না।

এই অবস্থায় বিনোদের শ্বশুর কামিনীকে তাহার নিকট লইয়া গেলেন। তখন কামিনীর উন্মাদনা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা গৃহের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। তাহার স্বামী কারাগারে—সেও গৃহে কারাগারে।

কামিনী গৃহ মধ্যে দিবারাত্র অর্থহীন কত কথা বলিত। কখন অনাবশ্যক হাসিত—কখন কাঁদিত—কখন বা গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিত—আবার সময়ে সময়ে চীৎকার করিয়া উঠিত। গৃহের ভিতরে একটী ছবি ছিল, সেই ছবিটীর সহিত কত কি বকিত। কামিনী কখন বিনোদ বিনোদ বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নৃত্য করিত। কখন ফাঁসী ফাঁসী বলিয়া হো হো করিয়া হাস্য করিত। কখন অবিনাশ শালা অবিনাশ শালা বলিয়া দাঁত খিঁচাইতে খিঁচাইতে ছবিটীকে ঘুসি লাথি কিল দেখাইত। যখন কেহ ঘরের চাবি খুলিত তখন দারোগা সাহেব দারোগা সাহেব বলিয়া চীৎকার করিত। যখন কেহ খাবার লইয়া ঘরে আসিত তখন কামিনী হাসিয়া হাসিয়া বলিত বিনোদের সঙ্গে আমার বিয়ে না হ'লে ভাত খাব না।

কামিনী এখন সর্ব্বদাই প্রলাপ বকে—সে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। উন্মাদনার মধ্যে তাহার অজস্র প্রলাপ কেবল বিনোদের স্মৃতির পরিচয় দেয় মাত্র। প্রেমময়ী পত্নীর জীবনকুঞ্জ পুষ্পোন্মুখ হইতে না হইতেই শুকাইয়া গেল—বসন্তের মুকুলিতা লতিকা আশ্রয়ছিন্না হইয়া সহসা ধূলায় লুটাইয়া পড়িল—কামিনীর যে কমনীয় দেহে রূপ ধরিত না তাহা এখন নিদাঘ-শুষ্ক শ্রীহীন বৃক্ষের ন্যায় হইয়াছে—কৃষ্ণকান্তি কেশরাশি রুক্ষ অবেণী-সংবদ্ধ আলুলায়িত—তাহা এখন পৃষ্ঠে অংসে মুখে পড়িয়া থাকে। তাহার অন্তরে জ্ঞান নাই—শরীরে প্রসাধন নাই—উদরে অন্ন নাই—আছে কেবল মস্তিষ্কে উন্মাদনা—মুখে প্রলাপ—নয়নে বিভীষিকা। সৌন্দর্য্যের স্থানে কালিমা—মাধুর্য্যের স্থানে তীব্রতা—চঞ্চলতার স্থানে তাণ্ডবতা কামিনীকে একেবারে বদলাইয়া দিয়াছে—কামিনীকে কামিনী বলিবার আর কিছুই বাখে নাই। তাহাকে দেখিলে হৃদয় দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়ে—প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ

বিনোদের ফাঁসীর আজ্ঞা হইল। বিনোদ বিচাবকর্ত্তার এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র একেবারে কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ভগবান! তোমাব ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কিন্তু আমি তো পৃথিবী হইতে চলিলাম—আমার কামিনীকে তুমি আমার কাছে শীঘ্র পাঠাইও। ভগবান! যেন পরলোকে কামিনীকে পাই—বলিতে বলিতে তাহাব দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িয়া বক্ষ ভাসিতে লাগিল। পুলিশ তাহাকে জেলে লইয়া গেল।

জেলে মরিবার জন্য বিনোদ বাস করিতেছে। দুই একজন বন্ধু বিনোদের নিকট গিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব শুনাইত। বিনোদ শুনিত বটে কিন্তু কামিনীকে মনে পড়িলে একবাবে কাঁদিয়া পাগল হইত—বক্ষে করাঘাত করিত—ভূমিতে মাথা খুঁড়িত। বিনোদের একটী বন্ধুর নাম সতীশ। সে প্রত্যহ বিনোদের সহিত দেখা করিত। বিনোদ কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক শূন্য দেখিত—তবে ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া একটু স্থির হইত। এক

দিন কাঁদিয়া বলিল, সতীশ! ফাঁসীর দিন একবার আমার কামিনীকে এন—আমি তার মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ম'রব। সতীশ বলিল, ভাই! আজ তোমার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। কি হবে বিনোদ! তুমি ম'লে আমি বিষ খাব। বলিতে বলিতে সতীশ কাঁদিয়া ফেলিল—ভাষা মুখের ভিতর লুকাইল—আর কি বলিয়া কাঁদিবে। আশা ভরসা আর যে নাই। বিনোদ কিছুক্ষণ পরে বলিল, ভাই! যদি পাপী হ'তাম তা হ'লে মর্‌তে দুঃখ হ'ত না, কিন্তু নিরপরাধে এমন পৃথিবী—এমন বন্ধু—এমন কামিনী—বলিতে বলিতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া বিনোদ মূর্চ্ছিত হইল। সতীশ অনেক যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। চেতনা হইলে বিনোদ কাতর স্বরে বলিল, ভাই! বড় সাধ ছিল কামিনীকে নিয়ে একবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ ক'রব। আহা! সে কতবার গলা ধ'রে ব'লত—আমায় সীতাকুণ্ড দেখাবে না? হায় হায়! মনের কষ্ট মনেই রইল। ভাই! আর কামিনীকে দেখ্‌তে পাব না—সে মুখের হাসি—সে মধুর বচন জীবনের মত ফুরিয়ে গেল। না ভাই না—আর কামিনীকে এখানে এনে কাজ নাই—এ বিপদ দেখ্‌লে সে একেবারে উন্মাদিনী হবে। কামিনী যে বাস্তবিক উন্মাদিনী হইয়াছে বিনোদ তাহা জানিত না। উন্মাদিনী হইবে এই কথা শুনিবামাত্র সতীশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ভাই! আর কি উন্মাদিনী হ'তে বাকি আছে—তোমার

কামিনী বাস্তবিক উন্মাদিনী হ'য়েছে। বিনোদ শুনিয়া পাগলের ন্যায় সতীশের দিকে চাহিয়া রহিল—আর কথা কহিবার শক্তি নাই—অনেকক্ষণ হতচেতন-প্রায় একদৃষ্টে সতীশের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বিকট চীৎকারের সহিত ভূমিতে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল, ঈশ্বর যদি থাকেন—সতীশ নিশ্চয় আমি বাঁচ্‌ব—আমার কামিনী পাগলিনী হ'য়েছে—ঈশ্বর এ দেখেও যদি আমায় না বাঁচান—তবে, ধর্ম্ম মিথ্যা—সব মিথ্যা। কি! আমার কামিনী পাগলিনী হ'য়েছে আর আমি এ কারাগারে! কারাগার ভাঙ্গ ভাঙ্গ। এই চীৎকার শুনিয়া জেল-দারোগা ও অন্যান্য পুলিশের লোক সেখানে উপস্থিত হইল। দারোগা আসিয়া সতীশকে বলিল, মশাই আপনি এখন বাহিরে যান। সতীশ অগত্যা বাহিরে যাইল। বিনোদ কারাগারে একাকী থাকিয়া হৃদয়ের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

পর দিবস সতীশ আবার বিনোদের নিকট আসিল। সতীশ আসিয়া দেখিল, বিনোদ হাস্যমুখ—বিনোদের আর সে কাতরতা নাই—সে ক্লেশ নাই। সতীশ যাইবামাত্র বিনোদ গম্ভীর স্বরে বলিল, সতীশ আমার জন্য কেঁদো না—আমার শুভ দিন—আমি পরলোকে জন্মগ্রহণ ক'রতে চল্‌লাম। মৃত্যুর সময় পৃথিবীতে সকলে কাঁদে কেন? কাঁদা তো ভাল নয়—সকলের আনন্দ করা উচিত। এস ভাই আমরা দু'জনে আজ একবার ভগবানের

নাম করি। এই সময়ে বিনোদের মুখের পবিত্র দীপ্তি চক্ষের মধুময় কিরণ দেখিয়া সতীশের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া দেখিল, বিনোদের চক্ষুর দুইটী উজ্জ্বল তারার ভিতর দিয়া যেন কি এক ঐশ্বরিক তেজ বহির্গত হইতেছে—দুটী তারা যেন স্বর্গরাজ্যের দুটী প্রশস্ত বাতায়ন—সেই বাতায়নে চক্ষু রাখিয়া সতীশ স্বর্গ-রাজ্যে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব আবির্ভাব দেখিয়া—ঈশ্বরতেজের মহিমা অনুভব করিয়া—চিরসঞ্চিত নাস্তিকতা কঠোরতা অবিশ্বাস প্রভৃতি হৃদয়ের জঞ্জালগুলিকে নব প্রজ্বলিত বিশ্বাসাগ্নিতে পুড়াইয়া যেন হঠাৎ বহুদিনের দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া নবীন স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইল। বিনোদের কথা শুনিয়া সতীশের হৃদয় কম্পিত হইল—শরীর কণ্টকিত হইল—মনে ভাবিল বিনোদ আজ দেবতা—আমার পরলোক সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল তাহা মিটিয়া গেল—আমি নাস্তিক ছিলাম কিন্তু আজ হইতে আস্তিক হইলাম। মনে মনে এই কথা বলিয়া সতীশ কাঁদিয়া বলিল, বিনোদ! নাস্তিক পণ্ডিতদের পুস্তক পড়ে হৃদয়কে শুষ্ক ক'রে ছিলাম—আজ তোমার হাস্যমুখ ও মরবার সাহস দেখে আমার হৃদয়ে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হ'ল। ভাই! কে যেন ব'লছে দেখ দেখ আমি আছি কি না দেখ—ঐ আমার ভক্তের কেমন হাসি দেখ। ভাই! তুমি আমায় নবজীবন দিলে—কিন্তু তুমি

আর ক' দিন! বলিয়া সতীশ কাঁদিতে লাগিল। সতীশের এই ভাব দেখিয়া বিনোদ আনন্দিত, হইল। .. বিনোদ সতীশকে বলিল, ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা এইরূপেই প্রাণত্যাগ করে—প্রাণ ত্যাগ করা তো নয়—প্রাণ লাভ করা। এই কথার পর বিনোদ সতীশকে জিজ্ঞাসা করিল, কামিনীর খবর কি? সতীশ বলিল, খবর পাই নাই। বিনোদ বলিল, কাল তুমি তাকে এখানে নিয়ে এস আমি একবার দেখ্‌ব। সতীশ বলিল, আমি তোমার শ্বশুরের নিকট গিয়া তাঁকে এ কথা ব'লব—এই বলিয়া সতীশ কারাগার পরিত্যাগ করিল।

উনত্রিংশ তরঙ্গ

সুরেন্দ্রের এখন আর অন্য কোন চিন্তা নাই—সে প্রাণপণে বিনোদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

প্রথমেই সে বিনোদের শ্বশুরকে সংবাদ দিয়া আনাইল। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উকিলের নিকট গেল। উকিলের সহিত অনেক পরামর্শ হইল। তাহার পর সুরেন্দ্র বিনোদের শ্বশুরকে লইয়া জেলে বিনোদের সহিত একবার দেখা করিবে ঠিক করিল।

উকিল দেখা করিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলে সুরেন ও বিনোদের শ্বশুর উভয়ে জেলে বিনোদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

সুরেন্দ্র বিনোদকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। জেলের দরজা পর্য্যন্ত দ্রুতপদে গমন করিল। কিন্তু তাহার পর আর যেন তাহার পা চলে না। তাহার মনের অবস্থা ভীষণ—বাত্যা-বিতাড়িত নদীবক্ষের মত ভীষণ। পিতৃকৃত কর্ম্মের জন্য লজ্জা ভয় আশা সকলই একে একে আসিয়া তাহার

মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। একবার ভাবিতে লাগিল সে কি বলিয়া বিনোদকে সম্ভাষণ করিবে। বিনোদ যখন বলিবে সুরেন! তোমার পিতা—তোমার মাতা—তোমার ভ্রাতা আজ আমার এই দশা করিয়াছেন তখন সে তাহাকে কি উত্তর দিবে। বিনোদ যদি ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লয়—যদি কথা না বলে—তখন সে কি করিবে। যদি বিনোদ তাহাকে বলে যে, সে কেমন করিয়া মরে তাহাই দেখিতে আসিয়াছ—দেখ, তখনই বা সুরেন্দ্র কি বলিবে। বিনোদ কি তখন তাহার কথা শুনিবে—তাহার কথা বিশ্বাস করিবে। বিনোদ কি তাহাকে তাহার বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে—না করিতে পারিবে। সে হয় ত তাহাকে তাহার কুগ্রহ মনে করিবে—মনে করিবে সে তাহার অভিশাপ—মনে করিবে সে তাহাকে এখন উপহাস করিতে আসিয়াছে। দুঃখ যন্ত্রণা-দায়ক—দুঃখে মৃত্যু অসহ্য—দুঃখের মৃত্যুতে উপহাস বড় তীব্র। কিম্বা সে যদি শান্ত নির্ব্বিকার ভাবে তাহার সহিত কথা কয়—তখনই বা সে কি বলিবে। এ অবস্থায় সাদর সম্ভাষণ অপেক্ষা তীব্র তিরস্কার ভাল—আগ্রহ অপেক্ষা উপেক্ষা ভাল—প্রণয় অপেক্ষা ঘৃণা ভাল—এই প্রকার নানারূপ চিন্তা তাহাকে নিশ্চল করিয়া ফেলিল।

পা চলে না—ভাবিবারও আর সময় নাই—বুঝি বা ভাবিবার আর সামর্থ্য নাই। সেই অস্থিরতা—সেই আলোড়ন—সেই

দুশ্চিন্তা—সেই মর্ম্মবেদনা—সর্ব্বোপরি সেই লজ্জা লইয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে সুরেন্দ্র বিনোদের নিকট উপস্থিত হইল।

দূর হইতে সুরেন্দ্র দেখিল বিনোদ স্থির হইয়া এক মনে বসিয়া আছে—চক্ষু স্থির—কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। নিকটে আসিয়া বিনোদের শ্বশুর প্রথমে বিনোদকে ডাকিলেন। বিনোদ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল তাহার শ্বশুরের সহিত সুরেন্দ্র। বিনোদ সুরেন্দ্রকে ভুলে নাই। সুরেন্দ্রকে দেখিয়া বিনোদ বলিল, সুরেন! ভাই! তুমি আমাকে দেখিতে আসিয়াছ—আমার শেষ সময়ে কি তুমি একবার শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছ। তুমি সন্ন্যাসী—মৃত্যুকালে তোমাদের দেখিলে পুণ্য হয়। তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ। তোমায় একটা কথা বলি তুমি বিশ্বাস করিবে কি? তুমি এক দিনের জন্যও আমাকে অবিশ্বাস কর নাই—তাই সেই সাহসেই বলি—আমি নির্দ্দোষ—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—আরও বলি সরলা মরে নাই। সে তোমারই সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়াছে—তাহাকে সন্ধান করিয়া গৃহে আনিয়া উভয়ে সুখী হও। আর আমার জন্য—সে আমার অদৃষ্ট। এই বলিয়া বিনোদ স্থির হইল। সুরেন্দ্র তাহার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, ভাই বিনোদ! আমি সমস্তই শুনিয়াছি। আমি তোমাকে বাঁচাইবার জন্য আসিয়াছি। তোমার এই মৃত্যু ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তাই ঈশ্বর আমাকে ঠিক সময়েই বাড়ী ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

আমি প্রকৃত সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে পারিব। মোকদ্দমার পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত করিয়া স্থির হইয়াছে। উকিল সম্পূর্ণ সাহস দিয়াছেন। আর আমারও মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—গুরুদেব সহায়—ঈশ্বরের প্রসাদে আমাদের বিপদ শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে—তুমি বাঁচিবে। সরলাও আমার সহিত বাড়ী আসিয়াছে। এই কথা শুনিয়া বিনোদ যেন অর্থহীন দৃষ্টিতে সুরেন্দ্রের প্রতি তাকাইল। সে দৃষ্টিতে বিনোদ সুরেনের কথা বিশ্বাস করিল কিনা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সুরেন আবার বলিল—ভাই বিনোদ! আমার কথায় বিশ্বাস কর—আরও কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময়ে ওয়াডার আসিয়া জানাইয়া দিল যে সাক্ষাতের নির্দ্ধারিত সময় ফুরাইয়াছে। অগত্যা উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশ তরঙ্গ

বিনোদের জীবনের শেষ-বাসনা—কামিনীকে, জন্মের শোধ একবার দেখে। কামিনী এখন ঘোর উন্মাদিনী—তবুও তাহাকে একবার বিনোদকে দেখাইতে হইবে। সতীশ এই কথা বিনোদের শ্বশুরকে জানাইতে গেল।

সতীশ বিনোদের জন্য বিশেষ দুঃখিত। বিনোদের জীবনের শেষ বাসনাকে সে একটী মহান্ কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাই সে ধীরে ধীরে কর্ত্তব্য-পালনের জন্য বিনোদের শ্বশুরের নিকট আসিল।

সতীশ কঠোর কার্য্য পালনের জন্য যে সাহস যে ধৈর্য্য লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল—বিনোদের শ্বশুর-বাটীতে আসিয়া বিনোদের শ্বশুরকে দেখিয়া তাহার সে সাহস সে ধৈর্য্য কোথায় চলিয়া গেল। সতীশ আসিয়া দেখিল—বিনোদের বৃদ্ধ শ্বশুর গৃহের বারান্দায় স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চিন্তা-স্রোতের শেষ নাই—তাহা অনন্ত—তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ। বৃদ্ধ

স্থির গম্ভীর ভয়ঙ্কর—উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। কথা বলিবার ত আর কিছুই নাই—যত কথা ছিল—যত কথা হইতে পারে—তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। ফুল ফুটিতে ফুটিতে শুকাইয়া গেল—প্রজ্বলিত আলোক সহসা নিবিয়া গেল। স্ফুরণেই সঙ্কুচিত—আরম্ভেই সমাপ্ত—বিকাশেই লুপ্ত। ভাবনার আদি নাই—অন্ত নাই। উভয়ে একই ভাবে একই চিন্তায় নিমগ্ন।

শেষে সতীশই সেই বিষাদময়ী নীরবতা ভঙ্গ করিল—বিনোদের শ্বশুরকে বিনোদের শেষ অভিলাষ জানাইল। সতীশের কথা শুনিয়া বিনোদের শ্বশুর একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন—যেন কেহ হেমন্তের নিশির শিশির-স্নাত বৃক্ষকে কাণ্ড ধরিয়া নাড়িয়া দিল—তাই ঝর ঝর করিয়া জল পড়িল।

বিনোদের শ্বশুর কাঁদিলেন—সেই ক্রন্দনে সতীশও কাঁদিল—উভয়ে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদিলেন—তবুও প্রাণ ভরিয়া কান্না হইল না—এখনও অনেক কান্না বাকী থাকিল—তাই কাঁদিয়াও শান্তি আসিল না—বরং দুঃখই বাড়িয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদের শ্বশুর বলিলেন, জামাতা কন্যাকে লইবার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছে। একদিন সংসারের বড় আদরের হাসি-কান্নায় ভাসিয়া আমার কামিনীকে বিনোদের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর কতবার কামিনী আমার কাছে আসিয়াছে—বিনোদ কতবার লোক পাঠাইয়াছে—তখন কত হাসি

কত আশা কত সুখ লইয়া কামিনীকে পাঠাইয়াছি—আর আজ তুমি সেই বিনোদের—আমার সেই জামাতার হইয়া আমার কামিনীকে লইতে আসিয়াছ। তুমি আসিয়াছ—বিনোদ ডাকিয়াছে—আমি পাঠাইব। না—না—আমি পাঠাইব না—কোথায় পাঠাইব? পিতা হইয়া কন্যাকে একদিন তাহার স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিলাম—নারীব গৌরব সধবাব সাজে পাঠাইয়াছিলাম—আর আজ পাঠাইব বৈধব্যের সূচনায়—না—তাহা হইবে না। আমি পাবিব না।

সতীশ ইহার কোন উত্তর করিল না—করিতে পারে না—কবিবার সামর্থ্যও নাই। কিন্তু সে তাহার অবস্থা বুঝিয়া লইল। কামিনীকে লইয়া যাওয়া খুব সহজ নয় তাহা সতীশ জানিত। জানিত বলিয়াই পূর্ব্ব হইতেই মন দৃঢ় করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা যে এতদূর মর্ম্ম-ভেদিনী হইবে তাহা সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। তাই এখন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার পর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কাল বিনোদ আমাকে যে কত গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়াছিল তাহা বুঝিয়াছিলাম।

যে মর্ম্মভেদী দৃশ্য আমাকে নিতান্ত নিষ্ঠুর শত্রুর ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম—বুঝিয়াছিলাম হৃদয় পাষাণ না হইলে এ কার্য্য করিতে পারা যায় না। অদৃষ্টের একি পরিহাস! ভাগ্যের একি বিড়ম্বনা!

মৃত্যুমুখে দাঁড়াইয়া বন্ধু বন্ধুর নিকট তাহার শেষ স্নেহ শেষ ভালবাসা ভিক্ষা করিতেছে—চাহিতেছে তাহার হৃদ্‌পিণ্ড। সে বাসনা তাহার পূর্ণ করিতে হইবে। দুই দিন পরে ত সে আর আমাকে ডাকিয়া কোন কথাই বলিবে না। তাই এই নির্ম্মম কার্য্যের ভার আমাকেই লইতে হইয়াছে—স্বেচ্ছায় লইতে হইয়াছে—প্রাণের বন্ধু বিনোদের জন্য শত্রুর মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহার পর আর কোন কথা হইল না। সতীশ কামিনীকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

একত্রিংশ তরঙ্গ

সতীশ কামিনীকে লইয়া বিনোদের নিকট যাইবার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্র বিনোদের শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্র কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া একেবারেই বিনোদের শ্বশুরকে তাহার কার্য্যের বিষয় বলিল। সুরেন্দ্রের কথা শুনিয়া বিনোদের শ্বশুর সতীশকেও ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন। সতীশ আকস্মিক পরিবর্ত্তন সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার পর যখন অনুধাবন করিল তখন সে তাহার কঠোর কর্ত্তব্য একেবারেই ভুলিয়া গেল—সুরেন্দ্রের সহিত মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রও সতীশকে পাইয়া বিনোদের শ্বশুরকে বলিল, আপনার আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না—আমরা দুজনেই সমস্ত করিব।

সুরেন্দ্র ও সতীশ আর দেরী না করিয়া কোর্টে আসিল। সেখানে আসিয়া সর্ব্বাগ্রেই ফাঁসী স্থগিত রাখিবার জন্য দরখাস্ত

করিল। জজ সেই দরখাস্ত দেখিয়া পুনর্বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত ফাঁসী বন্ধ রাখিয়া মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে কোর্টে আসিলেন—সরলাকেও আসিতে হইয়াছিল—কেননা সেই বিনোদের পক্ষে একমাত্র সাক্ষী। পূর্ব্ব হইতেই আদালত-গৃহ লোকে ভরিয়া গিয়াছে। ফাঁসীর মোকদ্দমা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। আসামী নাকি মৃত্যু-মুখ হইতে ফিরিয়া আসিবে।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী বিনোদ কাঠগড়ায় প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া যুক্ত-করে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিনোদের উকিল বক্তৃতা করিয়া মোকদ্দমা উত্থাপন করিলেন। জজের আদেশে সরলাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনা হইল। সরলা বিনোদকে ও বিনোদ সরলাকে সনাক্ত করিল। সরলা সাক্ষ্য-দানে কালে তাহার স্বামীর উদ্দেশে গৃহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী-সহ পুনরাগমন পর্য্যন্ত সমস্তই অবিচলিত চিত্তে একে একে বলিয়া গেল।

পরে সুরেন্দ্রকেও সাক্ষ্য দিতে হইল। সে সরলাকে তাহার স্ত্রী বলিয়া সনাক্ত করিল। পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তাহার নিকট গমন প্রভৃতি সমস্তই বলিল। ইহার পর আর কোন সাক্ষ্যের আবশ্যকতা হইল না। বিনোদের উকিল বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিতা মৃতা রমণীর দেহ-পরীক্ষায় ডাক্তারের বর্ণনা

স্পষ্ট করিয়া জজকে জানাইয়া দিলেন যে রমণীর মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই হইয়াছে এবং এই মোকদ্দমার পুর্ব্বাধ্যায় ভুল সনাক্তের জন্যই হইয়াছিল—কেননা সরলা তৎপূর্ব্বেই দুর্য্যোগময়ী নিশিতে গৃহত্যাগ করিয়াছিল এবং সরলাব সহিত সে রমণীর শারীরিক সৌসাদৃশ্য ছিল।

বিনোদেব উকিলের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার পর জজ জুরিদের সহিত একমত হইয়া ভুল সনাক্ত স্বীকার করিয়া লইলেন ও বিনোদকে নিরপরাধ স্থির করিয়া মুক্তি দিলেন।

প্রকাশ্য আদালতে রায়-পাঠের পর যখন বিনোদ শুনিল সে নিরপরাধ ও মুক্ত তখন সে প্রথমটা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। যখন তাহাকে হস্ত-শৃঙ্খল খুলিয়া কাঠগড়া হইতে নামান হইল তখন সে বলিয়া উঠিল, "তোমরা আমাকে লইয়া এখন কি করিবে ?" সুরেন্দ্র সুখের সময়েও কাঁদিয়া ফেলিল—তাড়াতাড়ি করিয়া বিনোদকে আদালতের বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে লইয়া আসিল। কিছুক্ষণ উন্মুক্ত বায়ুতে থাকিয়া বিনোদ প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিল। তখন সে বুঝিল সুরেন্দ্র যে তাহাকে পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছিল তাহাকে বাঁচাইবে, তাহা সে মিথ্যা বলে নাই। বিনোদ ব্যাপারটাকে সম্যক্ অনুধাবন করিয়াই সুরেন সুরেন বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সুরেন বরাবরই তাহার পাশেই ছিল। এতক্ষণ সে কিছুই বলে নাই বা প্রত্যক্ষ ভাবে বিনোদকে স্পর্শ

করে নাই—কেন না এই পরিবর্ত্তনের সময় জন্ম-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আনন্দাতিশয্যে বিনোদের কিরূপ অবস্থা হইবে বলা যায় না। সুরেন্দ্র বিনোদকে যেন নিজে নিজেই এই ইন্দ্রজাল হইতে নিজেকে প্রকৃতিস্থ হইবারই এতক্ষণ অবকাশ দিতেছিল। তাই যখন বিনোদ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছে দেখিল তখনই সে ছুটিয়া আসিয়া বিনোদকে জড়াইয়া ধরিল।

বহুদিন পরে নানা বিড়ম্বনার সমাপ্তিতে দুই বন্ধু—দুই প্রাণের বন্ধু যখন পুনর্জন্ম গ্রহণ কবিয়া পরস্পব পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইল তখনকার সে দৃশ্য আর বর্ণনা করা যায় না। উভয়ে উভয়ের সস্নেহ আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ। কাহারও মুখে কোন্ কথা নাই। জল চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড ভাসাইয়া দর-বিগলিত ধারে পড়িয়া যাইতেছে। সেখানে আর আর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই সেই মধুর মিলন নিস্তব্ধভাবে নয়নময় হইয়া দেখিতেছিলেন। সকলেই যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর সকলের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তাহার পর সকলে বাড়ী ফিরিল। বিনোদও সুরেন্দ্রের বাড়ীতে গেল।

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ

সুরেন্দ্র বিনোদকে মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিল। বিশ্বনাথ বিনোদকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন। গ্রাম মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রের বাটীতে আর লোক ধরে না। স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ একে একে দলে দলে আসিতে লাগিল। যেন একটা বিরাট মেলা বসিয়া গেল। ছুটোছুটি—চেঁচামেচি—ডাকাডাকি—কে কাহার কথা শুনে—সকলেই ব্যস্ত—সকলেই বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত। এমন সহজ বিশৃঙ্খলা—বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমোদ—আমোদের মধ্যে গৌরব—সকলই একই সময়ে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

ক্রমে ক্রমে আবার একে একে লোক কমিতে লাগিল। সুরেন্দ্র বাটী আসিয়াই বিনোদের শ্বশুরকে কামিনীকে লইয়া আসিবার জন্য সু-সংবাদসহ লোক পাঠাইয়া দিল ও বিনোদের ঠাকুরমাকে আনিবার ব্যবস্থা করিল।

বিনোদের শ্বশুর সংবাদ পাইয়া কামিনীকে ভালমন্দ কিছুই জানাইলেন না। কামিনী ত উন্মাদিনী এখন এ সংবাদ শুনিলেই হয় ত তাহার উন্মাদনা বাড়িয়াই যাইবে—সেই ভয়েই আর কিছু বলিলেন না। কেবলমাত্র তাহাকে কোনমতে সুরেন্দ্রের বাড়ীতে লইয়া যাইবাব ব্যবস্থা কবিলেন। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কামিনীকে লইয়া পাল্কী চড়িয়া যাত্রা করিলেন। সুরেনের গ্রাম তাঁহার গ্রামের নিকটেই—সত্বর সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিশ্বনাথেব বাটীতে তাঁহাদের আগমনের জন্য বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলে কোনরূপ ব্যস্ততা বা গোলমাল হয় নাই। সমস্তই নিঃশব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল।

কামিনীর পাল্কী একেবারেই ভিতরে নামান হইল। সরলা ও সারদা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। তাহারা ধীরে ধীরে কামিনীকে নামাইয়া লইল—কোন কথা বলিল না।

কামিনী উন্মাদিনী। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার জ্ঞান হয়—আবার সব বেঠিক হইয়া যায়। যখন কামিনীকে নামান হইল তখন সে চুপ করিয়াই ছিল—সংজ্ঞা আছে কি নাই তাহা বুঝা যাইতেছিল না বা সে বিষয় জানিবার জন্য কেহ কোনও চেষ্টা করে নাই।

সরলা ও সারদা কামিনীকে ভাল করিয়া স্নান করাইয়া দিল—

পরিষ্কৃত শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া ঘরে তুলিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল—তাহার পর ধরিয়া ধরিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইতে বসিল।

এতক্ষণ কামিনী কিছুই বলে নাই। খাবার দেখিয়াই নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ভাল করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল—হা! হা! আমার বিয়ে! কাকে বিয়ে কর্‌ব জানিস্—আমি বিয়ে কর্‌ব বিনোদকে—আমি বিনোদকে বিয়ে কর্‌ব। সরলা বলিল, বিনোদের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে তাই তোমাকে এখানে এনেছি। আগে তুমি খাও তার পর তোমার বিয়ে হবে। কামিনী বলিল হবে—বিনোদের সঙ্গে হবে? তবে আমি খাব। কাল বিয়ে হবে। এইরূপ নানা প্রকার প্রলাপ বকিতে লাগিল। সরলাও তাঁহাকে তাহার প্রলাপের যথাসম্ভব উত্তর দিতে দিতে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সময়ে সময়ে কামিনীর বেশ জ্ঞান হইত। সরলা প্রভৃতি সকলে সেই সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর যখন কামিনীর জ্ঞান আসিল তখন সরলা অতি সাবধান ভাবে কামিনীকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিল। কামিনীর তখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল—কথা সমস্ত বুঝিল—তবুও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহার পর ক্রমশঃ কামিনী যখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিল তখন আর তাহার সেই ক্ষণিক উন্মাদনা রহিল না। কামিনী প্রকৃতিস্থা হইল—বিনোদের সহিত মিলন হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ

সুরেন্দ্র সংসারে ফিরিয়া আসিল—সুধাবৃক্ষ সৃষ্টি করিবার জন্য। একেবারে নূতন হইয়া চির পুরাতনের মধ্যে আসিল—নূতনত্বের সৃষ্টির আশায়। বাটী আসিয়াই যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেই তাহার সমস্ত আশা-কুসুম মুকুলেই শুকাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বিনোদকে লইয়া যে ঘটনার আবর্ত্তনে পড়িল তাহা সুরেনের নিকট যেন অগ্নি-পরীক্ষা। সেই অগ্নি-পরীক্ষায় যদি সুরেন উত্তীর্ণ হইতে না পারিত তাহা হইলে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন—তাহার দীক্ষা—তাহার এতদিনের সাধনা সমস্তই বৃথা হইয়া যাইত। সুরেন্দ্রের সুরেন্দ্র বলিবার আর কিছুই থাকিত না।

তাই যে কয়দিন বিনোদের মোকদ্দমা চলিয়াছিল সে কায়মনোবাক্যে তাহার গুরুকে স্মরণ করিত। এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিত। সুরেন্দ্রের কাতর প্রার্থনা তাঁহার নিকট পঁহুছিয়াছিল। সুরেন্দ্রের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। এখন চারিদিক শান্ত—প্রতিবেশ তাহার অনুকূল।

বাসনা থাকিলে কর্ম্মের প্রেরণা আসে। কিন্তু কর্ম্ম-পদ্ধতির অনভিজ্ঞতা সদিচ্ছা সত্ত্বেও পদে পদে বিঘ্ন জন্মায়। তাই সুরেন্দ্রের বড় ভয় হইতেছিল এখন সে কি করিবে। তাহার মনে হইতেছিল এই সময় যদি তাহার ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বদর্শী গুরুদেব আর একবার দেখা দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। নতুবা বুঝি তাহার সমস্ত জ্ঞান—দীর্ঘ দিবসের সমস্ত সাধনা—আজীবনের আকাঙ্ক্ষা সকলই একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

সুরেন্দ্র এখন এই ভাবনায় ব্যস্ত। এতদিন বিনোদের জন্য অন্য কিছুই ভাবিবার সময় পায় নাই। এখন সুস্থ হইয়া কাজ করিতে গিয়াই যেন বিপদে পড়িয়া গেল। ভাবিল যে গুরু ভিন্ন আর কে তাহাকে এই আপদ-সঙ্কুল সংসারে নিরঙ্কুশ পথ দেখাইয়া দিবে। সুরেন্দ্র প্রকৃত পুরুষ হইয়া যেন বিকৃত হইয়া গেল।

বিনোদের মুক্তির পর কিছুদিন সে এইরূপ চিন্তামগ্ন থাকিয়া গুরুদেবের আগমনের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল।

গুরুর নিকট শিষ্যের ঐকান্তিক নিবেদন পহুঁছিল। গুরুদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি শিষ্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন—না আসিলে তাঁহার চলে না। শিষ্য বিপন্ন—তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। শিষ্য ত সামান্য বিপদে গুরুদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করে নাই। সে সামান্য বিপদ নিজের বলেই দূর করিয়াছে।

তাই শিষ্যানুগত লোকহিতব্রত মহাপুরুষ শিষ্যের জন্য—জনমানবের জন্য শিষ্যের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন।

সুরেন্দ্র গুরুদেবের ধ্যান করিতেছে এমন সময়ে দিব্যকান্তি মহাপুরুষ সুরেন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রের বাটীতে আসিয়া সুরেন্দ্রকে ডাকিলেন। সন্ন্যাসী দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্র সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া হৃষ্টমনে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। তাহার পর গুরুশিষ্য কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সুরেন্দ্রের ঘরেই প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। গুরুশিষ্য রুদ্ধ-দ্বার-গৃহে একদিন অবস্থান করিলেন—বাহিরের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিলেন না।

গ্রামের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য—গৃহ-প্রবিষ্ট গুরুশিষ্যের কার্য্য-কলাপ জানিবার জন্য মহা উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। কিন্তু জানিবার কোন উপায় নাই—সাহস হয় না কোনরূপ উপায় অবলম্বন করে। যাহা সহজে জানিতে পারা যায় না তাহাই জানিবার জন্য সকলের আগ্রহ স্বতঃই বাড়িয়া উঠে—ইহা মানব-ধর্ম্ম। কিন্তু কিছুই হইল না—কিছুই জানা গেল না। গুরুশিষ্য সেই গৃহে একদিন অবস্থান করিয়া বাহির হইলেন। উভয়েই কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ

১

কামিনী বিনোদকে পাইয়া সুস্থ হইল। পুত্র পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল—সন্ন্যাস-পূত চিত্ত লইয়া গৃহের কুটিলতা আবিলতাকে পবিত্র করিল। মলিন সংসার পুষ্প-সুহাস ধারণ করিল।

চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধের মজলিসে—মুদির দোকানে নিষ্কর্ম্মার সভায়—স্নানের ঘাটে রঙ্গমহলে যে আলোচনা এতদিন ধরিয়া রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া নিত্য নূতন জিনিষের সৃষ্টি করিত এখন তাহার শেষ হইয়া গেল। তাহার স্থানে নূতন মানুষের নূতন জীবন ও নূতন কার্য্যের আলোচনা চলিল। বৃদ্ধদের আসরে—নিষ্কর্ম্মার দলে—মেয়েদের মহলে—হাটে ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্রই এক কথা। দুষ্ট দুঃখিত—সাধু হর্ষিত। অনেকে আবার বিজ্ঞতা জানাইয়া বলিল, ইহা যে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি—তখন কেহ শুনে নাই। এইরূপ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। ইহার শেষ নাই—সিদ্ধান্ত নাই—মীমাংসা নাই। আমরা

সকল সময়ে কার্য্য-কারণের হিসাব করিতে পারি না। তাহা আমাদের ক্ষমতার অতীত। সেই জন্য আমরা ভুল করি—শিব গড়িতে বাঁদর গড়ি—সুধাকে বিষ করি। আবার অলক্ষ্যে কোন্ এক অদৃশ্য হস্ত সব উল্টাইয়া দিয়া যায়—আর আমরা অবাক্ হইয়া থাকি।

সংসারে কার্য্য-কারণের মধ্যে কোন্ সূত্র রহিয়াছে—তাহা আমরা ধরিয়া উঠিতে পারি না। সকলই একটা নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। যে নিয়মে বীজ জন্মে—উপ্ত হয়—যে নিয়মে জলবিম্ব হাসে ভাসে মিশায়—যে নিয়মে তাপ দাহন করে শৈত্য শীতল করে—যে নিয়মে আলোক ও অন্ধকার রৌদ্র ও ছায়া নিত্যযুক্ত অপরিচ্ছিন্ন—সুধাবৃক্ষও সেই নিয়মের ফল। বিশ্বনাথের সংসারও সেই নিয়মের ফল।

সুরেন্দ্রের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে অগ্নি দাহিকা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বিশ্বনাথের সংসারকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিল এখন বিধাতার আশীর্ব্বাদ সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া শীতলতা আনিয়া দিয়াছে—শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে।

অবিশ্বাস ভ্রান্তি কলহ দূরে পলাইয়াছে—আসিয়াছে বিশ্বাস জ্ঞান শান্তি। যে বিষের বীজ রোপিত হইয়াছিল তাহা নষ্ট হইয়াছে। সুরেন্দ্র দীর্ঘ-সাধনার বলে যে সুধা পাইয়াছিল আজ ঘরে আসিয়া তাহাকে বিশাল বৃক্ষে পরিণত করিল। গিরি-গহ্বরে

তাপসাশ্রমে সরলাকে পাইয়া সুরেন্দ্রের হৃদয়ে যে আশা—যে আকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল—বাটীতে আসিয়া তাহা পত্র-পুষ্প-শোভিত বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইল।

সুরেন্দ্র প্রেমময় জ্ঞানময় সাধনাসিদ্ধ পুরুষ—সংসারে সন্ন্যাসী—সঙ্গে শক্তি সরলা—অনুচর কার্য্য-সাধন বিনোদ। ইহারা তিনজনে মিলিয়া বিশ্বনাথের সংসারকে অনর্থ হইতে রক্ষা করিয়া সার্থক করিয়া তুলিল—দেশ মধ্যে আদর্শ স্থাপন করিয়া **সুধাবৃক্ষ** সৃষ্টি করিল।

সমাপ্ত

বসাক এণ্ড সন্স

মায়ার বাঁধন

মা-লক্ষ্মীদের বড়ই আদরের সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-মোহন ঘোষ প্রণীত—এই মায়ার জগতে মায়ার বাঁধনে লোকে পদে পদে কেমন করিয়া আবদ্ধ হয়, সংসারের সহস্র বিপদে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া, পার্থিব সুখে বিতৃষ্ণা বশতঃ বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করিলেও মায়ার বশে মোহ পাশে কেমন করিয়া জড়াইয়া পরে, প্রবীণ গ্রন্থকার তাহাই সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। করুণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অথচ তীব্র কষাঘাতের সহিত আমাদের সমাজের বিষ-দুষ্ট কতকগুলি স্থানের প্রতি চোখে আঙ্গুল দিয়া গ্রন্থকার যাহা দেখাইয়া দিয়াছেন তাহা প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির ভাবিবার বিষয়। অর্থলুব্ধা শাশুড়ী ননদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত বালিকা বধূ "দুলালীর" নিগ্রহ এবং তাহার আত্ম-হত্যার কাহিনী পড়িতে পড়িতে চোখের জল রাখিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানের নিখুঁত ছবি—করুণ মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাস। বহু হাফটোন ও ত্রিবর্ণ চিত্র সহ উপহারের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—স্বর্ণাক্ষরে ঝক্‌ঝকে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

নায়ক লিখিয়াছেন—১৫ই বৈশাখ ১৩৩১ সাল—"আমরা শ্রীযুত ক্ষেত্র-মোহন ঘোষের "মায়ার বাঁধন" পড়িতে বসিয়া আর বইখানি ছাড়িতে পারিলাম না। বাঙ্গালীর সমাজের নিত্য পরিচিত ঘটনাগুলি প্রবীণ ঔপ-ন্যাসিকের তুলিকায় এমন চমৎকাররূপে অঙ্কিত হইয়াছে যে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইল। যেমন সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষা—তেমনই সুন্দর লিখিবার ভঙ্গী। উপন্যাস অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা! এই "মায়ার বাঁধন" এক এক খণ্ড কিনিয়া পড়িও—না পড়িলে নূতন উপন্যাস পাঠ অসম্পূর্ণ থাকিবে।"

অবতার পত্রিকার অভিমত—৯ই আশ্বিন ১৩৩১ সাল—"প্রবীণ ঔপ-ন্যাসিক শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন ঘোষের "মায়ার-বাঁধন" আমরা পড়িয়া দেখি-লাম। উপন্যাসিকের মারফতে সমাজের ছবি তিনি যেরূপ নিপুণভাবে ফুটাইয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই উপভোগ্য। এক একটী চরিত্র যেন এক একখানি ফটোগ্রাফ। আর্টের কুহেলিকা নাই, ভাবের ধোঁয়া নাই, ঘটনার জড়তা নাই। স্বচ্ছ ভাষার ভিতর দিয়া ভাবের প্রতিবিম্ব চমৎকার দেখা যায়। উপন্যাসপ্রিয় পাঠক-পাঠিকার নিকট যে এই পুস্তক সমাদৃত হইবে

শত-তীর্থ

মহাপুরুষ, সাধক, ভক্ত ও আদর্শ ব্যক্তিগণের শতাধিক জীবনীসহ এ অমূল্য-বত্ন বাঙ্গলায় এই প্রথম। ইহাতে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, বিল্বমঙ্গল, প্রকাশানন্দ, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ, গোরক্ষনাথ, মীরাবাই, রূপ সনাতন, হরিদাস সাধু, তুকারাম, কবীর, নানক, তুলসী দাস, জয়দেব, রাম প্রসাদ, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, বিবেকানন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণগোস্বামী, আউলেচাঁদ, বিশুদ্ধানন্দস্বামী, উদ্ধারণ ঠাকুর, পওহারী বাবা, মৌনীবাবা, বামাক্ষেপা প্রভৃতির একাধারে বিস্তারিত ১০৮টী জীবন চরিত ও অলৌকিক ঘটনা পাঠে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করুন। এ ছাড়া আরো কবীর ও তুলসী দাসের দোঁহা, শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ প্রভৃতি অনেক সাধু বচন ও শিক্ষার গূঢ় রহস্য আছে, যাহা অন্য কোন গ্রন্থে নাই। দুই খণ্ডে সমাপ্ত প্রকাণ্ড গ্রন্থ—রাশি রাশি হাফটোন ত্রিবর্ণ চিত্র সহ স্বর্ণাক্ষরে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে পড়িতে দিয়া গৃহে শান্তি আনয়ন ও চরিত্র গঠন করুন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ বিনিসৃত উপদেশাবলী—

সতত যেখানে হয় গীতার বিচার।
পঠন পাঠন আর হয় অনিবার॥
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান পুলকিত মনে।
বিহার করেন তথা রাধিকার সনে॥

অসংখ্য হাফটোন চিত্র শোভিত মূল সহ সরল পদ্যানুবাদ। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় সুমধুর সুললিত ছন্দ। সুন্দর অবিকল পদ্যানুবাদ। ইহা বাজারের অন্তঃসারশূন্য বাজে পদ্যগীতা নহে। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ ত্রিবর্ণ চিত্রে বিশ্বরূপ দর্শন ও প্রতি অধ্যায়ে অধ্যায়ে হাফটোন চিত্রে রঞ্জিত, স্বর্ণাক্ষরে ঝকঝকে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা। —অল্প শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেও বুঝিতে পারিবে—এরূপ সহজ ও সরল।

বসাক এণ্ড সন্স

সাবধান ! সাবধান !!

নকল লইবেন না ! পাঁচশত পৃষ্ঠায় পূর্ণ বহু মূল্যবান এ্যান্টিক কাগজে ছাপা, আসল "বসাক এণ্ড সন্স" প্রকাশিত নবরসের সুরসিক—

১ম ও ২য় ভাগে **গোপালভাঁড়** পাঁচ শত পৃষ্ঠা—

(ত্রয়োদশ সংস্করণ—৭০০ শত গল্প)

রসিকতার ঘটা ! হাসির ছটা !!

রসের ফোয়ারা ! হাসির তুফান !! রহস্যের ঝরণা !!!

"ভুঁইফোড়ে" বগড় কত—"হরবোলায়" হাসি যত !

"মজলিসের" বেজায় ঢং—"বহুরূপীর" হরেক রং !

হদ্দমজা "গোপালভাঁড়ে" ! দেখ ভাই সবাই প'ড়ে !

আসল নি[illegible] কৃষ্ণনগর রাজবাটী, শান্তিপুর, উলো, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থানের সুরসিক স্থা[illegible] কদ্বারা সংগৃহীত রসের কথা, বিদ্রূপের ছটা ও হাসির ঘটা । আবার আমাদের প্রার্থনা মতে কৃষ্ণনগরের মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি যে পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া ছিলেন তদনুসারে অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা সাহিত্যজগতের একমাত্র হাস্যরসের অক্ষয়ভাণ্ড হইয়াছে—তাই লোকে কাড়াকাড়ি ও মারামারি করিয়া এ গ্রন্থ পাঠ করে—পাঠে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যায় । আবার মুখচোরার মুখ খুলে, অরসিক সুরসিক হয়—হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরে । এ হেন অনন্তরসের গোপাল ভাঁড়ের ত্রয়োদশ সংস্করণ বহু হাফটোন ও ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্র সহ স্বর্ণাক্ষরে সিল্কের বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা । আবার ৪ খানি মজাদারি গ্রন্থ ফাউ— ১ মশারিরহস্য, ২ কৌতুকভাণ্ডার, ৩ গোপালভাঁড়ে গীত, ৪ রসকলি [illegible] তনস্থ না থাকিলে ও মনে না ধরিলে পুস্তক ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঠাইবেন—মূল্য ফেরত দিব । মনে রাখিবেন ইহা কলিকাতার নকল জবড় লোক ঠকান বাজে গোপালভাঁড় নহে ।

বসাক এণ্ড সন্স
২০ নং [illegible]
কলিকাতা